ফস্‌ফরাস (Phosphorous)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। শরীরের কোন যন্ত্র কিংবা ঝিল্লি বাকী থাকে না. যে স্থলে ফস্‌ফরাসের প্রবেশ নাই। গাত্রত্বক হইতে অন্তরতম প্রদেশের গ্রন্থিল ও যন্ত্রের জালবৎ নির্ম্মান তন্তু উপাদানসমূহকে আক্রমণ করিতে ক্রুটি করে না। ইহার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের (nervous system) উপর অত্যন্ত অধিকরূণ প্রকাশ পায়, লৌহ যে প্রকার রক্তের উপর, চুন যে প্রকার অস্থির উপর—সেই প্রকার কার্য্য ইহার স্নায়বীয় বিধানের উপর। জীবনীশক্তির মূল প্রদেশ—মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জাকে (spinal cord) আক্রমণ করিয়া ইহার যাবতীয় সংলগ্ন যন্ত্রগুলিকে নিস্তেজ এবং অসার করিয়া ফেলে, দুর্ব্বলতা, কম্পন, অবশভাব, পক্ষাঘাত সমস্তই একে একে প্রকাশ পায়—এক কথায় বলিতে হইলে স্নায়বীয় বিধানের ব্যাধিতে ফস্‌ফরাস একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। ফস্‌ফরাসের ফিজিওলজিকেল ক্রিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—একজন ৩৯ বৎসর বয়স্ক লোক দিয়াশলাই প্রস্তুত করিত, যে ঘরে বাস করিত সেই ঘরেই দিয়াশলাই প্রস্তুতের উপাদান ফসফরাস ইত্যাদি রাখিত। একদিন হঠাৎ তাহাতে আগুন ধরিয়া ভীষণ শব্দ হয়। আগুন নির্ব্বাপিত করিবার সময় বাষ্পেতে লোকটি মূর্চ্ছা যায়। ইহার অব্যবহিত পরই লোকটি কটিদেশে দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল, ক্রমশঃ এই দুর্ব্বলতা পদদ্বয়ে বিস্তারিত হইল, হাটিতে গেলে পা টলিয়া যাইতে লাগিল। গাত্রত্বকের ভিতর পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড় সুড় বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হইয়া ক্রমশঃ ইহা হ্রাস হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

রোগী লম্বা, রোগা, রক্তপ্রধান ধাতু (sanguine temperament) দেখিতে সুন্দর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বয়সের অনুপাতে অধিক লম্বা এবং লম্বাপ্রবণতা। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য আলো, গোলমাল,

গন্ধ, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, অনবরতই এদিক ওদিক করিতে থাকে, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না (পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির—জিঙ্কাম)।

২। জ্বলন—মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে, স্কন্ধাস্থির মধ্য-স্থলে, অথবা পৃষ্ঠদেশে ভীষণ জ্বলন চলাচল করিতে থাকে। হস্তের চেটোয়, বক্ষঃস্থলে এবং ফুস্‌ফুসে, শরীরস্থ প্রত্যেক টিস্থ এবং যন্ত্রেতে, (আর্স, সালফার) সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলের রোগে (Burning in spots along the spine, between the scapula or intense heat runing up the back, of palms of hand, in chest and lungs, of every organ or tissue of the bedy, generally in diseases of nervous system).

৩। রক্তস্রাবপ্রবণতা—সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (small wound bleeds profusely).

৪। দুর্ব্বল, খালি খালি, শূন্য বোধ—মস্তকে, বক্ষঃস্থলে পাকস্থলীতে এবং সমুদয় নিম্নোদরে।

৫। শীতল পানীয়—বরফজল, বরফ খাইবার আকাঙ্ক্ষা এবং শীতল পানীয় পানে পাকস্থলীর যন্ত্রণা সাময়িক উপশম করে। অথচ পাকস্থলীতে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৬। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল লম্বা সরু, কুকুরের মলের ন্যায়। শক্ত, শুষ্ক এবং কষ্টের সহিত নির্গত হয়।

৭। উদরাময়—প্রচুর জলবৎ তরল, সাগুর ন্যায় দ্রব্য ভাসিতে থাকে। হড়াৎ করিয়া মল বহির্গত হইয়া পড়ে, মলদ্বার যেন সকল সময় আলগা হইয়া রহিয়াছে বোধ (as if anus remained open), অসাড়েও হয়। বৃদ্ধ লোকদিগের প্রাতঃকালীন উদরাময়েও নির্ব্বাচিত হয়।

৮। রক্তস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। কল কল করিয়া রক্তস্রাব হইতে হইতে আবার কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হইয়া যায়, জরায়ু কর্কট রোগ (cancer), ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদি সমুদয় স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়।

৯। স্বরভঙ্গ—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।

১০। নিম্ন বাম চোয়ালের অস্থি ক্ষত।

১১। কাশি—হাসিলে, কথা বলিলে, পড়িতে, জলপানে, আহারে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে ভার ভার বোধ যেন কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২। বক্ষঃস্থলে—পাঁজড়ার অস্থির মধ্যস্থলে তীব্র যন্ত্রণা, সামান্য চাপে, বাম পার্শ্বে শয়নে এবং সামান্য শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। মুক্ত খোলা বাতাস সহ্য হয় না ইহাতে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

১৩। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা—দুর্ব্বলতায় সমস্ত শরীর কাঁপে—জীবনীশক্তির অপচয় হেতু উদ্ভূত। (চায়না, ফস)।

সাধারণ লক্ষণ

১। উষ্ণ জলে হস্ত ডুবাইলে বমনের উদ্বেগ হয়।

২। গর্ভাবস্থায় জল পান করিতে পারে না, এমন কি জল দেখিলেই বমনোদ্বেগ হয়, জলে স্নান করিবার সময় চক্ষু বুজিয়া স্নান করে।

৩। ঘামে সালফারের গন্ধ নির্গত হয়।

৪। বিস্তর মরামাস মস্তকে হয়। গোছা গোছা চুল উঠিয়া আইসে, স্থানে স্থানে টাক পড়িয়া যায়।

——

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ফস্‌ফরাস রোগী সাধারণতঃ রুগ্ন প্রকৃতির, যেন জন্ম হইতেই দুর্ব্বল রোগগ্রস্থ, লম্বা পাতলা এবং বাড়ন্ত

প্রকৃতির। শীর্ণ এবং যাহারা দ্রুত শীর্ণ হইতে থাকে এবং যাহাদিগের মধ্যে tuberculosis পীড়া অধিক প্রবণতা তাহাদিগেতেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। (The complaints of Phosphorus are most likely to arise in the feeble constitution, such as have been born sick, grown up slender, and grown too rapidly. Its complaints are in such as are emaciated, and in those who are rapidly emaciating, in children who are going into marasmus, and in persons who have in them the foundation of consumption fairly well laid.)। রোগী দেখিতে সুন্দর এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। স্বভাব কোমল, সামান্য বিষয়েই মনে ব্যথা পায়। সংক্ষেপে ডাঃ ন্যাস লিখিত রোগীর গঠন নিম্নে দিলাম—

1. Tall slender persons of sanguine temperament fair, skin, blonde or red hair, quick, lively perception and sensative nature.

2. Tall, slender phthisical patients delicate eyelashes, soft hair.

3. Tall, slender woman disposed to stoop.

4. Young people who grow too rapidly and are inclined to stoop.

ফস্‌ফরাস রোগী অত্যন্ত খিটখিটে রাগী, সময় সময় এত অধিক রাগ হয় যে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—আলো, গন্ধ, গোলমাল ইত্যাদি সহ্য হয় না।

অস্থিরতা ফস্‌ফরাসে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সকল সময় নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়। একবার এখানে একবার ওখানে এইরূপ করে। জিঙ্কাম রোগী অস্থির বটে, কিন্তু জিঙ্কামের অস্থিরতা পদদ্বয়ে প্রকাশ পায়; রোগী অনবরত পা নাড়াইতে থাকে। এক এক সময় আবার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থির হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় কিংবা রাত্রিতে নানাপ্রকার মনে কল্পনার উদয় হয়, সে দেখে ঘরের চতুর্কোন হইতে তাহাকে যেন

কেহ মুখ ভেঙচাইতেছে। জ্বর বিকারে, পাণ্ডুরোগে কিংবা লিঙ্গসংক্রান্ত উত্তেজনায় রোগী প্রলাপ বকে এবং মনে করে যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে একজন খুব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, পারিষদবর্গ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, আবার কখন কখন ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত উত্তেজনায় তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে, লিঙ্গপ্রদেশের সমুদয় কাপড় ফেলিয়া দিয়া সকলের সম্মুখে উলঙ্গ হয় এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরে। এইরূপ বিকারের অবস্থা হইতে রোগী অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও কথার বিশেষ কোন উত্তর দেয় না। হাইওসিয়ামাসেও এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় এবং অনেক সময় হাইওসিয়ামাস ফসফরাসের পর কামোন্মাদে ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা কামোন্মাদে হাইওসিয়ামাসকে ফসফরাস অপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

কসেরুকা মজ্জাগত উত্তেজনা (Spinal irritation)—ফসফরাসের কসেরুকা মজ্জাগত উত্তেজনা (Spinal irritation) অত্যন্ত বেশী এবং ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। কসেরুকামজ্জা উত্তেজনার সহিত অনেক সময় হৃৎকম্পন বর্ত্তমান থাকে এবং হর্ষশোকাদি মনোভাবে ইহা বৃদ্ধি হয়। মেরুদণ্ড এই প্রকার কসেরুকা—মজ্জার উত্তেজনায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, রোগী কটিদেশে অধিক বল পায় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল বোধ করে, হাঁটিতে গেলেই পদদ্বয় কাঁপে হাঁটিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, শরীর টলিতে থাকে। অত্যধিক রক্তস্রাব, বীর্য্যপাত কিংবা পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, অল্প বয়সে শরীরের অসামঞ্জস্য দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদি স্নায়বীয় ব্যাধির (nervouvs diseases) পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করে, যেমন পক্ষাঘাত, তাণ্ডবরোগ, গুট্যুৎপাদক পীড়া (tuleroulosis).

কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় (Locomotor ataxy)—ফসফরাস কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ের (Locomotor ataxy) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মেরুদণ্ডে অত্যন্ত জ্বলন এবং পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ বর্ত্তমান থাকে। ফসফরাসে কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ের প্রারম্ভে পুংজননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হয়। অতিরিক্ত সঙ্গমক্রিয়া কিংবা

হস্তমৈথুনের দরুণ জীবনী-শক্তি নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হেতু ফসফরাসে কশেরুক মাজ্জের ক্ষয় (locomotor ataxy) প্রকাশ পায়।

"মস্তিষ্কের কোমলতায় (softening of the brain) ফসফরাস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় রোগী-মস্তকে সকল সময় মন্দ মন্দ এবং সর্ব্বদা ক্লান্ত শ্রান্তভাব বোধ করে ও হাঁটিতে গেলে ঈষৎ কষ্ট অনুভব করে। ধীরে ধীরে কথা বলে, কোন কাজকর্ম্মে ভ্রুক্ষেপ নাই, অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। কোন প্রকার স্ফূর্ত্তি নাই, সকল সময় বিষাদে পূর্ণ। ফসফরাসে একটি বিশেষ লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে—রোগী একলা থাকিতে অত্যন্ত ভয় পায়—ভীতস্বভাব, অন্ধকারে আরো বেশী ভয় করে।

ধ্বজভঙ্গ—ফসফরাস কদাচিৎ ধ্বজভঙ্গে প্রয়োগ হয়, যদ্যপি ধ্বজভঙ্গ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অত্যধিক লিঙ্গোত্তেজনার প্রকাশ না থাকে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় ধ্বজভঙ্গ প্রাপ্ত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে লিঙ্গের অত্যধিক উত্তেজনা যুবকদের মধ্যে হইতে থাকে। (unless it has resulted or has been preceded by over excitation of the sexual organs This is a valuable hint) স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি পুনঃ পুনঃ সংযত রাখিতে চেষ্টা করা সত্বেও লিঙ্গের অত্যধিক উত্তেজনা হইতে থাকিলে এইরূপ অবস্থায় লিঙ্গের উত্তেজনা নিবৃত্তি করিতেও ফসফরাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অবিবাহিত অবস্থায় থাকার দরুণ কিংবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার দরুণ লিঙ্গের ক্ষমতার হ্রাস হইলে এবং ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হইলে যদ্যপি এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত লিঙ্গোত্তেজনা হইত জানিতে পারা যায় তাহা হইলে সেই স্থলে ফসফরাসকে একটি অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

রক্তশূন্যতা—ফসফরাস যেরূপ শরীরে তন্তু (tissue) সমূদয়কে আক্রমণ করে। সেইরূপ ফসফরাস রক্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া হরিৎ পীড়া (chlorosis) এবং অত্যন্ত রক্তশূন্যতা আনয়ন করে। এপিস এবং কেলিকার্ব্বেও এইরূপ রক্তশূন্যতা অথবা রক্তস্বল্পতা, ফ্যাকাসে চেহারা, দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে শোথের স্ফায়স্ফীতি এবং ফোলা ভাব বর্ত্তমান

থাকে। ফস্‌ফরাসেও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে বটে কিন্তু ফস্‌ফরাসে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে এবং সমুদয় মুখমণ্ডল ফোলে, এপিসে চক্ষুর নিচপাতা এবং কেলিকার্ব্বে উপর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পরে।

রক্তস্রাব—ফস্‌ফরাসে রক্ত এমনই ভগ্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে রক্ত কিছুতেই জমাট বাঁধে না এবং সামান্য (small wounds bleed much) ক্ষত হইতে অত্যন্ত অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। ইহা ফসফরাস বিশেষ বিশেষত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এই জন্য ফসফরাস রক্তস্রাব প্রবণতা ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। অনেক সময় সামান্য একটু আঘাতে এত পর্য্যাপ্ত পরিমানে রক্তস্রাব হয় যে লোকের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। ফসফরাসের রক্তাধিক্যতা ফুসফুস, যকৃত এবং মূত্রপিণ্ডে অধিক হইতে দেখা যায়। ফসফরাস যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, বিশেষতঃ পাকস্থলী এবং ফুস ফুস হইতে রক্তস্রাবে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, এতদ সহ Bright's disease থাকিলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

অস্থিক্ষত—অস্থির উপর ফসফরাসের অত্যন্ত গভীর কার্য্য রহিয়াছে এতদহেতু অস্থিনাশে কিংবা অস্থি ক্ষতের ইহা একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। নিম্নের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বে দেয়াশালাই প্রস্তুত কারকদিগের মধ্যে এইরূপ রোগ খুব দেখা যাইত। ফসফরাসের ধোঁয়াতে দেখিতে পাওয়া যায় নিচের চুয়ালই অধিক এবং কখন কখন উপর চুয়ালেও ক্ষত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে নিচের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় উপর চোয়ালের অস্থি তত অধিক কেন হয় না?

আমরা ফসফরাসের সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফসফরাস খাইয়া বিষাক্ত হয়—তাহা হইলে তাহার নিম্নের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় কাজেকাজেই ফসফরাসের নিম্নের চুয়ালের উপর অধিক সম্বন্ধ অর্থাৎ আকর্ষণ রহিয়াছে। নিম্ন চুয়ালের অস্থিনাশে কিংবা অস্থিক্ষতে ফসফরাস যদিও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাই বলিয়া অন্যান্য স্থানের অস্থির ক্ষত যে উপকার করে না তাহা নয়—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগের মেরুদণ্ডের অস্থিনাশে ইহার কার্য্য অত্যন্ত অধিক। অবশ্য ফসফরাস ব্যবহার করিবার

পূর্ব্বে ফসফরাসের আনুসঙ্গিক আর সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য এবং ইহাব্যতীত মেরুদণ্ডের অস্থিনাশে যখন প্রদাহ কশেরুকামজ্জার অভ্যন্তর প্রদেশে বিস্তারিত হয় এবং আক্রমণ করে তখনও ফসফরাস ব্যবহার হয়। এইরূপ হইবার পূর্ব্বে রোগী প্রথমতঃ মেরুদণ্ডের কোন কোন অংশে জ্বালা অনুভব করে, মেরুদণ্ডের নিকট কোনপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। চলৎশক্তি ক্রমেই নষ্ট হইয়া আইসে অবশেষে সম্পূর্ণ হাঁটিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর ক্ষমতাও হ্রাস হইতে থাকে।

বঙ্ক্ষসন্ধি প্রদাহ (Hip joint disease)—সন্ধিস্থল বিশেষতঃ উরু এবং হাঁটু অধিক আক্রান্ত হয়। স্ক্রফিউলাস রোগগ্রস্থ শিশুদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া ওঠে এবং সাদা হয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ফস্‌ফরাসকে চিন্তা করিবে।

যকৃৎ এবং ন্যাবা—যকৃতের উপর ফস্‌ফরাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত বিবৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং ন্যাবা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল প্রায় সাদা ছাইএর ন্যায় কিংবা মেটেবর্ণ হয়। পিত্ত নিঃসরণ বন্ধ হইয়া আসে এবং নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ গাত্রত্বক, চক্ষু এবং মুখমণ্ডল সমুদায় ভীষণ পীতবর্ণ হয়। পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য বন্ধ হওয়া দরুণ রক্ত বিষাক্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ায় নাড়ীর গতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং সূত্রের ন্যায় হইতে থাকে। এই অবস্থায় যকৃত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যকৃৎ শুষ্ক হইয়া (atrophy) আসিতেছে, এই ভাবে কিছুদিন থাকিলে যকৃৎ অত্যন্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার যকৃৎকে ইংরাজীতে সিরোসিস লিভার বলে (cirrhosis of liver) তৎপর উদর এবং নিম্নোদরের সর্ব্বত্র শিরা-প্রসারণ দেখা দেয়। রক্ত এবম্প্রকার দূষিত হয় যে রোগী প্রলাপ বকে এবং প্রস্রাব অত্যন্ত অম্ললাল-যুক্ত হয় এই ভাবে কিছুদিন থাকিয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যকৃৎ প্রদাহে পুঁজের সঞ্চার হইলেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়। প্রলেপক-জ্বর (hectic fever), নৈশ ঘর্ম্ম, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিবৃদ্ধি এবং তদহেতু যকৃতের উপর অত্যন্ত টাটানি থাকে। ফস্‌ফরাসের ন্যাবা একটি যান্ত্রিক রোগবিশেষ।

ইহার সহিত রক্তশূন্যতা, মস্তিষ্কের রোগ, যকৃতের কঠিন পীড়ার সংযোগ থাকে। গর্ভাবস্থায় ন্যাবারোগেও ফস্‌ফরাস উপযোগী।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ায় ফস্‌ফরাসের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার জিহ্বা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় অনেকটা সাদা লেপাবৃত হয়। রোগী ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে পেট জ্বালা করিতে থাকে, এমন কি নিদ্রা হইতে উঠিয়া আহার করিতে বাধ্য হয় (এনাকার্ডি) শীতল পানীয় কিংবা বরফ জল খাইবার কিংবা বরফ খাইবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। শীতল খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় ফসফরাস রোগীর অত্যন্ত উপাদেয় এবং বমন-ভাব কিছুক্ষণের জন্য উপশম করে বটে কিন্তু পান করিবার অল্পক্ষণ পরই পাকস্থলীতে গরম হইয়া বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এইরূপ বমন ফসফরাসের একটি বিশেষত্ব। আর্সেনিকে শীতল দ্রব্য কিংবা পানীয় যাহাই হউক, আহার কিংবা পান করা মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। বিসমথেও আর্সেনিকের ন্যায় পাকস্থলী স্পর্শকরা মাত্রই তৎক্ষণাৎ বমন হয় বটে কিন্তু তরল দ্রব্য তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় খাদ্যদ্রব্য থাকিয়া যায় ইহা পরে বমন হয়। অন্ন নলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়। খাদ্যদ্রব্য নিম্নে কিছুদূর পৌছিবামাত্র ছিটকাইয়া বেগে বহির্গত হইয়া যায়।

উদরাময় এবং কলেরা—ফসফরাসের উদরাময় প্রচুর বেদনাশূন্য এবং জলবৎ তরল—সাদা অথবা সবুজবর্ণ। তন্মধ্যে সাদা চর্ব্বির ন্যায় দানা দানা পদার্থ ভাসিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত রক্তযুক্ত পূঁজময় অজীর্ণ অথবা মাংস ধোয়া তরল জলের ন্যায়। অসারে মল নির্গত হয়, মলদ্বার সর্ব্বদা আল্‌গা হইয়া থাকে (oozing from the constantly open anus) অথবা মল বেগের সহিত হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। রোগী শীতল জল, বরফ, ডাব ইত্যাদি অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে (burning thirst for cold water)। শীতলজলে সাময়িক তৃষ্ণা নিবারণ হয় বটে কিন্তু পাকস্থলীতে গরম হইবামাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায় অর্থাৎ জল পান করিবার কিছুক্ষণ পর বমন হয় (খাওয়া মাত্র বমন হয়—আর্সেনিক)। নিম্নোদর দুর্ব্বল এবং

শূন্য বোধ করে (weak, gone feeling in the abdomen) স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং পাকস্থলী জ্বালা বোধ করে। মলদ্বার সকল সময় খোলা (Anus constantly open)। ফসফরাসের ভেদ দুর্গন্ধ অথবা টকগন্ধযুক্ত। প্রাতঃকালে, বামপার্শ্বে শয়নে, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণে উদরাময় বৃদ্ধি হয়। শীতল খাদ্যদ্রব্য আহারে, বরফ অথবা বরফজল পানে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। মলত্যাগের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ফসফরাস পুরাতন রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে ফেরত রোগীতে ফসফরাস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে একমাত্রা উচ্চক্রম নাক্সভমিকা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দেওয়া কর্ত্তব্য।

এপিস—ইহারও মল অসাড়ে নির্গত হয় এবং মলদ্বার আলগা হইয়া থাকে ও যন্ত্রণাশূন্য কিন্তু এপিসে জলতৃষ্ণা থাকে না।

এসিড ফস্—ইহাতেও মলত্যাগে কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যতই মলত্যাগ হউক না, রোগী দুর্ব্বল হয় না।

এলোজ—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু রোগী মল আটকাইতে পারে না—আর ফসফরাসে মল মলদ্বারের নিকট পৌছিবামাত্র মলদ্বার আলগা খোলা থাকায় হড়াৎ করিয়া মল নির্গত হইয়া পড়ে।

পাকাশয় ক্ষত—পাকস্থলীর ছিদ্রযুক্ত সাংঘাতিক ক্ষতেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, আহারকরা মাত্রই খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমনের সহিত গাঢ় কাল অর্দ্ধ শক্ত দ্রব্য দেখিতে ঠিক কফি গুড়ার ন্যায় বাহির হয় এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। পাকস্থলীর কর্কটরোগেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহাতেও ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল পাতলা লম্বা এবং শুষ্ক কুকুরের মলের ন্যায় (হাঁসের ন্যায় পাতলা সরু লম্বা মল—পডফাইলাম) এবং মলত্যাগ করিতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, সহজে হয়না।

ব্রাইট ডিজিজ (অণ্ডলালময়মূত্র রোগ)—অণ্ডলালময়মূত্র রোগে (Bright's disease) যখন মূত্রপিণ্ডে চর্ব্বির অপকৃষ্টতা (fatty

degeneration) হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি যকৃতের ন্যায় পূর্ব্বের বর্ণিত বিবৃদ্ধি থাকে এবং ফুস ফুস প্রদাহের অর্থাৎ নিউমোনিয়ার লক্ষণ যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে। প্রস্রাব অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে cast পাওয়া যায়। শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাব হউক না বিশেষতঃ ফুস ফুস এবং পাকস্থলী হইতে হইলে এবং তৎসহিত যদি এইরূপ অস্তলালময়ত্ব রোগ থাকে তাহা হইলেও ফসফরাস প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া উচিৎ।

পুং জননেন্দ্রিয়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফসফরাস অত্যন্ত কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ লোক উভয়কেই কামোন্মাদে মত্ত করিয়া তোলে। ফসফরাস এই প্রকার অসংযত উত্তেজনাকে নিবৃত্তি করিতে একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ঔষধের আনু-সঙ্গিক লক্ষণগুলি মিলাইয়া দিতে পারিলেই ভাল।

অনুকল্প রজঃ (Vicarious menstruation)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপর ফসফরাসের কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অনুকল্প রজঃ (vicarious menstruation) গয়েরের সহিত কিংবা নাসিকা হইতে কিংবা প্রস্রাবের সহিত নিঃসরণ হইলে ফসফরাসকে উত্তম ঔষধ জানিবে।

ঋতুস্রাব—সময় সময় স্রাব প্রচুর, অধিক দিন স্থায়ী এবং অত্যন্ত ফ্যাকাসেবর্ণ হয়।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে ফসফরাসের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়। যখন শ্লেষ্মা সবুজ আভাযুক্ত হয় এবং রক্তমিশ্রিত থাকে। রক্তমিশ্রিত না থাকিলে ফসফরাস কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়।

অর্ব্বুদ (Polypus)—নাসারন্ধ্রের অর্ব্বুদে প্রচুর রক্তস্রাব থাকিলে ফসফরাসে আশু উপকার হয়। কর্ণ, জরায়ু অর্থাৎ যে কোন স্থানের অর্ব্বুদ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হউক ফসফরাসকে চিন্তা করিবে (থুজা, কেলকেরিয়া কার্ব্ব, কেলকেরিয়া ফস, টিউক্রিয়াম)।

স্বরভঙ্গ—ফসফরাস স্বরভঙ্গের একটি মহৎ ঔষধ, ইহার স্বরভঙ্গ

সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। রোগী জোরে শব্দ করিতে, চেঁচাইতে এবং কথা বলিতে পারে না, কণ্ঠনালীতে কষ্টবোধ করে। লম্বা, শীর্ণ, উষ্ণপ্রধান রোগীতে ফসফরাস অধিক উপযোগী।

ঘুংড়িকাশি (Croup)—ঘুংড়িকাশির প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার হয় না, রোগ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় রোগীর অবস্থা যখন খারাপ হইয়া আসে এবং যখন একোনাইট এবং স্পঞ্জিয়া ব্যবহারে কোন ফল পাওয়া যায় না, স্বর লোপ হয়, ক্রমশঃই জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইতে থাকে, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, মুখ চোখ বসিয়া যায়। নাড়ী সুতার ন্যায় মিন্‌ মিন্‌ করে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। Cerebro-spinal system আক্রান্ত হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি – ফস্‌ফরাস সাধারণতঃ লম্বা, শীর্ণ, টিউবার কিউলোসিস ধাতুযুক্ত লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাশি সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। কাশি শুষ্ক, গলায় খুস খুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় কথা বলিলে কিংবা হাসিলে, কিংবা জোড়ে চেঁচাইয়া পড়িলে কিংবা বাম পার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। কাশিতে কাশিতে পেট ব্যথা হইয়া যায়। কাশিলে পেটে আঘাত লাগে, সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে এবং সময় সময় কণ্ঠনালীতে অসহ্য যন্ত্রণাও হয় এবং বুকে চাপ চাপ বোধ করে। লম্বা, শীর্ণ লোকের সন্ধ্যায় খুস্‌খুসে শুষ্ক কাশি শুনিলে আমরা ফসফরাসকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করি। বেলেডনা এবং রিউমেক্সও এই প্রকার শুষ্ক কাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলেডনা – ইহার কাশিও শুষ্ক রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং বিরক্তিজনক কিন্তু ফসফরাসের ন্যায় তত শুষ্ক নয়। গলদেশ রক্তাধিক্য এবং তালুমূল বিবৃদ্ধিও থাকে।

রিউমেক্স—ইহাও শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির একটি মহৎ ঔষধ। ফসফরাসে উপকার না হইলে অনেক সময় আমরা রিউমেক্স ব্যবহারে ভাল ফল পাই। ইহার কাশিও রাত্রিতে শীতল বায়ুতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়।

ব্রোঙ্কাইটিস—ফসফরাসে নূতন কিংবা পুরাতন ফুসফুস রোগে শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকে অত্যন্ত চাপ বোধ হয় এবং মনে হয় যেন একটি ভারী জিনিষ বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রোঙ্কাইটিসে অর্থাৎ বায়ুনলীভুজ প্রদাহে কাশিতে কাশিতে বুকের অস্থির (sternum) নিম্নে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং মনে হয় যেন কিছু ছিড়িয়া যাইতেছে, সমস্ত বুক ভরিয়া শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক হয়। নানা রকমের গয়ের উঠে, কিন্তু রক্তের রেখাযুক্ত পীতাভ গয়েরই হইতেছে ফসফরাস রোগীর অত্যন্ত বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত নিউমোনিয়ার ন্যায় rust coloured কিংবা পুঁজসদৃশ মিষ্ট অথবা লবণ আস্বাদযুক্তও হয়।

নিউমোনিয়া—শ্বাসযন্ত্রের উপর ফসফরাসের কার্য্য অতন্ত গভীর এবং নিউমোনিয়ার একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া সর্ব্ববিদিত। নিউমোনিয়ায় ইহা অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে এবং একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ায় ইহার উপকারিতা সর্ব্বপ্রথম ভায়নার ডাক্তার ক্লেসম্যান প্রচার করেন—সেই সময় তাঁহার দেশস্থ চিকিৎসক রাস্ব এবং ক্যাস্‌পার নিউমোনিয়ায় ইহার উপকারিতা যে কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতে চান নাই বরং ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণ নাই বলিয়াছেন। ক্রমশঃ ডাক্তার কাফ্‌কা বেয়ার, ক্লোটার মুলার প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়ায় ইহার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হন এবং একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ বলিয়া স্বীকার করেন। ফসফরাস সচরাচর রোগা কৃশ লম্বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের উপর উত্তম কার্য্য করে এবং ইহা ব্রোঙ্কিয়াল নিউমোনিয়ার একটি বৃহৎ ঔষধ। ফসফরাসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অর্দ্ধাংশই অধিক আক্রান্ত হয়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় যখন ফুসফুস hepatization অবস্থা অর্থাৎ যকৃৎ ভাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়—এইরূপ স্থলে ফসফরাস প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না, অঙ্কুরেই রোগ স্থগিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ফসফরাস hepatization অবস্থার শেষে এবং শোষণ কিংবা resolution অবস্থার প্রারম্ভে প্রয়োগ করিলে মন্ত্রবৎ কার্য্য করে (Its more frequent application comes in where the stage of hepatization

is passed and we want to break it up and promote absorption or resolution. Here it has no equal.) অর্থাৎ ইহা স্মরণ রাখিবে, ফসফরাস hepatization অবস্থায় কখনই প্রয়োগ হয় না। ফসফরাসে কাশি শুষ্ক, গয়ের (sputum) লৌহ মরিচার ন্যায় অথবা রক্তের রেখাযুক্ত, সহজে উঠে না, বুকে সূচীভেদবৎ ছিঁড়িয়া ফেলা বেদনা হয়, বামপার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়, বাম বক্ষঃস্থলের ভীষণ যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। বক্ষঃস্থলের কষ্ট ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, সকল সময় বক্ষঃস্থল ভার ভার বোধ হয় এবং সঙ্কুচিত, যেন জোরে চাপিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। কাশিবার সময় রোগী বক্ষঃস্থল হাত দিয়া চাপিয়া রাখে। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে উপসর্গের বৃদ্ধি, শীতল জল পানের আকাঙ্ক্ষা।

ভিরেট্রাম ভিরেডি—নিউমোনিয়ার প্রারম্ভে প্রবল জ্বরসহ ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য কবস্থায় ইহা প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে যে প্রকার arterial excitement প্রকাশ প্রায় ফসফরাসে তাহা কিছুই থাকে না বলিলেই হয়। ইহার arterial tensionই হইতেছে অত্যন্ত প্রবল লক্ষণ। ইহার সমকক্ষ arterial tension একোনাইট এবং ফেরামফসে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। একোনাইট এবং ফেরামফসকে ভিরেট্রামভিরেডির পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহার নাড়ি পরীক্ষা করিলেই arterial excitement এবং প্রাদাহিক অবস্থায় পরিচয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়—নাড়ীরগতি ভরাটে, মোটা, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক (laboured and difficult breathing)। ইহা স্মরণ রাখিবে ভিরেট্রাম ভিরেডি কেবলমাত্র নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব অবস্থায় অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ হয়। Hepatization অথবা resolution অবস্থায় ইহার কোন কার্য্য নাই।

ফেরামফস—প্রাদাহিক অবস্থায় ডাক্তার সুসলার ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রয়োগ করেন। ইহার কার্য্য অনেকটা ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং একোনাইটের ন্যায়। রসোৎপাদন (exudation) হইবার পূর্ব্বে ইহা প্রয়োগ হওয়া উচিত। ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে

রোগ আর নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা হয়। নাড়ী ভরাটে মোটা অথচ একোনাইটের ন্যায় দড়ির মত শক্ত নয় বরং নরম। (Pulse full, round and soft)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তের রেখাযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা স্মরণ রাখিবে ফেরামফস রোগের প্রারম্ভে উপযোগী। Hepatization এর সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

আইওডিন—ইহাকেও অনেকে ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং ফসফরাসের নিম্নে স্থান দিয়াছেন (আইওডিন দেখ) কিন্তু একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আইওডিন রক্তাধিক্য অবস্থায় (stage of engorgement) বিশেষ কোন কার্য্য করে না, ইহার Hepatization অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন পূঁযোৎপাদনের সহিত Hectic fever এবং শীর্ণতা উপস্থিত হয় তখনও আইওডিন প্রয়োগ হয়। আইওডিন রোগী পালসেটিলার ন্যায় উষ্ণঘর অপেক্ষা খোলা ঠাণ্ডা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

সেঙ্গুইনেরিয়া—রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অনেক সময় প্রয়োগ হয়। রক্তসঞ্চালনক্রিয়া সামঞ্জস্য করতঃ রক্তাধিক্য অবস্থাকে দূরীভূত করিয়া রোগীকে নিউমোনিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ইহাতেও যথেষ্ট শ্বাসকষ্ট থাকে। ভিরেট্রাম ভিরেডির ন্যায় রক্তাধিক্য অবস্থা ব্যতীত hepatization অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়—লৌহ মরিচার ন্যায় (Rust colored) রং যুক্ত গয়ের প্রকাশ পায় (যাহা সাধারণতঃ Hepatization অবস্থায় প্রকাশ পায়) নিশ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় হস্তপদ উত্তপ্ত অথবা বরফবৎ শীতল হয়। গণ্ডস্থল আরক্তিমতাসহ টাইফয়েড নিউমোনিয়াতেও সেঙ্গুইনেরিয়া উত্তম কার্য্য করে। সেঙ্গুইনেরিয়ায় দক্ষিণ ফুসফুসের স্তনের বোঁটার স্থলে অত্যন্ত সূচীভেদবৎ (stitching) যন্ত্রণা হয়।

কেলিকার্ব্ব—ইহাও নিউমোনিয়ার একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা রোগের প্রারম্ভে ব্যবহার হয় না। প্রচুর রসোৎপাদন (profuse exudation) অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে (when there is copious exudation into the lungs) এবং কাশিকালীন শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়। ইহার

যাবতীয় উপসর্গ শেষ রাত্রি ৩টার সময় বৃদ্ধি হয়। এতদসহ চক্ষুর উর্দ্ধ পাতায় জলপূর্ণবৎ স্ফীতি প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নীলপাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কেলিকার্ব্বের শেষ রাত্রি বৃদ্ধি, চক্ষুর উর্দ্ধ পাতায় জলপূর্ণবৎ স্ফীতি যে প্রকার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা (stitching pain) সেই প্রকার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নিউমোনিয়ায় কেলিকার্ব্ব নির্ব্বাচন করিতে হইলে এই stitching pain লক্ষণটি পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, ইহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। কেলিকার্ব্বে এই stitching pain দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নপ্রদেশে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায় এবং এতদস্থান হইতে যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির হয় (going through the chest to the back)। কেলিকার্ব্বে গয়ারে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূঁজ বটিকা (globules of pus) প্রকাশ থাকে।

ব্রাইওনিয়া—ইহাকে প্লুরোনিউমোনিয়ার (Pleuro Pneumonia) বৃহৎ ঔষধ বলা যাইতে পারে। engorgement অর্থাৎ প্রারম্ভ অবস্থায় ইহার কোন প্রয়োগ নাই। ইহা একোনাইট, ভিরেট্রাম ভিরেডি, ফেরামফস ইত্যাদি ঔষধের পর ব্যবহার হয়। ইহাতে ফুসফুসে রসোৎপাদন ও তদসঙ্গে বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা থাকা চাই। যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্বে অধিক হয়। রোগী স্থির হইয়া শুইয়া থাকে। গয়ের অধিক উঠে না, গয়ের পীতাভ এবং সময় সময় রক্তের রেখাযুক্ত। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, সঞ্চালনে, কাশিতে বুকে যন্ত্রণা অনুভব করে এবং রোগী সকল সময় কোষ্ঠকাঠিন্য।

চেলিডোনিয়াম—পৈত্তিক নিউমোনিয়ায় (Bilious pneumonia) বিশেষতঃ শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চেলিডোনিয়াম নির্ব্বাচন করিতে হইলেই ইহার সহিত যকৃতের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকা চাই এবং চেলিডোনিয়াম হামের পর নিউমোনিয়ায় অধিক প্রয়োগ হয়। রোগীর মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপচাপ বোধ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে

নাসিকার পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হইতে থাকে (লাইকোপোডিয়াম)। গয়ের তরল এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত, গয়ের সহজে উঠে না।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও পৈত্তিক নিউমোনিয়ার (Blious Pneumonia) একটি উত্তম ঔষধ। চেলিডোনিয়ামের সহিত মার্কিউরিয়াসের পার্থক্য মলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—মার্কিউরিয়াসের মল শ্লেষ্মাযুক্ত এবং কোঁথানি থাকে ও রং ছাইএর স্থায় কিংবা সাদা আর চেলিডোনিয়ামের মল সহজে নির্গত হয় এবং রং ঘোর পীতবর্ণ, এতদ্ব্যতীত চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ স্কন্ধের scapula নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মার্কিউরিয়াসের দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নপ্রদেশ অধিক আক্রান্ত হয়। গাত্র ত্বক, চক্ষু ইত্যাদি পীতাভ হয়।

এণ্টিমটার্ট—ক্যাটারাল (catarrhal) নিউমোনিয়ার এণ্টিমটার্টই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার শ্লেষ্মা অত্যন্ত তরল, ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। বক্ষঃস্থলের শ্লেষ্মার শব্দ দূর হইতেও শুনা যায়। ইহা শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে ফুসফুসের কতক অংশ ক্রিয়াশূন্য পক্ষাঘাত অবস্থাবৎ প্রাপ্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কষ্ট প্রাতঃকালেরদিকে অধিক হয়। রোগী শুইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করে, শয্যায় উঠিয়া বসে। রোগী সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত, যেন ঝিমাইতেছে। ইহাতে গয়ের প্রচুর এবং কাশিলে মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন প্রচুর শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে অথচ শ্লেষ্মা উত্তোলনে রোগী অক্ষম, গলার নিকট আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া যায়। এণ্টিমটার্টে তন্দ্রাভাব অত্যন্ত প্রবল এবং প্রত্যেক কাশির পর রোগী ঝিমাইয়া পড়ে—এই লক্ষণটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করা হয়, যকৃতপ্রদেশ রক্তাধিক্য এবং মুখমণ্ডল চক্ষু ইত্যাদি পীতআভাযুক্ত হয়। এতদ উপসর্গসহ মাতালদিগের নিউমোনিয়ায় এণ্টিমটার্ট সময় সময় প্রয়োগ হয়।

ওপিয়ম—নিউমোনিয়া এবং সমুদায় রোগে ইহার তন্দ্রা অত্যন্ত অধিক। তন্দ্রায় ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। এণ্টিমটার্টেও তন্দ্রা রহিয়াছে কিন্তু এণ্টিমটার্টে ওপিয়মের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনি এবং

মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা থাকে না। এন্টিমটার্টের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে অথবা নীলআভাযুক্ত (cyanotic)

থাইসিস্ (**Phthisis**)—থাইসিস চিকিৎসায় ফসফরাসের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। ইহার নির্ব্বাচন রোগীর শারীরিক গঠনের উপর অত্যন্ত নির্ভর করে—রোগী লম্বা, কৃশ, সঙ্কুচিত বক্ষঃস্থল (narrow chested), পরিষ্কার গাত্রত্বক, চক্ষুর পাতার লোমগুলি লম্বা লম্বা এবং মসৃন রেশম সদৃশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। ফসফরাস বিশেষরূপ যুবক এবং যুবতীদিগের প্রতি যাহারা বাড়ন্ত প্রকৃতির এবং যাহাদিগের বংশানুক্রমিক থাইসিস রোগের প্রবণতা থাকে অথবা যাহাদিগের শৈশব অবস্থায় কোনপ্রকার অস্থি রোগ (bone disease) হইয়াছিল এই প্রকার লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। রোগের প্রারম্ভে নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—রোগীর অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, বক্ষঃস্থল পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্য হয়, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ সঙ্কোচন ভার বোধ করে যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে (great tightness accross the chest), বাম বক্ষঃস্থলের apexএ যন্ত্রণা হয়, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, বামপার্শ্বে শয়নে রোগের বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম বোধ করে—গলার স্বর বসিয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে শুষ্ক কাশি বৃদ্ধি পায়, রাত্রিতে বক্ষঃস্থলে এত চাপ বোধ করে তাহাতে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে। পূর্ব্বাহ্নে বিশেষতঃ ১০।১১ টার সময় পাকস্থলী অত্যন্ত খালি খালি বোধ হয়। রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া শয়ন হইতে জাগিয়া ওঠে এবং কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়। সকল সময় ঘুসঘুসে hectic fever লাগিয়া থাকে এবং ক্রমশঃই ইহা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ফুস্ফুসে স্ফোটক এবং গহ্বর (cavity) উৎপন্ন হয়।

গয়ের (expectoration) নিউমোনিয়ার ন্যায় ফেনা ফেনা, ফ্যাকাসে লাল, লোহার মরিচার ন্যায় (rusty), রক্তমাখা রেখাযুক্ত, সাদা এবং চটচটে, পূঁজবৎ, লোনতা, টক অথবা মিষ্ট স্বাদযুক্ত হয় এতদ্ব্যতীত সময় সময় প্রচুর এবং উজ্জ্বল লাল রক্ত ও নির্গত হয় শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক, অল্পতেই হাঁপাইয়া পড়ে আহারের পর এবং হাঁটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

ফস্ফরাসকে থাইসিসের প্রথম অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ বলা হয় এবং ডাক্তার ফ্যারিংটন বাড়াবাড়ি অবস্থায় ফসফরাসের বিশেষ লক্ষণ না পাইলে

ইহা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন—ইহাতে উপকার না করিয়া বরং অপকার করিবে—কিন্তু আবার ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—I have often found it indicated in the later stages and if given very high and in the single dose and not repeated have seen it greatly benefit even incurable cases. If given too low and repeated it will fearfully aggravate. ডাক্তার কেণ্ট বলেন থাইসিসের শেষ অবস্থায় ফসফরাস উচ্চক্রম না দিয়া বরং ৩০ক্রম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত ইহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম (Phosphorous is a dangerous medicine to give very high in some cases of phthisis in the last stages of phthisis. In these cases Phosphorous 30th may sometimes be used with safety—Keut) এই স্থলে মতের পার্থক্য হইতেছে কিন্তু এইরূপ মতের পার্থক্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা অনেকটা অভিজ্ঞতার ফল—কিন্তু আমরাও ফসফরাস কোন স্থলেই নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেই না। আমি নিজেও অনেকটা ন্যাসের মত অনুমোদন করি—প্রয়োগবিধি দেখ।

আইওডিন—থাইসিসে আইওডিনের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। আইওডিন রোগী যতই আহার করুক না কেন গায়ে লাগে না। সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় কিন্তু গাত্রে মাংস হয় না বরং ক্রমশঃই শুষ্ক শীর্ণ হইতে থাকে—আইওডিনের এই লক্ষণটি হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। ফসফরাস রোগী বয়স অনুপাতে অত্যন্ত লম্বা হয় এবং বাড়ন্ত প্রকৃতির। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী ক্রমশঃই মোটা হইতে থাকে অর্থাৎ মেদ প্রবণ। থাইসিসে আইওডিনের নির্ব্বাচন স্ক্রফিউলাস ধাতু প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভর করে। (Iodine is more particularly indicated if tuberculosis is the result of scrofulosis) রোগী বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ উপরে উঠিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। কাশি শুষ্ক খুক্ খুকে, ফুস্‌ফুসের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সুড়সুড়ি বোধ (tickling sensation) করে। কাশি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। গয়ের রক্তের রেখাযুক্ত স্বচ্ছ পরিষ্কার শ্লেষ্মা, অথবা প্রচুর টাটকা রক্তস্রাব।

ফেরাম এসেটিকাম—প্রচুর রক্ত বমনযুক্ত থাইসিসে (in bleeding Phthisis) অর্থাৎ যখন প্রচুর রক্ত উঠিতে থাকে এবং বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া যখন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না—এইরূপ অবস্থায় ফেরাম এসেটিকাম ১× প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগে প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। আমি এই ঔষধ দ্বারা দুইটী প্রচুর রক্তস্রাবী থাইসিস আরোগ্য করিয়াছি। ফসফরাসও রক্তস্রাবী থাইসিসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ফসফরাসের রক্তস্রাব পুনঃ পুনঃ হয় কিন্তু পরিমাণে অল্প অল্প (frequent bleeding of small amount) হয়।

একালিফা ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাশির সহিত উজ্জ্বল লালরক্ত গয়ের উঠে। প্রাতঃকালেই অধিক হয়। ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ১× ব্যবহার হইয়া থাকে।

মিলিফোলিয়াম—ইহাতে কাশি অধিক থাকে না এবং জ্বরও থাকে না। ইহার রক্ত লালবর্ণ এবং প্রচুর, ফুসফুসে চোট আঘাত লাগিয়া কিংবা পড়িয়া গিয়া রক্ত উদ্গীরণ হইলেও ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (coughing of blood, after a fall, after violent exertions, after an injury of lungs, worse at night)।

হৃৎস্পন্দন—ফসফরাসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়, সকল প্রকারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে ইহা ব্যবহার হইতে পারে। মানসিক উচ্ছ্বাসে, হঠাৎ কোন লোকের ঘরে প্রবেশে, শারীরিক সঞ্চালনে, বক্ষঃস্থলে রক্তের সমাবেশ ইত্যাদি যে কোন কারণবশতঃই হউক ফস্‌ফরাস তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যে সমুদায় যুবক বাড়ন্ত প্রকৃতির (growing rapidly) অর্থাৎ বয়স অনুপাতে শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহাদিগেতে ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে। ফসফরাস হৃৎপিণ্ডের fatty degenration এ প্রয়োগ করা হয়—ইহাতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ অধিক আক্রান্ত হয়। এতদসহ মুখমণ্ডল এবং বিশেষতঃ চক্ষুর নিম্নপাতা অধিক স্ফীত হয়। আর্সেনিকেও এইপ্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্সেনিকে হৃৎপিণ্ডের বামঅংশ আক্রান্ত

হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও উদরী হয় এবং শয়নে শ্বাস কষ্ট হয়।

নালীক্ষত—গ্রন্থি কিংবা (glands) সংযোগ স্থলের নালীক্ষতে ফসফরাস অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়—এই প্রকার নালীক্ষতের ধারগুলি অতিরিক্ত ঘায়ের দানা বাঁধনের দরুণ (from exuberent granulation) উচু হয় এবং পুঁজযুক্ত জলের ন্যায় স্রাব থাকে। সাইলিসিয়াও নালীক্ষতের একটী মহৎ ঔষধ কিন্তু ফসফরাসের ক্ষতের চারি পার্শ্বে অনেকটা বিসর্পবৎ লাল আভা প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত ফসফরাসে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা নৈশ ঘর্ম্ম, উদরাময়, ঘুসঘুসে জ্বর এবং সন্ধ্যাকালীন উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান থাকে। স্তনগ্রন্থির নালীক্ষতেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফসফরাসের বিসর্পবৎ লাল আভা, জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এপিসেও আছে কিন্তু এপিসে এইপ্রকার পুঁজযুক্ত গভীর ক্ষত হয় না।

চক্ষুর রোগ—চক্ষুর উপর যদিও ফসফরাসের তেমন কার্য্য নাই কিন্তু চক্ষুর নির্ম্মান উপাদানের উপর Retina, choroid, vitrous humour ইত্যাদির উপর অর্থাৎ চক্ষুর স্নায়ুর উপর ইহার গভীর কার্য্য রহিয়াছে। choroid, retina ইত্যাদির প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া দৃষ্টি শক্তির হ্রাস উৎপন্ন করে। রোগী নানাপ্রকার অস্বাভাবিক বর্ণ এবং সমুদায়ই যেন কুয়াসাচ্ছন্ন দেখে। দ্রব্য এবং অক্ষরসমূহ পড়ার সময় লাল দেখায়—লাল দৃষ্টি অন্য ঔষধেও রহিয়াছে কিন্তু কেবল পড়াকালীন (while reading) অক্ষর লাল দেখে একমাত্র ফসফরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা অন্তলালময়ত্ব রোগের (Brights disease) সহিত কিংবা অতিরিক্ত বীর্য্যপাত কিংবা টাইফয়েড রোগের পর কিংবা অতিরিক্ত সহবাস ক্রিয়া হেতু হইলেও তাহাতেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়, রোগী পড়িতে চেষ্টা করিলে অক্ষরগুলি জড়াইয়া যায় কিংবা ঘোলা দেখায়। বজ্রাঘাতের দরুন দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া অন্ধ হইলে তাহাতেও কেহ কেহ ফসফরাস ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। এইপ্রকার অবস্থায় রোগী বাতির আলোর চারিদিকে সবুজবর্ণ চক্রাকার আলো দেখে।

ছানি—ছানি চিকিৎসায় ফসফরাসের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে, ইহা

ব্যবহারে ছানি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ছানি চিকিৎসায় সাইলিসিয়া, ব্যাবইটাকার্ব্ব, কোনায়াম, সিকেলি, কেলকেরিয়া কার্ব্ব, নেট্রাম মিউর, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব এবং কেলকেরিয়া ফ্লোর ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

বধিরতা—ফসফরাস রোগী যদিও কর্ণে কম শুনে কিন্তু এক অদ্ভুদ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে রোগী মনুষ্য কণ্ঠ শব্দ শুনিতে পায় না, ইহার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। ইগ্নেসিয়ার ঠিক বিপরীত।

শিরঃঘূর্ণন—বৃদ্ধদিগের শিরঃঘূর্ণনে ফসফরাস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং মস্তিষ্কে জ্বালা ভাবও অত্যন্ত অধিক হয়। মেরুদণ্ড হইতেই উত্তাপ উপরে উঠে, কারণ এই ঔষধের পৃষ্ঠদেশে উত্তাপ বোধ এবং উর্দ্ধমুখে সেই উত্তাপের সঞ্চালন একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

রক্ত বমন (Haematemesis)—ফসফরাসে রক্তবমন অনেক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াও হয়—অথবা পাকস্থলীর রক্তাধিক্য হইয়া অথবা পাকস্থলীর কোন যান্ত্রিক দোষ (organic disease) বিশেষতঃ পাকস্থলীর কর্কট রোগ (cancer) অথবা গোলাকার ক্ষত (round ulcer) হেতু হয়। বমনে কাল কফি গোলার মত কিংবা কফি গুড়ার (looking like coffee-grounds) ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়।

টাইফয়েড—ফসফরাসের টাইফয়েডে সচরাচর পেটের গোলযোগ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যকৃতে হাত দিলে যন্ত্রণাবোধ ও বিবৃদ্ধি পাওয়া যায় এবং প্লীহাও অনেকটা এইপ্রকার অবস্থাপ্রাপ্ত। আর্সেনিকের ন্যায় রোগীর আহার মাত্রই ভেদ হয় কিন্তু ফসফরাসের ভেদে চর্ব্বির ন্যায় দানা দানা পদার্থ থাকে। ভেদের রং কাল এবং রক্তবর্ণ হয়, ভেদের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ঠাণ্ডা জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে কিন্তু পাকস্থলিতে যাইয়া গরম হইবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহা হইলে মল কুকুরের মলের ন্যায় শুষ্ক লম্বা আকারের হয়। জ্বরে রোগী, গায়ে বস্ত্রাবরণ রাখিতে পারে না, ক্রমাগতই গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়, ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়, ঠাণ্ডা জায়গায় শুইতে চায়, ঠাণ্ডা জল পান করিতে

ইচ্ছা করে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না, এইপ্রকার ঘর্ম্ম আমরা মার্কিউরিয়াস সত্বেও দেখিতে পাই কিন্তু মার্কিউরিয়াস সল্—টাইফয়েডের সহিত যদি পাণ্ডু রোগ দেখা না দেয় তাহা হইলে কখনই ব্যবহার হয় না। ফসফরাস এবং মার্কিউরিয়াস ব্যতীত এইরূপ ঘর্ম্ম ক্যামোমিলাতে রহিয়াছে কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুদিগের প্রতি উত্তমকার্য্য করে। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা হয়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস উষ্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ হয় মনে হয় যেন গলায় অনেক শ্লেষ্মা রহিয়াছে, হস্ত পদ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে, নাড়ী লুপ্তপ্রায় হাতে পাওয়া যায় না এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস অনেক সময় উত্তমকার্য্য করে। এইপ্রকার হিমাঙ্গ অবস্থায় ফসফরাসের পর কার্ব্বভেজ চিন্তা করিবে, টাইফয়েডে ফুসফুস আক্রান্ত না হইলে ফসফরাস বিশেষ ব্যবহার হয় না কারণ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ফুসফুসের রোগসহ টাইফয়েডের ফসফরাস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (Phosphorous is a great remedy in typhoids, especially with lung complications)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এই ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্যারিসের ডাক্তার চার্জ্জকে (Dr Charge) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—I once asked Rummel that questions and received the answer—"I always succeed with Phosphorous when I know how to give it"

Dr Charge adds—"Rummel is right." In certain stages of phthisis some drugs and especialy Phosphorus, may produce the most horrible ravages when we repeat the doses too freuqently" ফসফরাস সাধারণতঃ উচ্চক্রম ৩০, ২০০ অধিক ব্যবহার হয়। ইহার নিম্নক্রম ব্যবহার আমরা প্রায়ই দেখি না এবং ফসফরাস পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয় না—ইহাতে একবার উপকার দর্শিলে এবং যতদিন এই

উপকার দেখিতে পাওয়া যায় দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু যাহাই হউক অন্ততঃ পক্ষে ১৫দিনের পূর্ব্বে দ্বিতীয় মাত্রা আর প্রয়োগ করিবে না।

ফস্‌ফরাস—আইওডিন এবং অধিক লবণের অপব্যবহারের গুণ নষ্ট করে। কষ্টিকামের পূর্ব্বে কিংবা পরে ফসফরাস ব্যবহার হয় না।

হ্যানিমান বলেন—যখন রোগী পুরাতন উদরাময়ে অথবা তরল বাহ্যেতে ভুগিতে থাকে তখন ফসফরাস উত্তম কাজ করে। Acts most beneficial when patient suffers from chronic loose stool or diarrhoea).

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যার সময়, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে (পালস, রাসটক্স), বাম পার্শ্বে অথবা যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, ঘর্ষণে, ঠাণ্ডা শীতল খাদ্য দ্রব্যে, শীতল জল অথবা পাণীয় পানে যতক্ষণ উষ্ণ না হয়। শীতল বায়ুতে মস্তক এবং মুখ মণ্ডলের উপসর্গ উপশম বোধ করে কিন্তু বক্ষঃস্থলের, গলদেশের এবং গ্রীবার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

রোগীর বিবরণ

একজন ভদ্রলোক, বয়স ৪৭ হইবে, লোহার কার্য্য করে। গত ২ বৎসর হইতে কশেরুপ মাজ্জেয় ক্ষয়রোগে (Tabes Dorsalis) ভুগিতেছিল। লোকটি বিবাহিত এবং ৩টি হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের পিতা। হঠাৎ একদিন ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত বাত দেখা দেয়, যদিও যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, রোগী তাহাতে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল না, যেহেতু যন্ত্রণা ব্যতীত আর কোন উপসর্গ ছিল না। কিছুদিন পর রোগীর শিরঃঘূর্ণন উপস্থিত হইল এবং হাঁটিতেও ঈষৎ অস্বস্থি বোধ হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে স্পর্শ চেতনা-শক্তির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা দিল। ইহাতে ভদ্রলোকটি চিন্তিত হইয়া অনেক অস্ত্র চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অনেক দিন উক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক নানাপ্রকার ঔষধ এবং তাড়িত চিকিৎসা (Electricity) প্রয়োগ করিলেন তাহাতে কিছুই না হওয়ায়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই দেশী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং কিছুই উপকার না পাইয়া এবং রোগ বৃদ্ধি

হইতেছে দেখিয়া, একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট যাইয়া হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন—শিরঃঘূর্ণন পূর্ব্বে হইতে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল, পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে জ্বালা অনুভব করিতেছিল; অন্ধকারে রোগী লাঠি ছাড়া হাঁটিতে পারিতেছিল না, চক্ষু বুজিলে মস্তিষ্কের কার্য্যের গোলমাল বোধ করিত, পদদ্বয়ের স্পর্শ চেতনা শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। চক্ষুর তারার আকার অসমান হইয়াছিল ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়াছিল। রোগীর কথা, কার্য্য এবং অন্যান্য বিষয় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ছিল এবং কিছুদিন হইতে রাগ ভাবটি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। অতি সামান্য বিষয়েই ভীষণ রাগান্বিত হইত নিদ্রাও ভাল হইত না, নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিত—স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিত। এতদ্ লক্ষণে ডাক্তার ষ্ট্রোমেয়ার ফসফরাস উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। একজন বালক, বয়স ১৮ বৎসর হইবে, চিংড়ি মাছ খাইয়া ভেদবমি হইতেছিল, অদম্য জল পিপাসা ছিল, বরফ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত—বালকটি লম্বা এবং কৃশ ছিল। ভেদ অসারে হইতেছিল, দেখিতে যেন ঠিক চিংড়ি মাছ পচা গোলা এবং তাহার সহিত ছিট, ছিট রক্তও ছিল। রোগী দুর্ব্বল হইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল শীতল জল চাহিতেছে, ফস্‌ফরাস ৩০ একমাত্রা দেওয়াতেই ভেদবমি সমুদায় বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়ার আবশ্যক হয় নাই।

ডিজিট্যালিস (Digitalis)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ডিজিট্যালিস পাপিউরা। ইহা চারা গাছ বিশেষ ইউরোপ এবং গ্রেট ব্রিটেনে বিস্তর জন্মে। অত্যন্ত কচি গাছের পাতা হইতেই মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডিজিট্যালিসের প্রুভিং হ্যানিমান নিজেই সর্ব্বপ্রথম করেন।

ডিজিট্যালিসে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আরো দুইটি সারাংশ বর্ত্তমান থাকে—একটি ডিজিটালিস এবং অপরটি ডিজিটাক্সিন (Digitaxin) শেষোক্তটি ডিজিট্যালিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ডিজিট্যালিন পৃথকভাবে যদিও পরীক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি প্রায়ই মূল অরিষ্ট ডিজিট্যালিসের ন্যায়।

ভৈষজ্য বিজ্ঞানে ডিজিট্যালিস সর্ব্বপ্রধান হৃদপিণ্ড বলকারক ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উভয়ই ইহাকে হৃদপিণ্ড রোগে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকেন। হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর ইহার সমুদায় কার্য্যই যেন কেন্দ্রিভূত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে ভিরেট্রাম ভিরেডিকে ইহার নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রোগীর মনে হয় নড়াচড়া করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে—কোকেন (মনে হয় নড়াচড়া না করিলে হৃদপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া হাইবে—জেলসিমিয়াম। মনে হয় লৌহের বন্ধনি দ্বারা হৃৎপিণ্ড বেষ্ঠন করিয়া রাখা হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন হইতে পারিতেছে না—ক্যাক্টাস) (Sensation as if heart would stop beating if she moved. Sensation as if heart would stop beating if she did

not keep moving—Gel. As if heart would cease any way—Lobelia)

২। নাড়ী অনিয়ম অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং মৃদু। প্রত্যেক তৃতীয় পঞ্চম অথবা সপ্তম স্পন্দনের পরক্ষণ বিলুপ্ত হয় (Pulse full irregular very slow and weak, intermitting every third, fifth or seventh beat).

৩। গাত্রত্বক, অক্ষিপুট, ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা, নখাগ্র নীলআভাযুক্ত হয় অর্থাৎ নীল রোগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (Blueness of skin, eylids, lips, tongue, cyanosis)

৪। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়ম, কষ্টজনক এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে হয় (Respiration irregular, difficult, performed by frequent deep sigh)

৫। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং হঠাৎ শক্তির নিস্তেজতা (great weakness and general sudden sinking of strength).

৬। পাকস্থলীর খালি খালি বোধ মনে হয় যেন শীঘ্রই মারা যাইবে Faintness or sinking at stomach, feels as if he were dying)

৭। বক্ষঃস্থলের এত অধিক দুর্ব্বলতা যে রোগী কথা বলিতে পারে না (ষ্টানম)

সাধারণ লক্ষণ

১। স্বপ্নদোষ এবং সহবাসের পর লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২। মল ছাইএর ন্যায় অথবা অনেকটা সাদা খড়িমাটির ন্যায় পিত্তশূন্য। (পডফাইলাম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ডিজিট্যালিস দ্বারা বিষাক্ত হইলে মেডুলাস্থিত ভেগাসের মূল স্থানকে অবসন্ন করিয়া বমনেচ্ছা এবং বমন ভীষণ-

রূপে প্রকাশ করে এতদ্ব্যতীত বমনের সহিত মূর্চ্ছা এবং পাকস্থলীর খালি খালি বোধ (sinking sensation at the pit of the stomach), সময় সময় শরীরে অল্প বিস্তর শীতল ঘর্ম্মও দেখা দেয় অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থাবৎ লক্ষণ প্রকাশ হয়। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল এবং অনিয়ম হইয়া আইসে। দুর্ব্বল নাড়ী (slow pulse) ডিজিট্যালিসের একটি সার্ব্বজনীন এবং বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এক এক সময়ে আবার নাড়ীর গতি অত্যন্ত প্রবলও হয়, এই দুর্ব্বল এবং প্রবল গতির মধ্যে সময় সময় নাড়ী অনিয়ম (irregular) এবং সবিরাম (intermittent) হয়। (The leading characteristic of Digitalis is a very slow pulse. This may alternate with a very quick pulse and between the two we may sometimes get a very irregular or intermittent pulse)।

উপরে যে বমন এবং বমনেচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা অনেক সময় মস্তীষ্ক সম্বন্ধীয় রোগে—meningitis ইত্যাদির সহিতও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ডিজিট্যালিসের নাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। (২) অল্প মাত্রায় ডিজিট্যালিস পুং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া শুক্রপাত আনয়ন করে। (৩) যকৃতের উপর কার্য্য প্রকাশ করিয়া ন্যাবা রোগ উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ—ডিজিট্যালিস রোগী বিমর্ষ অবসাদপূর্ণ এবং এবং উদ্বিগ্ন। সকল সময় ভীত এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত এবং স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ধীরে ধীরে হয়। রোগী প্রায়ই গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারে না এবং ফুস্‌ফুসও সেই প্রকার প্রসারিত হয় না।

বমন এবং বিবমিষা—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা বমন এবং তদসহিত গর্ভপাতের আশঙ্কায় ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ দেখা যায়। অভিজ্ঞতায় এইরূপ দেখা গিয়াছে একজন স্ত্রীলোক অধিক মাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবন করায় তাহার ভীষণ বমনেচ্ছার উদ্রেক হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বার হইতে রক্তস্রাবও হইয়াছিল।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—ডিজিট্যালিসের সমুদায় ক্রিয়াই হৃৎপিণ্ডের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং হৃৎপিণ্ড লইয়াই সমুদায় ঔষধটি লিখিত হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ফুসফুস পাকাশয় স্নায়ুর (pneumogastric nerves) উত্তেজনা হইলেই হৃৎপিণ্ডের কার্য্যেরও ব্যতিক্রম হয় এবং কাজে কাজেই নাড়ীর গতিও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া আইসে। সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলেই নাড়ীর গতির দ্রুততা বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পন (palpitation) দেখা দেয়। নাড়ীর স্পন্দনের বল (pulse beating) হ্রাস হয়। নাড়ী দ্রুত চলা সত্ত্বেও স্পন্দন অনিয়ম (irregular beating) এবং অবিরাম (intermittent) হইতেও থাকে। এইরূপ অবস্থায় ডিজিট্যালিস নিম্নক্রমই অধিক ফলপ্রদ এবং অধিক ব্যবহার হয়। সেই হেতু সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভিরেট্রাম ভিরিডির ন্যায় ইহার প্রয়োগও দায়ীত্বপূর্ণ। লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং যত্নের সহিত লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক গোলযোগে আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। যদি এই ঔষধটি নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার না হইত তাহা হইলে এত কথা বলিতাম না। এক্ষণে ডিজিট্যালিস হৃৎপিণ্ডের কি কি লক্ষণে প্রয়োগ হয় তাহা নিম্নে দিলাম—

(১) রোগীর মনে হয় সামান্য নড়াচড়া করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে (as if heart would stop beating if she moves) (জেলসিমিয়াম রোগী মনে করে সর্ব্বদা নড়চড়া না করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবে) (fears unless constantly on the move heart will cease beating—Gels)।

(২) বক্ষঃস্থলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ, মনে হয় কোন ভারি জিনিষ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা বাম বাহুর দুর্ব্বলতা এবং

অসারতা বোধ (দক্ষিণ বাহুর কষ্টিকাম। উভয় বাহুর—ডালকা মারা, নেট্রাম মিউর)।

(৩) পাকাশয় প্রদেশ খালি খালি অর্থাৎ শূন্য বোধ (আহারের পর এই ভাবটি কখন কখন উপশম হয় বটে কিন্তু প্রায়ই বিষেশতঃ প্রাতঃকালীন ভোজনের পর বৃদ্ধি হয়)

(৪) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রনা।

(৬) সময় সময় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম।

(৬) নাড়ী দুর্ব্বল এমন কি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল। এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এত অসম্পূর্ণভাবে হয় যে অনেক সময় নাড়ীর গতি হস্তের মনিবন্ধের স্থানে পৌঁছায় না। সামান্য সঞ্চালনেই অর্থাৎ বসিতে উঠিতেই নাড়ীর গতির দ্রুততা বৃদ্ধি হয়, অথচ নাড়ীর স্পন্দনের তেজ কিছুই বৃদ্ধি হয় না (causes no increase in the force of its beat)। নাড়ীর স্পন্দন সবিরাম (intermittent) প্রকৃতির হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন না হওয়ায় অনেক প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়—ওষ্ঠদ্বয়, নখাগ্র নীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডিজিট্যালিসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—slow এবং intermittent pulse অর্থাৎ নাড়ীর গতির দুর্ব্বলতা এবং সবিরাম গতি। কোন রোগের প্রারম্ভে যদি নাড়ীর গতি দুর্ব্বল থাকে এবং রোগ হইয়া যদি তাহা অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে তাহা হইলে তাহার ডিজিটালিসই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ (**The Disitalis pulse is at first slow and perhaps remains so for many days, until fiinally the heart commences to go with a quiver with an irregular beat, intermits, feels as if it would cease to beat and then we have all these strange manifestations. Weakness is the very character of the Digitalis pulse and all these characteristics go along with it**).

পুনরায় বলিতেছি—যে কোন রোগে ডিজিট্যালিস চিন্তা করিবে—সর্ব্বপ্রথম নাড়ীর গতির প্রতি দৃষ্টি করিবে—দুর্ব্বল এবং সবিরাম নাড়ীই হইতেছে ডিজিট্যালিসের নিদর্শন।

শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে ডিজিট্যালিস রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে, টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, গভীর নিশ্বাস গ্রহণে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা, অল্পতেই হাঁপাইয়া পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম প্রকৃতির।

হৃৎপিণ্ডের রোগে ডিজিট্যালিসের সমগুণ ঔষধসমূহ—

ক্যালমিয়া—হৃৎপিণ্ডের বাতের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। যন্ত্রণা এত তীব্র এবং ভীষণ হয় যে, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, যন্ত্রণা পাকস্থলী এবং নিম্নোদরে তীরের ন্যায় ধাবিত হয়, নাড়ীর অবস্থা ডিজিট্যালিসের ন্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, এমন কি অনেক সময় হাতে পাওয়াই যায় না (প্রতি মিনিটে ৩০।৪০ বার স্পন্দন হয়)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শরীরের প্রান্তদেশসমূহ (extremities) শীতল হইয়া আইসে। এইরূপ অবস্থায় ডিজিট্যালিসও উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ক্যালমিয়া সচরাচর বাতগ্রস্থ রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং বাত যখন সন্ধিস্থল হইতে বিশেষতঃ বাহ্যিক কোন প্রকার মালিস ব্যবহারের পর হৃৎপিণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখনই ক্যালমিয়ার উপযুক্ততা অধিক হয়।

হেলিবোরাস—নাড়ীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ইহা ডিজিট্যালিসের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্ব্বলজনক এবং শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ৯৫।৯৬ ডিগ্রি থাকে কিন্তু হেলিবোরাসে সচরাচর মস্তিষ্কের রোগ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

স্পাইজেলিয়া—যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া পশ্চাতে ধাবিত হয় অথবা হৃৎপিণ্ড হইতে বাহুর নিম্নে অথবা বক্ষঃস্থলের উপরে এবং মেরুদণ্ডের নিম্নে ছড়াইয়া পরে। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত চাপ এবং অস্বস্থি বোধ করে। শরীরের কিংবা বাহুর সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

(palpitation) বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থল প্রদেশে বিড়ালের ন্যায় ঘড় ঘড় কিংবা সূক্ষ্ম কম্পনশব্দের অনুভূতি হয়। স্পাইজেলিয়ায় এতদসহ সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের সহিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি এবং হ্রাস লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে।

কনভেলিরিয়া ম্যাজেলিস—জরায়ু রোগের সহিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু এবং sacro-illiac প্রদেশে টাটানি ব্যথা ও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা পায়ের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। সামান্য পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয়। ধূমপান জনিত হৃৎপিণ্ড রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাকে Tobacco heart এর ঔষধ বলা হয়। মনে হয় সমুদয় বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া হৃৎস্পন্দন হইতেছে। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং অনিয়ম। হৃৎপিণ্ডের রোগে কিংবা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য হঠাৎ স্থগিতের আশঙ্কায় মূল ১০।১৫ ফোঁটা দেওয়া হয়।

ম্যাগনেসিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—রোগী বিমর্ষ এবং স্নায়বীয় প্রকৃতির। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল এবং বক্ষঃস্থলপ্রদেশে সঙ্কোচন (constriction) বোধ হয়, দ্রুত হাঁটাহাঁটিতে এবং বামপার্শ্বে শয়নে ইহা বৃদ্ধি হয়। সময় সময় মনে হয়, হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে।

এডোনিস ভার্ণালিস—ইহাও হৃৎপিণ্ডের রোগের ঔষধ। বাত, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের পেশীর fatty degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বক্ষঃস্থলের জলসঞ্চয়ের (cardiac dropsy) ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের অগ্রদেশে (praecordial region) যন্ত্রণা, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। নাড়ীর গতি নিয়মিত করে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের শক্তি এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহা মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা ব্যবহার হয়।

ষ্ট্রোফেন্থাস্—পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের দুর্ব্বলতা, ইহাতে হৃৎপিণ্ডের পেশীর অপকর্ষতা (degeneration) বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দ্রুত অথচ মৃদু এবং অনিয়ম। শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের আশঙ্কা, খাদ্যদ্রব্যে অরুচি, বমন, শোথ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা নির্ব্বাচিত হয়। ইহা মূল অরিষ্টই অধিক ব্যবহার হয়।

ক্রেটেগাস—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় এই ঔষধটির অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে এবং আমি ইহা ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। ক্রেটেগাসে

হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর কার্য্য করে। ইহাকে Heart tonic বলা হয়। পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে এবং তদ্দহেতু দুর্ব্বলতায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অনিয়ম। বাম ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা অনুভব করে। শরীরের প্রান্তদেশসমূহ শীতল, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম হয়, ইহা ব্যতীত সর্ব্বশরীরেও শোথ প্রকাশ পায়। সামান্য পরিশ্রমে রোগী ভীষণ শ্বাসকষ্ট বোধ করে অথচ নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয় না (extreme dyspnoea on least exertion, without much increase of pulse)। হৃৎপিণ্ড প্রসারিত, প্রথম শব্দ অত্যন্ত দুর্ব্বল (heart dilated, first sound weak)। নাড়ী সবিরাম, হস্তপদের অঙ্গুলি নীলবর্ণ হয়। ক্রেটেগাস হৃৎপিণ্ডের fatty degeneration, valvular murmurs, agina pectoris ইত্যাদি যাবতীয় রোগে নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগহেতু heart failure এর আশঙ্কায় কিংবা হঠাৎ ক্রিয়া লোপে ইহা উত্তম কার্য্য করে—অথচ ইহা ডিজিটালিসের ন্যায় ক্ষতিকারক ঔষধ নহে। ক্রেটেগাস মূল অরিষ্ট ১ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। পুরাতন হৃৎপিণ্ড রোগে অধিক দিন ব্যবহার করা উচিৎ।

এমিল নাইট্রেট—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অর্থাৎ বুক ধরফড়ানি অত্যন্ত অধিক হইলে এই ঔষধের মূল অরিষ্টের ঘ্রাণ দিলে আশু উপকার হয়।

ফ্যাসিওলাস—শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে হয় এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসযুক্ত। ভীষণ হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয় এবং মনে হয় এক্ষণেই মৃত্যু ঘটিবে। বক্ষঃস্থলে জলের সমাবেশও (effusion) হয়। ৬ষ্ঠ অথবা তদূর্দ্ধ ক্রম উপযোগী।

ন্যাজা—ইহা হৃৎপিণ্ডের এবং হৃৎকপাটের (valvular troubles) রোগের একটি মহৌষধ এবং এতদহেতু ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয় ও রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। নাড়ীর গতির সমতা থাকে না, অনিয়মযুক্ত। বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। সংক্রামক ব্যাধি (infectious disease) প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ড রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

নবজাতশিশুর নীলরোগ—(**cyanosis neonatorum**)—নবজাত শিশুর নীলরোগের ডিজিট্যালিস একটি উত্তম ঔষধ। সামান্য নড়াচড়ায় শিশু নীলবর্ণ হইয়া মূর্চ্ছা অথবা মৃতবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় শিশুর নারী পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় নাড়ীর স্পন্দন এবং গতির কোন প্রকার সমতা নাই, সমুদয় শরীর শীতল হয়। ওষ্ঠদ্বয় এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব নীল অথবা নীলাভাযুক্ত লাল হয় এবং শরীরের শিরাসমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

নিদ্রাহীনতা—রক্ত সঞ্চালনের অসামঞ্জস্য হেতু (irregular distribution of blood) রোগীর সুনিদ্রা হয় না অত্যন্ত অস্থির, ঘুমের ঘোরে কেবল স্বপ্ন দেখে। অত্যুচ্চ স্থান হইতে যেন পড়িয়া যাইতেছে এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া রোগী চমকাইয়া ওঠে, এতদ্ব্যতীত সময় সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্বস্থিকর অবস্থায় জাগিয়া ওঠে, অথচ অস্বস্থিকরের কারণ এবং স্থান কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

কাশি—গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণকালীন কাশির উদ্রেক হয়, কাশি শুষ্ক। রোগী যতই গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কিংবা ফেলিতে চেষ্টা করে ততই কাশি হইবার সম্ভাবনা হয়। যে কোন রোগই হউক ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ কারণ ডিজিট্যালিসের নাড়ী অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—নাড়ী দুর্ব্বল অথচ সবিরাম (intermittent) এতধ্যতীত সময় সময় দ্রুতও হয়।

শোথ (**Dropsy**)—যে প্রকার দোষে ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই তাহা হৃৎপিণ্ডের দোষ হেতু উদ্ভূত হয়। মূত্র পিণ্ড অথবা যকৃতের রোগের দরুণ শোথে ডিজিট্যালিসের কদাচিত ব্যবহার দেখা যায়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হৃৎপিণ্ডের রোগ হইতে উৎপন্ন শোথের ডিজিট্যালিস একটি মহামূল্যবান ঔষধ। হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রপিণ্ড (kidney) রোগ হইতে উৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গীন শোথের (anasarca) বাহ্যিক দৃশ্যতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ড-রোগের দরুণ শোথে শরীরের রং দেখিতে নীলবর্ণ হয় আর মূত্রপিণ্ড-রোগের দরুণ শোথে দেখিতে মোমের ন্যায় ফ্যাকাসে বর্ণ

হয়। ইহা ব্যতীত হৃদাবরণের শোথে (Hydropericardium), বক্ষঃকুদকে (Hydrothorax) ও উদরি (ascites) ইত্যাদিতেও যদি হৃৎপিণ্ড রোগের সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে ডিজিট্যালিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃস্থলের শোথে (in dropsis of chest) মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ যখন হৃৎপিণ্ড অথবা যকৃতের রোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এই ঔষধটি প্রয়োগে প্রচুর জলবৎ তরল ভেদ হইয়া রোগের হ্রাস হয়। ডিজিটালিস লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষের শোথে tissue infiltration অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। (Infiltration—শরীরের কোন বিধানের রন্ধ্রে তরল দ্রব্যের প্রবেশ)। হাইড্রোসেলেও (Hydrocele) ডিজিটালিস প্রয়োগ হইতে পারে যদ্যপি এতদসহ কোন প্রকার হৃৎপিণ্ডের রোগের সংস্রব থাকে। এমত অবস্থায় প্রস্রাব প্রায়ই অবরুদ্ধ কিংবা স্বল্প হয়। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতুই মূত্রপিণ্ডের নিঃসরণ স্বল্প হওয়ার দরুণই এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে—অথচ মূত্রপিণ্ডের কোন প্রকার মুখ্য রোগ হেতু নয় ইহা জানিবে। প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ অথবা অন্তলালযুক্তও (albuminous) হয়।

যকৃৎ এবং ন্যাবারোগ—ডিজিট্যালিসের যকৃতের উপর প্রত্যক্ষ কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না এবং পিত্তনিঃসরণ কার্য্যেরও কোন প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যাঘাত উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াও মনে হয় না অথচ যকৃতের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে ডিজিট্যালিসের অন্তর্গত যে কোন রোগই হউক না তাহার সহিত কোন প্রকার হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের দোষ বর্ত্তমান থাকা উচিত। ন্যাবা (Jaundice) রোগ যাহা সাধারণতঃ যকৃতের দোষ হেতু উৎপন্ন হয় কিন্তু ডিজিট্যালিসে প্রধাণতঃ তাহা হৃৎপিণ্ডের দোষ হেতু হয় এবং এইরূপ স্থলে ডিজিট্যালিস বাস্তবিকই উত্তম কার্য্য করে। মলের রং সাদা ছাইএর ন্যায় হয়, এবং লিভার যন্ত্রণাযুক্ত হয়, মনে হয় যেন লিভারের আকার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কোন প্রকার আঘাত লাগিয়াছে। হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে কিঞ্চিৎ শক্ত বলিয়াও বোধ হয়। এতদ সমুদায় লক্ষণের সহিত ন্যাবার বর্ত্তমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা মিষ্ট হয়, জিহ্বা হয়ত খুব পরিষ্কার অথবা শ্বেত আভাযুক্ত পীতবর্ণ হয়। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল এমন কি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

অপেক্ষাও দুর্ব্বল হয়। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, মূত্রেপিত্ত মিশ্রিত-হেতু মূত্র ঘোর রংযুক্ত হয়। উপরে যে ন্যাবার (Jaundice) কথা বলিলাম—তাহা পিত্ত নিঃসরণ অবরোধ হেতু অথবা duodenum এর catarrh হেতু অথবা কোন প্রকার পিত্তপ্রণালী পথে (biliary ducts) বাধাপ্রাপ্তহেতু উৎপন্ন হয় না, ইহা প্রকৃতপক্ষে যকৃতের যান্ত্রিক কার্য্যের অসম্পূর্ণতা হেতু হয়। যে পদার্থ হইতে পিত্ত প্রস্তুত হয় লিভার রক্ত হইতে সেই পদার্থ গ্রহণ না করায় এইরূপ স্থলে এতদবশতঃই ন্যাবা প্রকাশ হয় এবং ডিজিট্যালিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। ন্যাবারোগেও ডিজিটালিসের প্রকৃতগত লক্ষণ নাড়ীর দুর্ব্বলতা বিশেষরূপ থাকা উচিৎ।

মাইরিকা—ডিজিটালিসের সহিত অনেকটা মাইরিকার সাদৃশ্য দেখা যায়। মাইরিকা রোগীও অত্যন্ত হতাশ এবং অবসাদপূর্ণ এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা অনেকটা লিভারের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার উপরই নির্ভর করে। ন্যাবা (Jaundice) রোগে মাইরিকার লক্ষণ অনেকটা ডিজিট্যালিসের অনুরূপ কারণ এই উভয় ঔষধে ন্যাবারোগ লিভারে পিত্ত প্রস্তুত সম্পূর্ণরূপ না হওয়ার দরুণ প্রকাশ হয়, পিত্ত নিঃসরণের কোন প্রকার বিঘ্নতা হেতু নয় ইহা স্মরণ রাখিবে। এই বিষয়ে যদিও এই দুইটি ঔষধ অনেকটা একরূপ কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণ পৃথকজাতীয় ঔষধ এবং ইহাদের কার্য্যও পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ডিজিট্যালিসে ন্যাবার কারণ প্রধাণতঃ হৃৎপিণ্ডের দোষ হইতে প্রকাশ পায়। মাইরিকায় মনে হয় অনেকটা আনুষ্ঠানিক (functional), যান্ত্রিক নয় (not organic)। এবং কোন কারণবশতঃ পিত্ত প্রস্তুত উপযুক্তরূপ না হওয়ায় রক্তে পিত্ত প্রস্তুত করণ পদার্থ থাকিয়া যাওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হয়। ডিজিট্যালিসে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতেছে ন্যাবার মুখ্য কারণ আর মাইরিকায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতেছে গৌণ কারণ (secondary)। ইহাতেও ডিজিট্যালিসের ন্যায় নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। মাইরিকায় নিম্ন লক্ষণ-গুলির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—উৎসাহহীনতা, হতাশভাব, ভার ভার বোধ শিরঃপীড়া (প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়), চক্ষুর শ্বেতাংশ পীত আভাযুক্ত, চক্ষুর পাতার অস্বাভাবিকরূপ লালবর্ণ, জিহ্বা অপরিষ্কার পীতলেপাবৃত, আহারের পর পাকস্থলী প্রদেশ খালি খালি বোধ, দুর্ব্বলতা এবং তন্দ্রাভাব

শরীরময় বেদনা এবং টাটানি, নাড়ী দুর্ব্বল, ছাইএর ন্যায় বর্ণযুক্ত মল, ঘোলা এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র। এতদ্ লক্ষণসমূহ দেখিলে স্বতঃই ডিজিট্যালিসের কথা মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু এইরূপস্থলে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে বিশেষরূপ ফল পাওয়া যায় না, কারণ ইহার কার্য্য তত গভীর নয় (superficial) এবং এই প্রকার রোগের পক্ষে ডিজিট্যালিস উপযুক্ত ঔষধও নয়।

মস্তিষ্ক এবং চক্ষুরোগ—মস্তিষ্কেও ডিজিট্যালিসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকটা মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মস্তকের সম্মুখভাগে দপদপানি যন্ত্রণা হয়। রোগী প্রলাপ বকে, সময় সময় এই প্রলাপ এত অধিক হয় যে, উন্মাদের ন্যায় অবস্থা ধারণ করে। দৃষ্টির গোলযোগ ঘটে, দৃষ্টিতে রোগী উজ্জ্বল অগ্নি গোলক দেখে অথবা স্যাণ্টোনাইনের ন্যায় নানা প্রকার রং দেখে কখন পীত কখন সবুজ ইত্যাদি।

রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে মানসিক বিশৃঙ্খলতা এবং অধিক দৃষ্টিহীনতা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইতে থাকে, রোগী ভাল দেখিতে পায় না, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয় এবং আলোতেও চক্ষুর তারার কোন প্রকার সারা পাওয়া যায় না (does not respond to light) এইরূপে অবশেষে অচৈতন্য অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। মস্তিষ্ক রোগেও ডিজিট্যালিসের প্রধান পরিজ্ঞাপক নাড়ীর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা চাই নতুবা ডিজিট্যালিস কদাচিত প্রয়োগ হয়।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং প্রমেহ—লিঙ্গ এবং মূত্রপ্রণালীতেও ডিজিট্যালিসের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। ডিজিট্যালিস মূত্রাধারের গ্রীবাতে প্রদাহ উৎপন্ন করে, তদহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হয়। বিশেষতঃ এইরূপ অবস্থা রোগীর উপবেশন কিংবা দাঁড়াইবার কালীন অধিক হয়। মূত্রাধারের ভার বোধ মূত্রত্যাগে উপশম হয় না। রাত্রিতে রোগীর প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হয়। মূত্রপ্রণালীতে প্রদাহ হইয়া জ্বালাযন্ত্রণা হয়, ঘন ঘোর পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থার সহিত যখন লিঙ্গমুণ্ড (glans penis) প্রদাহ হইয়া তদুপরি প্রচুর পুঁজ স্রাব প্রকাশ পায় তখন প্রমেহের সম্পূর্ণ চিত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত,

মৃদু, সবিরাম অর্থাৎ যে প্রকারেরই হউক না কেন, ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং ডিজিট্যালিস ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধও বটে। এই প্রকার রোগে যখন ডিজিট্যালিস নির্ব্বাচিত হয় প্রায়ই লিঙ্গত্বক (prepuce) তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে (the prepuce puffed up and infiltrated with serum)। যদ্যপি লিঙ্গত্বক ফুলিয়া শক্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে ডিজিট্যালিস প্রয়োগ না করিয়া বরং সালফার প্রয়োগ করিবে।

মার্কিউরিয়াস সল—প্রমেহে ইহা ডিজিট্যালিসের খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ। লিঙ্গত্বক (prepuce) প্রদাহের সহিত প্রমেহ রোগে মার্কিউরিয়াস সলও একটি অতি উত্তম ঔষধ। মার্কিউরিয়াসে মূত্র ত্বক ডিজিট্যালিসের ন্যায় এত অধিক জলপূর্ণবৎ স্ফীত (oedema) হয় না কিন্তু খুব গভীর বেগুনে লাল আভাযুক্ত হইয়া ফুলিয়া ওঠে, সেই সঙ্গে মুদা কিংবা উল্টা মুদা (phimosis or paraphimosis) বর্ত্তমান থাকে।

মার্কিউরিয়াস কর—ইহাও একটি উক্তরূপ অবস্থার উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে লিঙ্গমুণ্ড অত্যন্ত গভীর লালবর্ণ হয় অথবা গ্যাংগ্রিনের ন্যায় আকার ধারণ করে, অর্থাৎ রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে মার্কিউরিয়াস করের বিষয় চিন্তা করিবে। ডাক্তার কেণ্ট prostrate gland এর বিবৃদ্ধিতে পুরাতন অবস্থায় ডিজিট্যালিসকে অতি উচ্চ স্থান দেন। পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। অনেক স্থলে মূত্র ত্যাগ করিতে না পারায় বহুদিন হইতে ক্যাথিটার ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছে সেইরূপ স্থলে ডিজিটালিস উত্তম কার্য্য করে (In old cases of enlarged prostrate glands. I do not know what I would do without Digitalis—Kent)। ইহাতে prostrate gland এর আকার ছোট করিয়া দেয় এবং অনেক স্থলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

স্বপ্নদোষ—ডিজিট্যালিসেও অত্যন্ত লিঙ্গোদ্রেক হইতে দেখা যায় এবং ডিজিট্যালিস নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নশূন্য অসারে (involuntary) রেতঃস্খলনের একটি উত্তম ঔষধও বটে ডাক্তার বেয়ার এই সম্বন্ধে এক স্থানে বলিতেছেন—among all these remedies (Phos Acid Cal Carb. Canthar) Digitalis and more particularly Digitalin has the

best effect A few doses of the third trituration of this medicine are generally efficient to effect a complete cure or at least a marked improvement. This medicine should be given in the morning, in the evening it is very apt to disturb the night sleep. (Page 19. Vol II) ডাক্তার বেয়ার ডিজিটালিনকে স্বপ্নদোষের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছেন। তিনি বলেন কয়েক মাত্রাতেই উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা সন্ধ্যায় ব্যবহার করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে।

এলবিউমিনুরিয়া—প্রস্রাবে অণ্ডলালবৎ পদার্থ অর্থাৎ এলবিউমেন বাহির হইলে তৎসঙ্গে ওষ্ঠ ও অক্ষিপুট নীলবর্ণ, গাত্রত্বক নীলবর্ণ, স্বল্প প্রস্রাব, চক্ষুতে জলসঞ্চয়, মৃদু নাড়ী, হাঁপ ইত্যাদি লক্ষণে ডিজিটালিস অত্যন্ত উপকারী।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ১x, ২x, ৩x অথবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে এবং সকল চিকিৎসকই নিম্নক্রমের পক্ষপাতী। ডাক্তার হিউজ বলেন আমি ১ এর উর্দ্ধ ক্রম ব্যবহার করিয়া কখনই কোন ফল পাই নাই (I have never seen any benefit from the dilution above the 1st decimal or mother tincture, which also seem to be the general practice)।

কিন্তু সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব রোগে এই মত খাটে কিনা সন্দেহের বিষয়—যে স্থলে হৃদপিণ্ডের রোগ ও তদ সহিত নাড়ীর ক্ষণ বিলুপ্ততা বর্ত্তমান সেই স্থলে যে নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ হইবে সে বিষয় অধিক বলাই বাহুল্য।

স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, মস্তিষ্ক এবং চক্ষু রোগে অধিক নিম্নক্রম প্রায়ই প্রয়োগ হয় না। এইরূপ স্থলে ৬, ৩০ এর ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

রোগের বৃদ্ধি—উপবেশন কালীন বিশেষতঃ সোজা হইয়া উপবেশনে, সঞ্চালনে এবং আহারে।

রোগের উপশম—পাকস্থলী খালি থাকিলে এবং মুক্ত খোলা বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ

একদিন একটি বলিষ্ঠ অথচ বৃদ্ধ লোককে আমার আফিসের দিকে টলিয়া টলিয়া আসিতেছে দেখিতে পাই, প্রথমতঃ মনে হইল লোকটি হয়ত মদ্যপান করিয়াছে এবং সেই হেতুই বোধ হয় এইরূপ করিতেছে কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম মুখখানি বেগুনে আভাযুক্ত এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি উঠিয়া গিয়া হাত ধরিয়া আমার আফিসের ভিতর লইয়া আসি। লোকটি কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না, স্থির হইয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল এবং দেখিলাম নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষণবিলুপ্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে বলিতে লাগিল "বহুদিন যাবৎ আমি এই রোগে ভুগিতেছি এবং অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় পতিতও হইয়াছি। আজকাল আর কোন কাজকর্ম্ম করিতেও সাহস পাই না এবং বোধ হয় ইহাতেই শীঘ্রই মারা যাইব। বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হৃদপিণ্ডের প্রথম স্পন্দনের সহিত শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে (auscultation revealed hard blowing sound with the first beat of the heart)। এবং ইহাও জানিতে পারিলাম শেষ অবস্থায় প্রদাহযুক্ত বাত হইয়াছিল। লোকটির এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে ডিজিট্যালিস ২ ক্রম কয়েক ফোঁটা জলে দিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং কিছুদিন পর একদিন দেখিতে পাই লোকটি পুনরায় কাজ করিতেছে এবং আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল আমার আর হৃদপিণ্ডের রোগ নাই (Hallo, he said, I have no heart disease)।

২। ডিজিট্যলিসের ন্যাবা রোগের উপর কিরূপ কার্য্য আছে তাহার সম্বন্ধে ডাক্তার ন্যাস একটি রোগীর বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম—

একটি অল্প বয়স্ক যুবক বমন এবং বমনেচ্ছায় আক্রান্ত হইয়া তন্দ্রাভাবাপন্ন হয়। কয়েকদিন পর সর্ব্বাঙ্গ ন্যাবায় হলদে হইয়া উঠিল। চক্ষুর শ্বেতাংশ (sclerotica) শরীরের চর্ম্ম এবং এমন কি নখ পর্য্যন্ত সমুদায়ই পীতবর্ণ হইল মল যদিও স্বাভাবিক কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণহীন এবং প্রস্রাব অত্যন্ত হলদে বর্ণ নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম প্রতি মিনিটে ৩০ বার

আঘাত হইতেছে। নাড়ীর অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই ডাক্তার গ্লাস তাহাকে ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৩। একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ৪৫ হইবে কিছুদিন হইতে তাহার বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হইত এবং সেই যন্ত্রণা বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি এবং শ্বাস কষ্ট ছিল। একদিন যাইয়া দেখি রোগী শয্যায় বালিসে ভর দিয়া বসিয়া আছে, শয়ন করিলেই শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম অঙ্গ সঞ্চালনে, গভীর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, বক্ষে বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডের স্থানে যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং নাড়ীর গতিও intermittent। প্রথমতঃ তাহাকে ব্রাইওনিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার না হওয়ায়—নাড়ীর স্পন্দন দেখিয়া ডিজিট্যালিস ১x প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

(ডাঃ আর্মষ্ট্রং)

৪। এক ৬৫ বৎসরের ব্যক্তির অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট সেই সঙ্গে শুষ্ক এবং স্থড় স্থড়ে কাশি। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা, পদদ্বয় এবং উরুতে শোথ এবং তৎপ্রযুক্ত টোল খাওয়া, স্বল্পমূত্র, দুর্ব্বল ও সবিরাম নাড়ী, হৃৎপিণ্ডের শব্দের লোপ। হৃৎপিণ্ডের স্থানে দুর্ব্বলতা এবং পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে রস সঞ্চয় ছিল। ডাক্তার চামার্স তাহাকে ডিজিট্যালিস নিম্নক্রম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৫। এক যুবকের প্রায় বৎসরাবধি অসুখ হইয়াছিল। অনেক ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। তাহার ক্ষুধা ভাল হইত না। আহার করিলেই সমুদায় টক বমন হইয়া উঠিয়া যাইত—তৎপর কিছুক্ষণ পেট বেদনা করিত। যতবার আহার করিত ততবারই বমন হইয়া যাইত। কার্ব্বভেজ, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সালফিউরিক এসিড, সালফার ক্রমান্বয়ে সেবন করিলেও কোন উপকার পায় নাই। ক্রমশঃ যুবকটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল অবশেষে ডাক্তার গেজ অনেক বিচার করিয়া তাহার শীতল ও নীলবর্ণ মুখ ও গাত্র শীতল দেখিয়া ডিজিট্যালিস ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

৬। একটী স্ত্রীলোক শেষ সন্তান প্রসবের পর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল বোধ হইল যেন শীঘ্রই যক্ষারোগ উপস্থিত হইবে কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল তাহার পদদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্ ফুস্ পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রকার উদরী ও শোথপ্রযুক্ত সে বসিয়া থাকিত, শয়ন করিতে পারিত না। নাড়ী দুর্ব্বল, অসমান, সবিরাম প্রকৃতির ছিল। নিশ্বাস লইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এমন কি মৃত্যুকালের মত হাঁপাইতে হইত। ডাক্তার হেন্‌স এই সমুদায় দেখিয়া ডিজিট্যালিস ১× দশ মিনিট অন্তর অন্তর সেবন করাইয়া আশু উপকার দিয়াছিল। ২ বার ঔষধ সেবনে তাহার অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়াছিল। বক্ষে এবং উদরে প্রথমে অধিক ঘর্ম্ম হয়, রোগী কয়েক ঘণ্টা পর শয়ন করিতে পারিয়াছিল। ইহার পর বিলম্বে বিলম্বে ডিসিট্যালিস প্রয়োগ করিয়া রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠে।

ষ্ট্যানাম (Stannum)

ইহা প্রচলিত টিন চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে ভীষণ দুর্ব্বলতা, কথা বলিতে, হাঁসিতে, পড়িতে গান গাহিতে বৃদ্ধি হয়। এত অধিক দুর্ব্বল যে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না (great weakness in chest from talking laughing, singing, reading aloud, so weak unable to talk). নিম্ন অবতরণে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে কিন্তু ঊর্দ্ধে উঠিতে করে না (বোরাক্স। কেলকেরিয়ার বিপরীত)।

২। রোগী বিমর্ষ, হতাশ, সকল সময় যেন কাঁদিতেছে (feels crying all the time) কিন্তু ক্রন্দনে রোগ বৃদ্ধি হয় (নেট্রাম মিউর, পালসেটিলা, সিপিয়া)।

৩। শিরঃপীড়া, শূল অথবা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা জোরে চাপ দিলে পেট চাপ দিয়া উপুর হইয়া শয়ন করিলে, পায়চারি করিলে, কৃমি বহির্গত হইলে উপশম বোধ করে। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উপশম হয় (প্ল্যাটিনা)।

৪। গয়ের প্রচুর ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় কিংবা হলদে কিংবা পীতাভ সবুজ এবং গাঢ়। অতি দ্রুত বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং সহজে উঠিয়া আইসে, শ্লেষ্মা উত্তোলনে রোগী উপশম বোধ করে।

৫। গয়েরের স্বাদ মিষ্ট কিংবা অত্যন্ত লবণাক্ত (কেলি আইওড, সিপিয়া) (অত্যন্ত সবুজ এবং লবণাক্ত—কেলি আইওড)।

৬। কাশির শব্দ ফাঁপা ফাঁপা এবং অত্যন্ত কষ্টজনক। কথা বলিতে, দ্রুত গমনাগমনে কাশির উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থল খালি খালি বোধ করে। গয়ের বহির্গত হইলে কাশির উপশম হয়।

৭। জোনি এবং জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগকালীন বৃদ্ধি হয় (উদরাময়সহ ভ্রংশ—পড ফাইলাম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। মন এবং শরীর উভয়েরই অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ (extreme exhaustion of mind and body)। পাকস্থলী খালি খালি এবং চোপসানভাব (চেলিডোনিয়াম, ফসফরাস, এবং সিপিয়া)।

২। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পূর্ব্বে হয়। শ্বেতপ্রদর পীত আভাযুক্ত কিংবা পরিষ্কার শ্লেষ্মাবৎ। এতদসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ।

৩। হেকটিক ফিবার (Hectic fever) সহ শেষ রাত্রিতে প্রায় ৪ টার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। গলায় এবং কপালে অধিক হয়।

৪। প্রাতঃকালে রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়।

রোগী মানসিক লক্ষণ এবং দুর্ব্বলতা—ষ্ট্যানাম রোগী সচরাচর বিমর্ষ এবং পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনভাবাপন্ন। ষ্ট্যানামের বিমর্ষ এবং নিস্তেজতা বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভৈষজ্য বিজ্ঞানে ষ্ট্যানামের সমকক্ষ বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার দ্বিতীয় আর কোন ঔষধ নাই বলিলেই হয় এবং ষ্ট্যানামের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব (The leading characteristic is great weakness in the chest)। এত অধিক দুর্ব্বল যে রোগী কথা পর্য্যন্ত বলিতে কষ্ট বোধ করে, এই দুর্ব্বলতা শুধু যে ফুসফুস এবং স্বরযন্ত্রেই (lungs and larynx) আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, ইহা শেষে শারীরিক দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। আমরা দুর্ব্বলতায়

ফস্ফরিক এসিড, চায়না ইত্যাদি ঔষধেরই উল্লেখ দেখিতে পাই কিন্তু ইহাদের দুর্ব্বলতা এবং ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতার উৎপত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা হইতেছে—ফুসফুসের দোষ হইতে, ফস্ফরিক এসিডের জীবনীশক্তির অপব্যবহার, হস্তমৈথুন, অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া ইত্যাদি হইতে আর চায়নার দুর্ব্বলতা—অত্যধিক রক্তস্রাব অথবা বহুদিন রোগের ভোগ হইতে। কিন্তু ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা এসিড ফস এবং চায়না ইত্যাদি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ষ্ট্যানাম ক্ষয়রোগের যদিও একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির কারণ সচরাচর দেখা যায় ক্ষয়কাশ রোগী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত আশান্বিত (hopeful) এবং প্রফুল্লচিত্ত থাকে কিন্তু ষ্ট্যানাম রোগী বিমর্ষ, হতাশ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন। মানসিক লক্ষণের এই প্রকার ব্যতিক্রম বশতঃই ষ্ট্যানামকে ক্ষয়কাশের প্রকৃত ঔষধ অনেকে বলেন না—(Hence it is owing to these mental symptoms Stannum is rarely indicated in true tuberculosis—Farington).

The mental characteristic of the consumptive, one more generally met with than any other, is the wonderful buoyant hopefulness by which he is sustained through a tedious illness and which does not forsake him even in the closing hours of life. Every downward step, every aggravation, is attributed to something else. He or she is always "improving". Yet Stannum has gained the chief reputation in the treatment of affection of the respiatory organs, especially catarrhal and scrofulous consumption, in which it has made many cures and its mental characteristic is a sad and lachrymose condition, very like Pulsatilla. The low spirited condition is very rarely met with in true tubercular phthisis, yet when found should always call our attention to Stannum.

যে সমুদয় স্ত্রীলোকের প্রতি ষ্ট্যানাম নির্ব্বাচিত হয় তাহারা স্নায়ুপ্রধান এবং দুর্ব্বল প্রকৃতির। এত অধিক স্নায়বীক, খিটখিটে এবং দুর্ব্বল, যে সামান্য

পরিশ্রমেই হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয়। রোগী পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থল খালি খালি বোধ করে। এই প্রকার স্নায়বীক ক্লান্তি নানা প্রকার অবস্থায় প্রকাশ পায়, বিশেষভাবে ষ্ট্যানামে উর্দ্ধে উঠা অপেক্ষা নিম্ন অবতরণে অধিক কষ্ট বোধ করে (বোরাক্স। উপরে উঠিতে—কেলকেরিয়া কস্) রোগী মনে করে সে নিম্ন তলায় অবতরণ করিতে পারিবে না অথবা তাহার শরীরে যেন যথেষ্ট বল নাই। আর এক প্রকারে উক্ত ক্লান্তিভাব প্রকাশ পায়—যখন চলাফেরা করে তখন রোগী অধিক কষ্ট বোধ করে না অথচ উপবেশন করিবারকালীন রোগী যেন ধপ্ করিয়া চেয়ারে পড়িয়া যায় (but on trying to sit down she fairly drops into the chair)। এই লক্ষণটির সহিত স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর স্রাব ইত্যাদি কোন না কোন প্রকার জরায়ুর রোগ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং উক্ত প্রকার স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ প্রকৃতির হইয়া থাকে। ষ্ট্যানামের মানসিক লক্ষণের সহিত নেট্রাম মিউর এবং পালসেটিলার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—বিমর্ষ, অবসাদ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন। সান্ত্বনায় বৃদ্ধি হয়। ক্রন্দনকালীন সান্ত্বনা প্রদান করিলে রোগী বিরক্ত হয়। (পালসেটিলার বিপরীত)।

পালসেটিলা—নম্র, বিনয় শান্ত এবং ক্রন্দনশীলা। সান্ত্বনা ভালবাসে এবং ক্রন্দনকালীন সান্ত্বনা প্রদান করিলে রোগী শান্তি পায় (নেট্রামের বিপরীত)। মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়, এই লক্ষণটি ষ্ট্যানামের ঠিক বিপরীত।

সিপিয়া—রোগী নিজের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হয় কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন কিছু ভ্রূক্ষেপ করে না এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। টিস্যুর শিথিলতাপ্রযুক্ত (relaxation of tissue) খালি খালি এবং দুর্ব্বলভাব, অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থলে রোগী কথা বলিতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে সেইরূপ স্থলে ককুলাস, ভিরেট্রাম এলবাম, ফস্ফরিক এসিড, সালফার, সালফিউরিক এসিড এবং ক্যাল কেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করিবে।

পক্ষাঘাত—মানসিক অনুভূতি অথবা ক্লান্তিজনিত ক্রিয়া বিকার পক্ষাঘাতে (functional paralysis) ককুলাস, ইগ্নেসিয়া, ফস্ফরিক এসিড নেট্রাম মিউর এবং কোনিনসোনিয়া ষ্ট্যানামের নিকটবর্ত্তী ঔষধ। অনেক সময় দেখা যায় দুর্ব্বল এবং স্নায়ুপ্রধান লোকদিগের অনুভূতির উপর আঘাত প্রাপ্ত হেতু স্নায়ুর কার্য্যকারী ক্ষমতা নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত হস্তমৈথুন কারণবশতঃও উক্ত প্রকার functional paralysis প্রকাশ পায়, এইরূপ স্থলে ষ্ট্যানামের সহিত ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া এবং নেট্রাম মিউরের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শরীরের বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের ঔষধ সমূহ

অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত—(Paralysis of Eyelids) ককুলাস, জেলসিমিয়াম, রসটক্স, জিঙ্কাম।

মুখমণ্ডলের—বেলেডনা, কষ্টিকম, নাক্সভমিকা, ককুলাস, ওপিয়ম।

জিহ্বার—ব্যারাইটা, কুপ্রম, প্লাম্বাম, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কষ্টিকম, বেলেডনা, ডালকামারা।

গলাধঃকরণ পেশীর—জেলসিমিয়াম, বেলেডনা, ক্যান্থারিস, ল্যাকেসিস।

মূত্রাশয়—বেলেডনা, ডাল্‌কামারা, ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়াম, ওপিয়াম, নেট্রাম মিউর, হাইওসিয়ামাস।

মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর—কষ্টিকাম, লাইকোপোডিয়াম, রুটা, ওপিয়াম।

শরীরের ঊর্দ্ধ অঙ্গের (Upper Extremities)—নক্স রাসটক্স, বেলেডনা, ককুলাস,।

হস্তদ্বয়ের—কুপ্রাম, রাসটাক্স, কষ্টিকাম, আর্সেনিক।

অঙ্গুলীর—কুপ্রম, নেট্রাম মিউর, সিকেলি, সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া

নিম্ন অঙ্গের (Lower Extremities)—কলচিকম, নাক্স, প্লাম্বাম, রাসটক্স, ফসফরাস, সালফার, ভিরেট্রাম।

পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত—আর্সেনিক, চায়না, ওলিএণ্ডার, প্লাম্বাম।

অজীর্ণ—অজীর্ণ রোগে ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাতে বমন এবং বমন ইচ্ছার উদ্রেক হয় অথবা কষ্টিকমের ন্যায় রন্ধনের গন্ধে কাশির ভাব উপস্থিত হয়। ইহা ষ্ট্যানামের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং স্ত্রীলোকদিগেতে প্রকাশ পায়। পাকস্থলী দুর্ব্বল খালি খালি বোধ, এবং মুখের স্বাদ তিক্ত সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা হেতু তরল মল ত্যাগে অত্যন্ত বেগ (এলিউমিনা) দিতে হয় মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চোপসান, চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত এতদ লক্ষণসমূহ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং স্ত্রীলোকদিগের অধিক হয়। ইহার সহিত কৃমি বর্ত্তমান থাকিলে ষ্ট্যানামকেই তাহার একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ জানিবে।

কনভালসন (Convulsion)—কৃমিজনিত তড়কায় সিনা এবং আর্টিমিশিয়ার ন্যায় ষ্ট্রানাম একটি উত্তম ঔষধ যদি আর আর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

জরায়ু ভ্রংশ, ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর—জরায়ু ভ্রংশে (Prolupsus uteri) ষ্ট্রানাম সময় সময় প্রয়োগ হয়। ডাক্তার হিউজ ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। তিনি একস্থানে বলিতেছেন—I have hardly ever known it fail to effect the former purpose and I have been quite astonished at its power over prolupsus. It seems to strengthen the uterine ligaments. জরায়ু ভ্রংশ ব্যতীত যোনি ভ্রংশেরও (prolupsus of vagina) একটি ঔষধ বটে। এতদভ্রংশ লক্ষণ সমূহ (Prolupsus symtoms) মলত্যাগকালীন অধিক প্রকাশ পায়। ষ্ট্রানামে ঋতুস্রাব অত্যন্ত অধিক ও সময়ের পূর্ব্বে হয় এবং প্রচুর শ্বেত প্রদরও থাকে—স্রাব গাঢ় হলদে আভাযুক্ত অথবা পরিষ্কার শ্লেষ্মাবৎ। এতদসহ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে এমন কি রোগী নড়াচড়া করিতেই পারে না। প্রাতঃকালে

পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিবার কালীন দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ বসিয়া বিশ্রাম লইতে হয়, হস্তপদ কাঁপিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সীসার স্থায় ভার বোধ হয়। ষ্ট্যানামের এই প্রকার দুর্ব্বলতা সচরাচর নিম্নে অবতরণ কিংবা উপবেশন করিবার কালীন অধিক অনুভব করে এবং বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার সহিত জরায়ুর দোষ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

শ্বেত প্রদর স্রাবের সহিত একটি কথা এই স্থলে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকার ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণার পর শ্বেত প্রদর প্রকাশ পাইলে সেই স্থানে ষ্ট্যানামকেই প্রাধান্ত দিবে।

পডফাইলাম—ইহাতেও জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগকালীন বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু ভ্রংশের সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মল সচরাচর সবুজ আভাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত বেগের সহিত নির্গত হয়।

ক্যালেকরিয়া ফস—মল কিংবা মূত্র ত্যাগকালীন জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং জরায়ু প্রদেশে কষ্ট বর্ত্তমান থাকে দুধের সরের স্থায় শ্বেদপ্রদর স্রাব হয়। যোনি প্রদেশে জলন এবং তদসহিত মূত্রাশয় এবং জরায়ুর উভয় পার্শ্বে বেদনা হয়। রোগী দুর্ব্বল এবং রোগা প্রকৃতির।

নাক্সভমিকা—জরায়ু ভ্রংশের তরুণ অবস্থায় এবং কোন প্রকারে হঠাৎ শরীর মচকাইয়া রোগ উৎপত্তি হইলে উত্তম কার্য্য করে (when the disease has resulted from sudden wrenching of the body) ইহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা হয় কিন্তু কিছুই হয় না। যদি নাক্সে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে সিপিয়ার বিষয় চিন্তা করিবে।

স্নায়ুশূল—ষ্ট্যানামের স্নায়ুশূল যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (the pains increase and decrease slowly) এবং সচরাচর দেখা যায় চক্ষুর উপরিস্থিত স্নায়ু (supra orbital nerve) অধিক আক্রান্ত হয়। ষ্ট্যানামের এই প্রকার জ্বরের পর এবং কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (prosopalgia) প্রকাশ পায়। উক্ত স্থান ব্যতীত যে কোন স্থানের স্নায়ুশূলে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে

কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে মুখমণ্ডলে, পাকাশয়ে এবং নিম্নোদরে অধিক হয়। ইহাও দেখা যায় যন্ত্রণা কখন কখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস পায় অথবা যে কোন সময়েই প্রাতঃকালে ১০টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ১০।১৫ মিনিট ভীষণ যন্ত্রণা হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয়। এই প্রকার সূর্য্যের উদয়ের সহিত বৃদ্ধি এবং সূর্য্যাস্তের সহিত হ্রাস স্নায়ুশূল যন্ত্রণা স্পাইজেলিয়া নেট্রাম মিউর, স্যাঙ্গুনেরিয়া ইত্যাদিতে দেখা যায়। পালসেটিলা এবং সালফিউরিক এসিডে কতকটা এই প্রকারের যন্ত্রণা দেখা যায় যদিও ইহাদিগের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় কিন্তু হঠাৎ থামিয়া যায় (comes gradually and stops suddenly)। বেলেডনার যন্ত্রণা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া চরমে উঠিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায় It comes suddenly and reaches its intensity at once where it may remain for hours, but ceases suddenly)।

ষ্ট্যানামের যন্ত্রণা—কলোসিন্থ এবং ব্রাইওনিয়ার ন্যায় চাপ দিলে উপশম হয়। কলোসিন্থে উপকার না হইলে (কারণ নিম্নোদরের এইরূপ শূল বেদনায় প্রথমতঃ কলোসিন্থকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়) ষ্ট্যানাম প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বিশেষতঃ যদি যন্ত্রণা বহুদিনের পুরাতন হয়। শিশুদিগের এই প্রকার যন্ত্রণা হইলে কাঁধে শিশুর পেট চাপ দিয়া লইয়া বেড়াইলে শিশু উপশম বোধ করে। Dr. Nash বলিতেছেন I have often verified the above symptoms and have seen equally good effects from the 12, 30, 200, 500 potencies। আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে যন্ত্রণাকালীন ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণা উপশম হয় (ফেরম মেট)।

"ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস" এই প্রকার লক্ষণযুক্ত যন্ত্রণা ষ্ট্যানাম ব্যতীত প্ল্যাটিনা এবং ষ্ট্রন্সিয়ানায়ও অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—মৃগী রোগেও ষ্ট্যানাম ব্যবহার হয় বিশেষতঃ যখন মৃগীরোগ নিম্নোদরের যন্ত্রণা কিংবা কৃমির উপদ্রব হইতে উদ্ভূত হয়। রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং চক্ষুর চারিধার কৃষ্ণবর্ণ হয় ও তদসহিত শূল যন্ত্রণা এবং মুখে মিষ্ট স্বাদ বর্ত্তমান থাকে। মিষ্ট স্বাদ (sweet taste)

ষ্ট্যানামের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় রোগ বশতঃ (sexual complication) মৃগী রোগেও ষ্ট্যানাম সময় সময় নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি—ষ্ট্যানামের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ ফুস্ ফুস্, কণ্ঠনালী বায়ুনলী ইত্যাদির উপর যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় এবং এতদসমুদয় স্থানের রোগে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ বর্ত্তমান থাকে। কাশির সহিত যথেষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয় এবং শ্লেষ্মার স্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট অথবা অত্যন্ত লোনতা (very sweet or exceptionally salty) এবং শ্লেষ্মা গাঢ় পীত বর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ পুঁজসদৃশ অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশসদৃশ (yellowish or yellowish green, muco—purulent or white of an egg) কখন কখন শ্লেষ্মা চট্‌চটে এবং রক্তমিশ্রিতও হয়। (গয়েরের স্বাদ লোণতা এবং গাঢ় সবুজ অথবা পীতবর্ণ—ক্যালি আইওড এবং সিপিয়াতেও রহিয়াছে আবার ক্যালি আইওড ও ষ্ট্যানামেও নৈশ ঘর্ম্ম রহিয়াছে কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে ক্যালি আইওডে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্লেষ্মা গলায় আসিয়া জমা হইয়া থাকে সহজে ছাড়িতে চাহে না, এমন কি চেষ্টা করিতে করিতে রোগী বমন করিয়া ফেলে কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা শীঘ্র সমাবেশ হওয়া, অতি সহজে বহির্গত হওয়া এবং শ্লেষ্মা উত্তোলনে উপশম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ বিশেষত্ব জানিবে। (The mucous collects very rapidly in the chest and is quite easily expectorated with great relief to the patient) অর্থাৎ শ্লেষ্মা যেমন শীঘ্র সমাবেশ হয়, তেমন সহজেই উঠিয়াও আইসে। শ্লেষ্মা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বক্ষঃস্থলের চাপ বোধ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি সমুদয় হ্রাস হয় এবং রোগী অত্যন্ত শান্তিবোধ করে। এতদ্ব্যতীত কাশি অনেক সময় শুষ্কও হয় কিন্তু তরল শ্লেষ্মাসহ কাশি হইতেছে ইহার অধিক বিশেষত্ব। কাশি শুষ্ক এবং অত্যন্ত বিরক্তিজনক, রাত্রিতেই অধিক হয়। কথা বলিতে, দ্রুত গতিতে হাঁটিতে কাশির উদ্রেক হয়। রোগী বুকে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে, বুকে যেন কিছুই নাই, খালি হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। শ্বাসকষ্টও থাকে এবং তাহাও সন্ধ্যারদিকে বৃদ্ধি হয়।

থাইসিস (**Catarrhal Phthisis**)—ষ্ট্যানামের থাইসিসের সহিত

শ্লেষ্মার অত্যন্ত সমাবেশ থাকে এতদহেতুই ইহাকে Catarrhal Phthisis বলা হয়। ষ্ট্যানাম এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। শ্লেষ্মা যেমন শীঘ্র সমাবেশ হয় তেমনি শীঘ্র উঠিয়া আইসে। এতদসহ Hectic fever লাগিয়া থাকে, ঠিক নিয়মিতরূপে প্রত্যহ প্রাতে ১০ টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসে। সন্ধ্যার সময় রোগী অধিক উত্তাপ বোধ করে এবং সামান্য পরিশ্রমেই রোগ বৃদ্ধি হয়। রাত্রিতে বিশেষভাবে রাত্রির শেষ দিকে ৪।৫ টার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। প্রাতে ১০ টায় জ্বর শুনিলেই অনেকে নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে কিন্তু এরূপস্থলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে কোন ফল হয় না। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন—"এই প্রকার প্রাতে ১০ টার জ্বরে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে আমি কোন ফল পাই নাই।" নেট্রাম মিউর প্রাতে ১০ টার জ্বরের একটি মহৌষধ কিন্তু Hectic feverএর নয়।

(**Hectic fever**—Term for a slow insidious fever, which according to John Hunter and others, may be either idiopathic or symptomatic, the latter arising in consequence of some incurable disease. In this Hectic fever, with chill 10 o' clock in the morning, I have several times tried Nat M. but without obtaining any benefit—Farrington.)

ষ্ট্যানাম অত্যন্ত সতর্কের সহিত নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা কিছুই ফল দর্শিবে না। ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা থাকা চাই, বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতাই হইতেছে এই ঔষধটির সার্ব্বজনীন লক্ষণ। Catarrhal Phthisisএ ষ্ট্যানাম ব্যবহারে আশানুরূপ ফল না পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির বিষয় চিন্তা করিবে।

প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাশে (catarrhal Phthisis) ষ্ট্যানামের সমগুণ ঔষধসমূহ—

সাইলিসিয়া—Catarrhal এবং প্রকৃত ক্ষয়কাশ (true tubercular phthisis) উভয়েরই উত্তম ঔষধ। দ্রুত শরীর সঞ্চালনে কাশি বৃদ্ধি হয় (increased by rapid motion)। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ভীষণ ঘড় ঘড় শব্দ হয়। গয়ের ষ্ট্যানাম অপেক্ষাও অধিক পূঁজসদৃশ। সাইলিসিয়ায় স্ফোটক

(vomicae) প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ লোকদিগের catarrhal ক্ষয়কাশে সাইলিসিয়া প্রায়ই ব্যবহার হয়।

ফসফরাস—ষ্ট্যানামের সহিত ইহার অধিক সাদৃশ্য থাকা হেতু অনেক সময় ইহাদিগের ব্যবহার লইয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। উভয়েতেই স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা, কাশি, প্রচুর গয়ের, বিলেপী জ্বর (hectic fever) ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ফসফরাসের কাশিতে অধিক রক্ত কিংবা রক্তের রেখা, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ, বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, (ষ্ট্যানামে ডানপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি) এবং শীতল কিংবা বরফ জলের তৃষ্ণা ইত্যাদি লক্ষণ ষ্ট্যানামে দেখা যায় না। ষ্ট্যানামের বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

সেনেগা—বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয়। অণ্ড লালসদৃশ প্রচুর পরিষ্কার শ্লেষ্মার (clear albuminious mucous) সমাবেশ হয়, শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয় না। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত বুকে প্রায়ই চাপিয়া ধরা ভাব থাকে, মনে হয় কেহ ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়কে চাপিয়া মেরুদণ্ডে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সেনেগা সচরাচর মোটা থলথলে শরীরবিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কক্কাশ ক্যাকৃতি—হুপিং কাশির একটি উত্তম ঔষধ। কাশিতে রজ্জুবৎ সাদা শ্লেষ্মা বমন হয়। Catarrhal Phthisis এ ইহার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়। যখন উক্ত প্রকার রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমনের সহিত clavical এর নিম্নে অত্যন্ত তীব্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে।

জারবা স্যাণ্টা (Yerbasanta)—বুকে শ্লেষ্মার আধিক্যহেতু হাঁপানির ন্যায় টান হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায় এবং জ্বর লাগিয়া থাকে।

যে ঔষধসমূহে বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মা জন্মায় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল

এণ্টিমনিয়াম ক্রুডাম, এণ্টিমনিটার্টারিকাম, ক্যামোমিলা, বেলেডনা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া ফস এবং ইপিকাক (শিশুদিগের)।

লাইকোপোডিয়াম, সালফার, ফসফরাস, ব্যালসাম পেরু (পুঁজের ন্যায় গয়ের), হেপার, সিনা,, যার্‌বা স্যাণ্টা (Yerba Santa) শ্লেষ্মাহেতু জ্বর, কৃশতা এবং হাঁপানি কোপেবা (প্রচুর সবুজ আভাযুক্ত, বদগন্ধ গয়ের) ইলিসিয়াম এ্যানিসেটাম (Illicium anisatum) বাম কিংবা দক্ষিণ তৃতীয় Cartilageএ যন্ত্রণা সহ পুঁজ), পিক্স লিকুইড—(পুঁজসদৃশ গয়ের এবং বাম পার্শ্বের তৃতীয় Costal cartilage এ যন্ত্রণা)। মাইওস্‌টিস (Myosotis) প্রচুর গয়ের, শীর্ণতা এবং নৈশ ঘর্ম্ম)।

প্লুরিসি (Pleurisy)—প্লুরিসিতেও ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র যেন কাটিয়া ফেলিতেছে, বাম বগলে আরম্ভ হইয়া বাম clavicle এ বিস্তারিত হয়। কখন কখন বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরের নিম্ন পর্য্যন্ত যায়। সম্মুখদিকে নত হইলে, চাপ দিলে এবং নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—প্রত্যহ প্রাতঃকালে চক্ষুতে প্রায়ই বাম চক্ষুতে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া সমুদয় মস্তকে বিস্তারিত হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয় এবং সময় সময় যন্ত্রণা হ্রাসের সহিত বমন প্রকাশ পায়। বাম চক্ষুতে ১০ টার সময় যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং তৎপর ক্রমশঃ হ্রাস হয়। যন্ত্রণার সময় চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসকই ষ্ট্যানাম উচ্চক্রম ৩০,২০০ ব্যবহার করেন। ডাঃ বেইস, ডুরে ইহারাও এই মত সমর্থন করেন।

অনুপূরক (Complementary)—পালসেটিলা।

ষ্ট্যানাম—কষ্টিকমের পর এবং কেলকেরিয়া, ফসফরাস, সাইলিসিয়া, সালফার, টিউবার কিউলিনামের পূর্ব্বে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—হাসিলে, গান গাহিলে, কথা বলিলে, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে এবং উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে (শীতল দ্রব্য পানে—স্পঞ্জিয়া)।

রোগের উপশম—গয়ের উত্তোলনে, শক্ত চাপে (কলসিন্থ)।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম
(Eupatorium Perfoliatum)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ। উত্তর আমেরিকায় বিস্তর জন্মায়। ইউপেটোরিয়াম—ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ এবং মদ্যপানকারীদিগের প্রতি অধিক কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় শরীরময় বেদনা বোধ, যেন শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে (আর্ণিকা, বেলিস) (Bruised feeling, as if broken)।

২। অস্থি বেদনা—কটিদেশ, মস্তক, বক্ষঃস্থল, হস্ত পদ, এবং বিশেষভাবে হস্তের মণিবন্ধ যেন স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে, ভীষণ বেদনা। যতই অধিক যন্ত্রণা ততই ইউপেটোরিয়াম নির্ব্বাচিত হয়।

৩। অক্ষিগোলক বেদনাযুক্ত, সর্দ্দি এবং তদসহ অস্থি বেদনা।

৪। জ্বর—শীত প্রাতে ৭।৮ টার সময় হয়, একদিন প্রাতে তৎপরদিন দ্বিপ্রহরে হয়। শীতের অবসানে তিক্ত বমন। জলপানে শীত শীঘ্র আসে এবং বমন হয়। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ অস্থি বেদনা হয়।

৫। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে অদম্য জলপিপাসা. রোগী জানিতে পারে জ্বর আসিতেছে, কারণ অধিক জল পান করিতে পারে না।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। বৃদ্ধ লোক বিশেষতঃ মদ্যপান হেতু ভগ্নস্বাস্থ্য এই প্রকার লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। যন্ত্রণা শীঘ্র আসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায় (বেলে, ম্যাগ ফস)।

৩। শিরঃঘূর্ণন—যেন বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ। (বাম পার্শ্বে মস্তক ঘুড়াইতে পারে না, পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়—কলোসিন্থ)

৪। কাশি—গলদেশে, ভুজনলী, বক্ষঃস্থল এবং গাত্রে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, কাশিবার সময় বক্ষঃস্থল হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে (ব্রাইওনিয়া), রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

জ্বর

ইউপেটোরিয়ামের পরিচয় আমরা জ্বরে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই এবং জ্বরে ইহার কার্য্যও অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—অদম্য জলপিপাসা কিন্তু জলপানে বিবমিষা এবং বমন বৃদ্ধি হয় ও শীত শীঘ্র প্রকাশ পায়। জ্বর আসিবার পূর্ব্ব রাত্রি হইতে পাকস্থলীর গোলযোগ এবং পিপাসা দেখা দেয়। রোগী বুঝিতে পারে যে, জ্বর আসিতেছে কারণ তখন রোগী আর অধিক জল পান করিতে পারে না। প্রকৃত শীত হইবার ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে এইরূপ পিপাসা পাইতে থাকে কটিদেশে, বিশেষরূপ দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশের উপরে এবং হস্ত পদের প্রান্তদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

সময়—প্রাতে ৭টা, ৭টা হইতে ৯টা

শীতাবস্থা—ভীষণ জলপিপাসা হয় কিন্তু জল পানে বমির ভাব বৃদ্ধি হয় এবং তিক্ত বমি হইতে থাকে ও শীত বৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই রোগী জল পান করিতে ভয় পায়। (জল পানে বমি হয়—আর্সেনিক। শীত বৃদ্ধি হয়—ক্যাপ্সিকাম) শীত প্রাতেই হয় এবং সমস্ত দিন উত্তাপ থাকে কিন্তু ঘর্ম্ম কিছুই হয় না। শীত প্রায়ই শরীরের পশ্চাদ্দিক হইতে আরম্ভ হয়। শীতের

অবসানে এবং উত্তাপের পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন বৃদ্ধি হয় (ক্যাপ্সিকম। শীতের অবসানে অম্ল বমন হয়—লাইকো)। মস্তকের পৃশ্চাৎ এবং সমুদয় শরীরে বিশেষতঃ অস্থিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। শীতাবস্থায় গাত্রাবরণে শরীর আবৃত রাখে এবং প্রচুর বস্ত্র গাত্রে চাপাইতে বলে।

জ্বর প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রথম লক্ষণ—বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন প্রায়ই হইতে থাকে। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে মস্তকের পশ্চাদ্দিকে এবং মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় ফাটিয়া যাইতে চাহে। যে সমুদয় সবিরাম জ্বর কম্প হইয়া আরম্ভ হয়, ঘর্ম্ম হউক কিংবা না হউক শিরঃপীড়া হইতে থাকে এবং জলতৃষ্ণা সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে, উত্তাপ অবস্থায় অথবা উত্তাপ অবস্থার পরে পিত্ত বমন হয় এবং সকল অবস্থায় ভীষণ অস্থি বেদনা থাকে, এই প্রকার জ্বরে ইউপেটোরিয়ামকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। (In those intermittent fevers that begin with violent shaking, and the headache continues without sweat or if with sweat the headache is made worse, thirst during all stages, vomiting of bile at the close of the heat with the awful boneaches have a sure cure in Eupatorium.—Kent)

ইউপেটোরিয়ামের পর নেট্রাম মিউর এবং সিপিয়ার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ইউপেটোরিয়ামে জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে উক্ত ঔষধ দুইটির বিষয় চিন্তা করিবে।

ইউপেটোরিয়ামের সহিত কতক বিষয়ে ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাইওনিয়াতে গাত্র বেদনায় রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না, স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। ইওপেটোরিয়াম রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং অস্থিবেদনা ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা অধিক! ব্রাইওনিয়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইউপেটোরিয়ামে স্বল্প হয়।

ইউপেটোরিয়ামকে চিনিতে হইলে—প্রাতে ৭।৮ টায় জ্বর, অস্থি বেদনা, পিপাসা এবং পিত্ত বমন এই কয়েকটি লক্ষণ সর্ব্বদা মনে

রাখিবে। ইহা ব্যতীত কখন কখন double periodicityও দেখা যায়, শীত হইয়া জ্বর হয়ত, একদিন প্রাতে আসিল আবার পরদিন প্রাতে না হইয়া সন্ধ্যার সময় হয়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। পিপাসা শীত এবং উত্তাপ অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অধিক প্রকাশ পায় নতুবা শীত উত্তাপ অবস্থায় অধিক দেখা যায় না। সমস্ত শরীরময় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অস্থিসমূহ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শিরঃপীড়াও হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—অতি সামান্য অথবা হয় না। শিরঃপীড়া জ্বরের বিচ্ছেদের পরও অনেকক্ষণ থাকে। প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে গাত্রবেদনা হ্রাস পায় বটে কিন্তু শিরঃপীড়া হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধি হয় (ঘর্ম্মে সমুদয় যন্ত্রণা হ্রাস হয়—নেট্রাম মিউর।)

জিহ্বা—শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত। স্বাদ তিক্ত, খাদ্যদ্রব্যের কোন স্বাদ থাকে না।

আসেনিক এবং ইউপেটোরিয়ামের পার্থক্য

আসেনিক	ইউপেটোরিয়াম।
সময়—সময়ের নির্দ্দিষ্টতা আছে, দিনে ১টা।২টা অথবা রাত্রি ১২টা।২টা।	**সময়**—প্রাতে ৭টা অথবা ৭টা হইতে ৯টা।
জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—পিপাসা থাকে না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।	**জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা**—অদম্য পিপাসা। জলপানে শীত শীঘ্র আইসে এবং বমন হয়। রোগী বুঝিতে পারে শীত আসিতেছে কারণ অধিক জল পান করিতে পারে না।
	হাই ওঠে, কটিদেশে এবং অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

শীতাবস্থা—শীতের সহিত উত্তাপ মিশ্রিত থাকে, অথবা কেবল শীত হয়। উত্তাপে শীতের উপশম হয়। পিপাসা সকল সময় থাকে না, যদি থাকে তাহা হইলে অল্প অল্প অথচ পুনঃ পুনঃ খায় এবং উষ্ণজল পছন্দ করে। (Thirst except for hot drinks, contra indicates).

উত্তাপ অবস্থা—অত্যন্ত শীতল জল পিপাসা। ভীষণ অস্থিরতা। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, গাত্রে কাপড় রাখে, (must be covered)।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর শীতল জল পানের অত্যন্ত পিপাসা, জল পানে বমন হয়। শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হয়, কখন কখন ঘর্ম্ম হয়ও না।

জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লাল। অম্ল স্বাদযুক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা। জলের স্বাদ তিক্ত এবং খাদ্য দ্রব্যে অরুচি।

শীত অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। হাই ওঠে, কটিদেশে এবং অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। গাত্রে গরম কাপড় রাখিতে চায়। শীতের অবসানে তিক্ত স্বাদযুক্ত বমন হয়। যতটা শীতল নয় তদপেক্ষা কম্প অধিক।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা এই অবস্থায় কদাচিৎ হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, বালিশ হইতে মস্তক তুলিতে পারে না। অত্যন্ত শিরঃপীড়া। জল পানে কম্প হয়, সমুদয় শরীর এবং অস্থি অত্যন্ত বেদনা।

ঘর্ম্ম অবস্থা—স্বল্প অথবা হয় না। ঘর্ম্মে সমুদয় যন্ত্রণায় উপশম হয় কিন্তু শিরঃপীড়া উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

জিহ্বা—শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত। খাদ্য দ্রব্য স্বাদ শূন্য, তিক্ত।

বাত—ইহাকে কেহ কেহ গেঁটে বাতে উচ্চ স্থান প্রদান করেন—হস্তের অঙ্গুলি, কনুই, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ইত্যাদি স্থলের সন্ধিস্থলের বাতে ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগে উৎকৃষ্ট কার্য্যে পাওয়া যায়, ইহা অনেক স্থলে দেখিয়াছি এবং ডাক্তার কেণ্টও এতদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। আক্রান্ত স্থানে এবং চারিপার্শ্বে অস্থিগুল্ম (nodes) প্রকাশ পায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে। এইপ্রকার গেঁটে বাতগ্রস্থ রোগীরা ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, অল্পতেই ঠাণ্ডা লাগে, সন্ধিস্থল প্রদাহ হয়। অস্থি যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ইহাদিগেতে

শিরঃপীড়াও অত্যন্ত ভীষণ হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ ইহাকে মস্তকের অস্থির বাত ও বলেন। মস্তকের অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এতদ্‌যন্ত্রণার সহিত সন্ধিস্থলের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে—আঁবার ইহাও দেখা গিয়াছে যখন মস্তকের যন্ত্রণা অধিক হয় তখন হস্ত পদের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা হ্রাস হয় আবার যখন সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় তখন শিরঃপীড়া হ্রাস হয়। ইহা ব্যতীত শিরঃপীড়া তৃতীয় এবং ৭ম দিবসে সময় সময় পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয় এবং শিরঃপীড়ায় সহিত বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন প্রকাশ পায়। এই পিত্ত বমন শিরঃপীড়া অত্যন্ত অধিক না হইলে অনেক সময় প্রকাশ পায় না।

কাশি—কাশি শুষ্ক, অধিক শ্লেষ্মা উঠে না, কাশিতে সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত, গা হাত সমুদায় বেদনা হইয়া যায়। বক্ষঃস্থল কাশিবার সময় হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরে। কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—তরল সর্দ্দিসহ শরীরের প্রত্যেক অস্থিতে এবং অক্ষি গোলকে (eyeball) যন্ত্রণা হয়। এতদ্‌হেতুই ইউ-পেটোরিয়ামকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে তরল সর্দ্দিসহ ভীষণ গাত্র বেদনা থাকে, মনে হয় অস্থি সমূহ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে, কণ্ঠনালী বায়ুনালী ও ভুজনালী ও তৎসহিত ভীষণ গাত্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কষ্টিকামেও প্রাতে স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হয় কিন্তু কষ্টিকমে জ্বালা থাকে—আর ইউপেটোরিয়ামে অস্থি বেদনা অধিক থাকে।

গাত্র বেদনা—অনেক ঔষধেই আমরা গাত্র বেদনা দেখিতে পাই, কিন্তু ইহার গাত্র বেদনা—আর্ণিকা, পাইরোজেন, রাসটক্‌স ইত্যাদি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির এবং গভীর—অস্থির ভিতর। গাত্র বেদনায় ইউপেটোরিয়ামকে উচ্চস্থান এত দেওয়া হয় না—যতটা অস্থি বেদনায় দেওয়া হয়। নিম্নে ডাক্তার ন্যাসের লিখিত কথা তুলিয়া দিলাম—**Intense aching in the limbs and back as of the bones were broken. Aching in the bones of the extremities, with soreness of the flesh, soreness**

of the bones, soreness and aching of the arms and forearms, painful soreness in both wrists,* as if broken or dislocated. Soreness and aching of the lower limbs, stiffness and general soreness when rising to walk. Soreness and aching of the lower limbs, stiffness and general soreness when rising to walk. calves of the legs feel as if they had been beaten. Aching pains as if in the bones with moaning.

এই লক্ষণসমুদায়—ইনফ্লুয়েঞ্জা, পৈত্তিক অথবা ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরে, বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগে প্রকাশ পাইলেই ইউপেটোরিয়ামকে চিন্তা করা উচিৎ। অস্থি এত অধিক যন্ত্রণাযুক্ত হয় যে রোগী অস্থির হইয়া পরে এবং গোঁগাইতে থাকে, যেন শরীরের অস্থিসমূহ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এইরূপ মনে হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩×, ৬×, ৩০ ক্রমই ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তির প্রয়োগ কদাচিত হয়।

অনুপূরক—নেট্রাম মিউর, সিপিয়া।

সমগুণ ঔষধ—ব্রাইওনিয়া।

রোগীর বিবরণ

১। শীতের পূর্ব্বে ভীষণ জলতৃষ্ণা এবং শীতের সময় স্বল্প। দাহ অবস্থার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ এবং বমন ও ভীষণ শিরঃপীড়া, খাদ্য দ্রব্যে স্বাদ শূন্য, ক্ষুধামান্দ্য এবং জিহ্বা পীতাভ। শীত প্রাতঃকালে হইত এবং ২।১ ঘণ্টা থাকিত, উত্তাপ সমস্তদিন স্থায়ী হইত এবং সন্ধ্যার সময় সামান্য ঘর্ম্ম দেখা দিত—ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগে আরোগ্য হয়—ডাঃ নিউহার্ড।

২। একটি ৮ বৎসর বয়সের বালক, প্রত্যেক একদিন পর পর ২টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসিত। শীত ১॥০ ঘণ্টা থাকিত। শীতের পূর্ব্বে জল তৃষ্ণা হইত। শীত অবসান হইতে হইতেই বমন আরম্ভ হইত। শীতের সময় উষ্ণ বস্ত্র গাত্রে রাখিতে ইচ্ছা করিত। ক্ষুধা ভালই ছিল, পাকস্থলীতে, ঘাড়ে এবং স্কন্ধে যন্ত্রণা ছিল। দাহ অবস্থাপেক্ষা শীত অবস্থায় অধিক পিপাসা হইত, উত্তাপ প্রায় ৩ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়া ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। রাত্রিতে শীতল ঘর্ম্ম হইত। ইউপেটোরিয়াম আরোগ্য করে। ডাঃ ফ্রষ্ট।

৩। একজন স্ত্রীলোক ৪ মাস অন্তঃসত্ত্বা,—শীত হইবার পূর্ব্বে পিপাসা হইত, শীত প্রাতে ৬টার সময় আসিত। গরম জল পান করিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইত। শীতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বমন আরম্ভ হইত। উত্তাপ অবস্থায়ও গরম জল পান করিতে চাহিত। জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, জ্বরের পর ঘাম হইত না, কখন কখন রাত্রিতে ঘাম হইত। জ্বর বিচ্ছেদের অব্যবহিত পরই বেশ ক্ষুধা বোধ করিত। ইউপেটোরিয়মে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ডাঃ সোয়ান।

৪। একজন স্ত্রীলোক—প্রত্যেক দিন প্রাতে ৭টার সময় অত্যন্ত শীত হইত। শীত প্রায় ১ঘণ্টা থাকিত, হস্ত পদে এবং কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। পিপাসা শীত আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হইতেই আরম্ভ হইত এবং পিপাসা শীত ও উত্তাপ অবস্থায়ও থাকিত। শীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত বমন প্রকাশ পাইত এবং যেমনি জ্বর বিচ্ছেদ হইত রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িত এবং প্রচুর ঘাম হইত। ইউপেটোরিয়াম ২০০ শক্তি তিন দিন সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে—ডাঃ এলেন।

ম্যাগনেসিয়া ফস (Magnesia Phos)

পূর্ব্বে আমরা ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব এবং ম্যাগনেসিয়া মিউরের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে যে ম্যাগনেসিয়ার বিষয় লিখিতেছি তাহা ম্যাগনেসিয়া ফস। ইহাকে ডাক্তার ন্যাস Prince of Magnesia আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা ম্যাগনেসিয়া জাতীয় ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার উপকারিতা স্নায়ুশূলে অত্যাশ্চর্য্য। ম্যাগনেসিয়া ফসের উক্ত প্রকার উপকারিতা পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের বিদিত ছিল না বলিয়াই আমাদিগের ভৈষজ্য তত্ত্বে পূর্ব্বে তেমন স্থান পায় নাই কিন্তু ডাক্তার এলেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের International Hahnemanian association এ ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যক্ত করেন এবং তদবধি ইহা বিশেষরূপে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার সুসলারই ইহার প্রধান প্রচলন কর্ত্তা এবং তাঁহার নিকট হইতেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথিক মতে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ডাক্তার সুসলার বাইওকেমিক মতে ব্যবহার করিতেন এবং ম্যাগনেসিয়া ফস তাঁহার একটি প্রধান বাইওকেমিক ঔষধ বলিয়াই সুপরিচিত।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, বিদ্যুৎবৎ আইসে এবং যায় (বেলে)। যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ, তীক্ষ্ণ ছুড়ীকাবিদ্ধবৎ। রোগী অস্থির উন্মাদবৎ হইয়া পরে, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করে। পাকস্থলী, নিম্নোদর, বস্তিকোটরে ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয় (কলোফা, কলসিন্থ) (Pains—sharp, cutting, stabbing, shooting, lightning-like in coming and going (Bell), paroxysm becoming almost unbearable, rapidly changing place, (Puls, Lac. C), cramping

in neuralgic affections of stomach, abdomen and pelvis (Caulo, Colo).

২। শীতল বায়ুতে, গাত্রাচ্ছাদন অনাবৃতে, শীতল জলে স্নানে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৩। স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলে, ঊর্দ্ধ অথবা অধঃ অক্ষিকোটরে বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়। যন্ত্রণা স্পর্শে, শীতল বায়ুতে, বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে, উপশম হয়।

৪। ঋতুস্রাব—কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত। যন্ত্রণা স্রাবের পূর্ব্বে হয়, স্রাব আরম্ভ হইলে উপশম হয় (ল্যাকেসিস)। যন্ত্রণা বিদ্যুৎবৎ অত্যন্ত প্রবল হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়, উত্তাপে, উপুর হইলে বিশেষ উপশম হয়।

৫। শূল যন্ত্রণা—বায়ুর সমাবেশসহ অর্থাৎ পেটফাঁপাসহ উদরে শূলযন্ত্রণা (flatulent colic), যন্ত্রণায় রোগী উপুর হয়, উপুর হইলে, উত্তাপে, জোরে চাপে, হস্ত বুলাইলে যন্ত্রণার উপশম হয় (কলোসিন্থ)।

৬। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব—মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল ডিম্বাশয়, সায়াটিক স্নায়ু ইত্যাদি আক্রান্ত হয় (বেলেডনা, ব্রাই, চেলি, কেলি কার্ব্ব, লাইকো, পডফাই)।

সাধারণ লক্ষণ

১। দন্তোদ্গমকালীন শিশুর কনভালসন হয় অথচ জ্বর থাকে না।

২। দন্তশূল—রাত্রিতে অধিক হয়, যন্ত্রণা একস্থান হইতে আর একস্থানে দ্রুত সরিয়া যায়, আহারে, শীতল তরল দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উত্তাপে উপশম হয়। (শীতল দ্রব্যে উপশম হয়—ব্রাইওনিয়া, কফিয়া, ফেরাম ফস)।

৩। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখদিকে বিস্তারিত হয় (স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলি)। স্কুলের বালিকাদিগের অধিক হয়। মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে ও অধিক পড়াশুনায় বৃদ্ধি হয়।

৪। শয্যায় রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব ফ্যাকাসে বর্ণ এবং প্রচুর। ক্যাথিটার পুনঃ পুনঃ দেওয়ার পর এই প্রকার অবস্থা অধিক প্রকাশ পায়।

৫। শীতল জলকাদায় দাঁড়াইয়া কাজকর্ম্মে উপসর্গ এবং রোগ বৃদ্ধি হয়।

৬। পিয়ানো, হারমোনিয়াম ইত্যাদি যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে কিংবা টাইপ রাইটার কার্য্য করিতে করিতে হস্তের অঙ্গুলির খিল ধরে (cramps)।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (Neuralgia)—ম্যাগনেসিয়া ফসের গুণের বিষয় এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিব যে—স্নায়ুশূল এবং যন্ত্রণা উৎপাদক ঔষধসমূহের মধ্যে ইহা একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। অন্য কোন ঔষধে এত অধিক প্রকার যন্ত্রণা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না (Mag. Phos takes the flirst rank among our very best neuralgia or pain remedies. None has a greater variety of pains)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, কখন কখন তীব্র কর্ত্তনবৎ, যেন কাটিয়া ফেলা হইতেছে, কখন বিদ্ধবৎ যেন কিছু ফুটাইতেছে, কখন বিদ্যুৎবেগে যন্ত্রণা হঠাৎ আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে (বেলেডনা), যন্ত্রণার আক্রমণ অসহ্য এবং শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তনশীল (They are sharp, cutting stabbing knife like, shooting, stitching, lightning-like in coming and going (Bellad), Paroxysm becoming almost intolerable. often rapidly changing place and cramping)। যন্ত্রণার যত প্রকার লক্ষণ উল্লেখ করা হইল ডাক্তার ন্যাস সর্ব্বশেষোক্তিটিকেই অর্থাৎ খিল ধরা যন্ত্রণা ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই প্রকার যন্ত্রণা (খিলধরা) সাধারণতঃ প্রায়ই পাকস্থলী নিম্নোদরে এবং বস্তিকোটরে হইতে দেখা যায় (among the varieties of

pains the last (cramping) is in my opinion most characteristic and is oftenest found in stomach, abdomen and pelvis), এবং উত্তাপ প্রদানে উপশম হয় (relief from hot application)। ম্যাগনেসিয়া ফসের খিলধরা (cramping) যন্ত্রণা যে প্রকার বিশেষত্ব, গরম উত্তাপে উপশমও সেই প্রকার বিশেষত্ব। এক আর্সেনিক ব্যতীত অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটি (উত্তাপে উপশম) তত অধিক দেখা যায় না কিন্তু আর্সেনিকের যন্ত্রণা জ্বলনযুক্ত (burning), আর ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা জ্বলনশূন্য, খিল ধরা। ম্যাগনেসিয়া ফসের অনেক প্রকার যন্ত্রণা হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু যন্ত্রণার সহিত কোন প্রকার জ্বলন থাকে না। জ্বলনযুক্ত যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হইলে আর্সেনিক, আর জ্বলনশূন্য স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হইলে ম্যাগনেসিয়া ফস—এইরূপ অবস্থায় এই দুইটি ঔষধের বিষয় স্মরণ করা উচিৎ।

- যন্ত্রণা—খিলধরা, খামচান (Cramping pain)—কুপ্রাম, কলোসিন্থ, ম্যাগনেসিয়া ফস, প্ল্যাটিনা।

,, জ্বলনযুক্ত (burning)—আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সিকাম, ফসফরাস, সালফিউরিক এসিড।

,, থেঁৎলান, টাটানি (bruised)—আর্নিকা, বেলিস পরিনিস, রুটা,

,, দপ্‌দপানি (throbbing)—বেলেডনা, গ্লোনয়ন, মেলিলোটাস।

,, সূচীভেদবৎ (stitching)—ব্রাইওনিয়া, কেলিকার্ব্ব, স্কুইলা।

ঋতুস্রাব এবং বাধকবেদনা—বাধক বেদনায় কিংবা যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাবে পালসেটিলা, কলোফাইলাম এবং সিমিসিফিউগা ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা ম্যাগনেসিয়া ফসে আশু উপকার হয়। ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, রজ্জুবৎ লম্বা (stringy)। যন্ত্রণা স্রাবের পূর্ব্বে অধিক হয়। স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে হ্রাস হয় (ল্যাকেসিস) ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ স্নায়ুশূলের ন্যায়। সিমিসিফিউগা এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু সিমিসিফিউগার বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি ভাল কাজ করে এবং তাহাদিগের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। (purely neuralgic in character)। ম্যাগনেসিয়ায়ফসের

যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বেই প্রবল হয়। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব, মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল, ডিম্বাশয় ইত্যাদি (বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, চেলিডনিয়াম, কেলিকার্ব্ব লাইকোপডিয়াম, পডফাইলাম) অধিক আক্রান্ত হয়—(বামদিক ল্যাকেসিস)। যন্ত্রণা গরম উত্তাপে, চাপে এবং উপুড় হইলে (bending double) উপশম হয়। বাধক বেদনা—খিলধরা এবং স্নায়ুশূল প্রকৃতির হইলে ম্যাগনেসিয়া ফসের ন্যায় উপকারী দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়।

শূল বেদনা—শূল বেদনা পেট ফাঁপিয়া পঠে, রোগীকে উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে হয় (forcing patint to bend deuble) গরম উত্তাপে, ঘর্ষণে (rubbing) এবং জোরে চাপে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপশম হয় (কলোসিন্থ, প্লাম্বাম) কলোসিন্থের প্রধান বিশেষত্ব চাপিয়া ধরিলে যন্ত্রণা উপশম হয় আর ম্যাগনেসিয়াফসের প্রধান বিশেষত্ব উত্তাপ দিলে উপশম হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফস শিশুদিগের পেট কামড়ানিতে ক্যামোমিলা এবং কলোসিন্থের সমকক্ষ ঔষধ হইলেও কিন্তু শিশুদিগেতে ম্যাগনেসিয়া ফস অধিক ব্যবহার হয় না। ক্যামোমিলা এবং কলোসিন্থ অধিক প্রয়োগ হয়।

মুখমণ্ডলের এবং অক্ষি কোটরের স্নায়ুশূল—মুখ মণ্ডলের এবং অক্ষি কোটরের অধঃ কিংবা উর্দ্ধের (infra or supra orbital) স্নায়ু শূলের ম্যাগনেসিয়া ফস একটি প্রচলিত ঔষধ। দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া (intermittent) হয়, যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ অত্যন্ত ভীষণ। স্পর্শে, শীতল বাতাসে, চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

এক কথায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (Purely neuralgic) যে স্থানেই হউক যদি খিলধরা স্বভাবের (cramping) হয় ম্যাগনেসিয়া ফসেই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিতে হইবে।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাতে (occipital) আরম্ভ হইয়া সম্মুকদিকে রিস্তারিত হয়। (স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিসিয়া) এই প্রকার শিরঃপীড়া স্কুলের

বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠে, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে, কিংবা অত্যধিক পাঠে (hard study), ১০টা হইতে ১১টা কিংবা অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টায় বৃদ্ধি হয়। চাপে এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

অঙ্গুলীর পেশীর খিলধরা (Writer's cramp)—খিলধরা (cramps), অন্তঃসত্বা অবস্থায়, লেখকদিগের, হারমোনিয়াম কিংবা বেহালা বাদকদিগের হস্ত এবং পদের প্রান্তদেশের পেশীর খিল ধরে। লেখক লিখিতে লিখিতে, হারমোনিয়ম বাদক বাজাইতে বাজাইতে, অঙ্গুলির পেশী খিল ধরিয়া আরষ্ট হইয়া যায়, হস্ত আর চালনা করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ম্যাগনেসিয়া ফস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩× কিংবা ৬× চূর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণাকালীন উষ্ণ জলের সহিত পুনঃ পুনঃ ২০।৩০ মিনিট পর পর প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, শীতল বাতাসের ঝাপ্‌টায়, শীতল জলে স্নানে এবং স্পর্শে।

রোগের উপশম—উপুড় হইলে, গরমে, গরম উত্তাপে এবং চাপে।

বার্ব্বেরিস্ ভাল্‌গারিস্
(Berberis Vulgaris)

ইহা উদ্ভিজ্জাত ঔষধ। ইহার সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার সমুদয় কার্য্য মূত্রপিণ্ডে, মূত্রাশয়ী যন্ত্রে এবং যকৃতে কেন্দ্রিভূত হইয়াছে। ডাক্তার হিউজ যকৃতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে বলেন এবং মূত্র যন্ত্রে যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম হেতু প্রকাশ পায় (I am inclined to think that the hepatic is the primary action and that urinary symptoms are due to a change in the renal secretion secondary thereto)। কিন্তু ফ্যারিংটন বলেন—মূত্রপিণ্ডে, মূত্রাশয়েই ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায় এবং তৎপর যকৃতে ইহার কার্য্য দেখা দেয় (Berberis Vulgaris acts more on the kidneys and bladder than on any parts of the body, next to these the liver)। ইহাদের মতামত যাহাই হউক, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মূত্রপিণ্ড শূল এবং পিত্তশূল (Renal colic and Biliary colic) যন্ত্রণায় ইহা হোমিওপ্যাথিকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাম মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা বাম মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রনলী দিয়া মূত্রাশয়ে এবং মূত্রমার্গে বিস্তারিত হয় (ট্যাবেকাম। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড—লাইকোপোডিয়াম) (stitching, cutting pain from left kidney following course of ureter into bladder and urethra (Tab—Right kidney—Lyco).

২। মূত্রপিণ্ড শূল—বামপার্শ্বে (ট্যাবে) (Renal colic on left side)।

৩। মূত্রপিণ্ড এবং কটিপ্রদেশে সর্ব্বদা যন্ত্রণা, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, উপবেশনে, শয়নে, সামান্য ঝাঁকুনি ইত্যাদিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

৪। মূত্রপিণ্ডের রোগসহ বাত এবং গেঁটেবাত।

৫। পিত্তশূল—ভীষণ যন্ত্রণা তদসহ চক্ষুর শ্বেতাংশ ন্যাবাসদৃশ পীতবর্ণ। মল কর্দ্দমসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ।

৬। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে বুদ্‌বুদ্‌ যন্ত্রণা বোধ (Bubbling sensation in kidneys)।

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, গণ্ডদেশ চোপসান, চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত।

২। ভগন্দর এবং ভগন্দর অস্ত্র করার পর কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ (কেল ফস, সাইলিসিয়া)।

মূত্রপিণ্ড শূল—বার্ব্বেরিসে বাম মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় (ট্যাবেকাম), যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, বাম মূত্রপিণ্ডে আরম্ভ হইয়া মূত্র প্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে এবং মূত্রনলীতে শেষ হয় (ট্যাবেকাম। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড শূলে—লাইকোপোডিয়াম)। (Cutting pain from left kidney following course of ureter into bladder and urethra)। মূত্রপিণ্ডে চাপ দিলে রোগী যন্ত্রণা বোধ করে ইহা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। এতদ্ব্যতীত কটিদেশে টাটানি, আড়ষ্ট এবং খঞ্জভাব লাগিয়া থাকে, রোগী উপবেশন অবস্থা হইতে সহজে সোজা হইতে পারে না। কটিদেশের যন্ত্রণা উপবেশন কিংবা শয়নে বিশেষতঃ প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

কটিদেশের এবম্প্রকার আড়ষ্ট এবং অসাড়ভাব যন্ত্রণা সময় সময় জানুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মূত্রপিণ্ডে এবং কুটিদেশে টাটানি, জলন, নানা প্রকার যন্ত্রণা হয় কিন্তু মূত্রপিণ্ডে বুদ্‌বুদ্‌ যন্ত্রণা (bubbling sensation) বোধ হইতেছে বার্ব্বেরিসের একটি বিশেষ লক্ষণ (one very characteristic symptom is a bubbling sensation in the region of kidneys)। কটিদেশের এবম্প্রকার যন্ত্রণা অনেকটা রাসটক্সেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বার্ব্বেরিসে কটিদেশের যাহা কিছু যন্ত্রণা তদসমুদায়ই মূত্রপিণ্ডের (kidney) দোষ হইতে উদ্ভুত হয় এবং যন্ত্রণা সকল সময় অল্প বেশী লাগিয়া থাকে। রাসটক্সের যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে ও চাপে উপশম হয়। বার্ব্বেরিস চাপ সহ্য করিতে পারে না এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিসের মূত্রপিণ্ড শূলের যন্ত্রণা—যখন যন্ত্রণা অধিক হয়, গতির কিছু ঠিক থাকে না, মূত্রপিণ্ড হইতে সর্ব্বত্র উর্দ্ধে—নিম্নে এবং বস্তিকোটর প্রদেশে বিস্তারিত হয়, বস্তিকোটর প্রদেশ যন্ত্রণায় পূর্ণ হইয়া যায়। বার্ব্বেরিসকে মূত্রপিণ্ডের কিংবা মূত্রপ্রণালীর পাথরি রোগে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় (Berberis is an excellent remedy in case of stone in the pelvis of the kidney or in the ureter)। যন্ত্রণা তীরবিদ্ধবৎ ভীষণ হয়, রোগী শরীর সামান্যও সঞ্চালন করিতে পারে না, যন্ত্রণা যে পার্শ্বে সেই পার্শ্বে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, ইহাতে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। এতদসহ যদি যন্ত্রণা মূত্রপ্রণালী দিয়া নিম্নে পা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তাহা হইলে জানিবে বার্ব্বেরিস অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কোন ঔষধ নাই। প্রস্রাব ঘোলা এবং প্রচুর তলানি পড়ে, অল্প অল্প এবং ধীরে ধীরে নির্গত হয় ও প্রস্রাব কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া করিতে হয়, সহজে মোটা ধারে প্রস্রাব আসে না। মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং রোগী এই যন্ত্রণা সামান্য সঞ্চালন, এমনকি সামান্য ঝাঁকুনি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

পেরেইরা ব্রেভা (Pareira Brava)—ইহাতে যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে জানুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং রোগী হস্তপদে ভর দিয়া প্রস্রাব করে, নতুবা প্রস্রাব করিতে পারে না। ডাক্তার ক্লর্কী বার্ব্বেরিস প্রয়োগে যন্ত্রণা উপশম না হইলে পেরেইরা ব্রেভা মূল অরিষ্ট

উষ্ণ পরিশ্রুত জলের সহিত প্রতি ১৫ মিনিট পর পর সেবন করাইতে বলিয়াছেন।

ওসিমাম ক্যানাম—অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা। লোহিত বর্ণ প্রস্রাব, ইষ্টকচূর্ণবৎ লাল তলানিযুক্ত। ইহা ৩০ শক্তি প্রয়োগ করাও হয়, যন্ত্রণার সময় ১৫মিনিট পর পর দেওয়া উচিৎ। (মূত্রপিণ্ডশূলের ঔষধসমূহ ক্যাম্থারিসেদেখ)।

বাত (**Rheumatism**)—সন্ধিস্থলের বাতেও বার্ব্বেরিসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ ছিন্নবৎ যন্ত্রণা হয় এবং আক্রান্ত স্থানে বুদবুদ বোধ হয় (bubbling sensation)। প্রস্রাবের উল্লিখিত জ্বালা যন্ত্রণাদি লক্ষণসহ বাত অথবা গাউট থাকিলে বার্ব্বেরিস তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় ও উত্তম কার্য্য করে। বার্ব্বেরিসের বাতের যন্ত্রণা এক স্থানে কখনই থাকে না। যে স্থানেই হউক সেখান হইতে তাহার চারিপার্শ্বে অথবা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। স্থির হইয়া থাকুক কিংবা সঞ্চালন করুক তাহাতেও যন্ত্রণার বিশেষ কিছু হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হয় না। কখন কখন দেখা যায় সঞ্চালনে যন্ত্রণা সামান্য কিছু বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহা কদাচিত। (Burning, stinging, tearing, stitching, wandering pains are the main feature of Berberis. If it is the knee joint, they will go up and down and every way, if it is the finger joint, they will run in every direction. "Radiating from a particular point" is a distinguishing feature and it puts Berberis almost alone for radiating pains—Kent.) সময় সময় সন্ধিস্থল বাতে ফুলিয়াও উঠে, কিন্তু সন্ধিস্থলের স্ফীতি সকল সময় হয় না অথচ যন্ত্রণা সকল সময়ই বর্ত্তমান থাকে। বাতে বার্ব্বেরিস প্রয়োগ করিতে হইলে মূত্রপিণ্ডের কোন প্রকার রোগ আছে কি না অথবা মূত্রপিণ্ডশূলযন্ত্রণা হয় কি না ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মূত্রপিণ্ডের (kidney) রোগসহ বাত কিংবা গেঁটেবাত থাকিলেই বার্ব্বেরিস তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

আর্টিকা ইউরেন্স—গেঁটেবাত ধাতুগ্রস্থ লোকে। ইউরিক এসিড সমাবেশের সম্ভাবনায় আর্টিকা ইউরেন্স বার্ব্বেরিসের সমকক্ষ ঔষধ। আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পর দিবে।

মূত্রাশয় (Bladder)—মূত্রাশয় হইতে মূত্রপথে কর্ত্তনবৎ ভীষণ যন্ত্রণা বিস্তারিত হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগের পরও জ্বালা হয়। প্রস্রাবেও বিশেষত্ব রহিয়াছে, প্রস্রাব পীতবর্ণ, ঘোলা এবং ফেনা ফেনা। কখন কখন সাদা সাদা তলানি পড়ে, প্রস্রাবের এইরূপ লক্ষণের সহিত ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপিণ্ডের কিংবা মূত্রাশয়ের এবম্প্রকার লক্ষণের সহিত জরায়ু, নিম্নোদর কিংবা পেরিটোনিয়ামের অথবা শরীরের আর কোন স্থানের প্রদাহ থাকিলেও বার্ব্বেরিসকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না। রোগীর মুখ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় রোগী কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চুপসিয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

পিত্তশূল—যকৃতে ভীষণ যন্ত্রনা হয়। পিত্তশূল যন্ত্রণায়ও বার্ব্বেরিসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া নিম্নোদর হইয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। চক্ষু ন্যাবা রোগ সদৃশ হয়। মল কর্দ্দম সদৃশ কাল অথবা পিত্তহীন সাদা হয়। পিত্তশূল যন্ত্রণায় ডাঃ ইউনান সাহেব বার্ব্বেরিসকে অধিক প্রাধান্য দেন এবং ইহার ৬ষ্ঠক্রম অধিক পছন্দ করেন কিন্তু আমরা নিম্নক্রম ১× অধিক ব্যবহার করি। যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার অত্যন্ত ভীষণ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া গেলেও কিন্তু সম্পূর্ণ যায় না, কিছু কিছু লাগিয়া থাকে। যকৃতের কার্য্য উত্তমরূপ সম্পাদন হয় না।

ভগন্দর (Fistula in ano)—মলত্যাগে ভীষণ জ্বলন হয়, মনে হয় মলদ্বারের চারিপার্শ্বে যেন ক্ষত হইয়াছে। মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয়—এইরূপ লক্ষণে বার্ব্বেরিস ভগন্দরে নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাব—উল্লিখিত প্রকার প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণার সহিত শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাবের কষ্ট থাকিলে—বার্ব্বেরিসকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ—ভগন্দর অস্ত্র করার পর নালীক্ষত বন্ধ হইয়া কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ প্রকাশ পাইলে বার্ব্বেরিসের বিষয় চিন্তা করিবে (ক্যালফস, সাইলিসিয়া)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা নিম্নক্রম ১× এবং মূল অরিষ্ট অধিক প্রচলিত। যন্ত্রণার সময় পুনঃ পুনঃ প্রত্যেক ১৫ মিনিট এবং অর্দ্ধঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দেওয়া হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার হ্ইনান ষষ্ঠক্রম অধিক পছন্দ করেন।

সমগুণ ঔষধসমুহ—মূত্র পিত্তশূল যন্ত্রণায় ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়াম, সার্সাপ্যারিলা, ট্যাবেকাম।

বার্ব্বেরিস—বাতে আর্ণিকা, ব্রাইও, কেলিবাই, রাস এবং সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, হাটাহাটিতে, গাড়ী আরোহণে, হঠাৎ ঝাঁকি লাগিলে।

রুটা (Ruta)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রুটা গ্রেভিওলেনস (Ruta graveolens)। ইহা একপ্রকার গুল্ম বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্ক্রফিউলাস অস্থি অর্ব্বুদ (scrofulous, exostosis), অস্থি কিংবা অস্থি আবরণে আঘাত, অস্থি প্রদাহ, অস্থিভঙ্গ এবং বিশেষতঃ অস্থিচ্যুত (সিম্ফাইটাম)।

২। পড়িয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাত দরুণ আঘাত প্রাপ্ত হেতু সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা বিশেষভাবে হস্তপদে এবং সন্ধিস্থলে অধিক হয় (আর্ণিকা)।

৩। একস্থানে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে (রাসটক্স)।

৪। হস্তের মনি বন্ধ (wrist) কিংবা পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলের মচকানে অধিক উপযুক্ত।

৫। সূক্ষ্ম সূঁচের কার্য্য কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা পাঠে, ঘড়ি মেরামতে অল্প আলোতে কার্য্য হেতু, অধিক রাত্রি জাগিয়া পুস্তক পাঠে ইত্যাদি কারণবশতঃ চক্ষুর যন্ত্রণা এবং টাটানি।

৬। চক্ষু জ্বালা করে, যন্ত্রণা হয়, টান বোধ করে, অগ্নি গোলকের ন্যায় উত্তপ্ত হয়।

৭। মলমূত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে (prolupse of rectum, immediately on attemptng a passage)। সামান্য শরীর

সম্মুখদিকে অবনত করিলে, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের কোঁথানিতে হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগা দরুণ থাইসিস (মিলিফো)।

২। আঘাত লাগা দরুণ কোষ্ঠ কাঠিন্য কিংবা মল অবরুদ্ধ (আর্ণি)।

৩। মূত্রাশয় যেন সকল সময় মূত্রে পূর্ণ এইরূপ ভার বোধ। মূত্রত্যাগান্তেও ভার বোধ উপশম হয় না। মূত্রের বেগ ধারনে অক্ষম যদি মূত্রত্যাগ তখন না করে পরে মূত্রত্যাগ করিতে কষ্ট হয়—মূত্র স্বল্প সবুজ, অসারে।

৪। হস্তের চেটোয় আঁচিল, যন্ত্রণাযুক্ত। আঁচিল চ্যাপ্টা মস্থন (নেট্রাম কার্ব্ব, নেট্রাম মিউর। হস্তের পশ্চাতে ডালকামরা)।

৫। কটিদেশের যন্ত্রণা—কটিদেশ চাপদিয়া শয়নে উপশম।

আঘাত—রুটার প্রধান কার্য্য আমরা অস্থি এবং অস্থি আবরকে দেখিতে পাই—বিশেষতঃ আঘাতে। অস্থিতে আঘাত লাগিলে কিংবা আঘাত লাগিয়া প্রদাহ হইলে রুটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, অস্থিতে ইহার প্রধান কার্য্য থাকিলেও কিন্তু যে স্থলের অস্থির চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা যেমন পদদ্বয়ের লম্বা অস্থি (tibia) সেইরূপ স্থলে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়—(periosteal trouble where the flesh is thiu over the bone, over the tibia)। আঘাত লাগিয়া টাটানি ধীরে ধীরে হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সময় দেখিতে পাওয়ায় যায়—সেই স্থানের (আঘাত প্রাপ্ত স্থান) অস্থি পুরু হইয়া গুল্ম সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহাতেও রুটা নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার অস্থিগুল্ম শীঘ্র যায় না, অনেক দিন থাকে—(A lump in the periosteum that has existed for months or year, sensative and sore and nodular, as a result of a blow stick or a hammer or from bumping the shin bone)। যাহারা কাঠ চেড়াই করে, কিংবা প্রস্তর ভাঙ্গে ক্রমাগত শক্ত জিনিষ হাতে মুঠা

করিয়া ধরিয়া কাজ করার দরুণ হস্তের চেটোর টিসু সমাবেশ হইয়া ঢিব্‌লি সদৃশ আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্থলেও রুটাকে চিন্তা করিবে। রুটাতে দেখিতে পাওয়া যায় হস্তের মনিরবন্ধ অর্থাৎ কব্জি (wrist) এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থল অধিক আক্রান্ত হয় এবং এতদস্থলের প্রদাহে কিংবা অস্থিগুল্মে রুটাকে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া হয়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (tendency to the formation of deposits in the periosteum, in bone, in tendons, about joints. The special location is in the wrist, bursa and nodules form in this part)। আঘাত ব্যতীতও কোন স্থানের পেশী বন্ধনী (tendons) মচকাইয়া কিংবা টান লাগিয়া প্রদাহ হইয়া উক্ত প্রকার গুল্ম প্রকাশ পাইলেও রুটাকে চিন্তা করিবে।

বাত এবং মচকান (**Rheumatism and sprain**)—রুটা বাতে প্রায়ই ব্যবহার হয়, ইহাতে অনেকটা রাসটক্সের লক্ষণ প্রকাশ থাকে, উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, বৃষ্টি বাদলাতে, ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডাস্থানে শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উভয় ঔষধই স্থির ভাবে শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কটিদেশের অস্থিতে (vertebra) ভীষণ যন্ত্রণা হয়—মনে হয় যেন কেহ আঘাত করিয়াছে। পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিলে এবং উক্তস্থানে যন্ত্রণা হইলে, hamstrings সঙ্কুচিত হইলে এবং তদহেতু পদদ্বয় বিস্তারিত করিতে না পরিলে রুটাকেই চিন্তা করিবে। হস্তের মনিবন্ধে কিংবা পায়ের গোড়ালির বাতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রুটার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমগুণ ঔষধ—আর্ণিকা, রাসটক্স, কেলকেরিয়া ফস ইত্যাদিকেও স্মরণ করিবে। মচকাইয়া পেশী বন্ধনীতে গুল্ম সদৃশ স্ফীতি প্রাকাশ পাইলে আর্ণিকাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ জানবে। মচকাইয়া সেই স্থানের আংশিক পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পাইতে পারে।

রুটাতে এতদ্ব্যতীত শারীরিক দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পায়—চেয়ার হইতে উঠিতে পদদ্বয়ে বল পায় না। রোগীর পদদ্বয় কাঁপতে থাকে এবং অনেক চেষ্টা করিয়া উঠিতে হয়। ফসফরাস এবং কোনায়মকে এই প্রকার স্থলে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু রুটা এবং ফস্‌ফরাসে শীতল জল পানের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে।

স্নায়ুশূল এবং কটিবাত—রুটাতে দেখিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রণা শয়নে বৃদ্ধি হয়—যন্ত্রণা স্নায়ুশূলবৎ অত্যন্ত ভীষণ হয়। পুরাতন স্নায়ুশূল যন্ত্রণা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, চক্ষুর চারিপার্শ্বের, মুখমণ্ডলের অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়। কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণাতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ হইয়া জানু দেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। দিনের বেলায় উপশম থাকে, রাত্রিতে শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হয়। ন্যাফালিয়াম স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার যন্ত্রণাও শয়নে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু এবং শিরঃপীড়া—চক্ষুর পেশীর উপর রুটার কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য কিংবা সূক্ষ্ম লেখা পড়িতে কিংবা কোন সূক্ষ্ম কার্য্য করিতে চক্ষুতে টান পড়িয়া যন্ত্রণা হইলে (eye strain) রুটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—এতদ কারণবশতঃ (overstraining) চক্ষু লাল এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় জ্বালাকরে ও শিরঃপীড়া হয়। একদিকে অধিকক্ষণ তাকাইতে পারে না, পড়াশুনা করিতে পারে না। There is no remedy oftener useful for eye-straim from close study, sewing etc, than Ruta)। ডাক্তার ন্যাস চক্ষুর এতদ রোগে রুটাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন।

রুটার সমকক্ষ আর দুইটি ঔষধকে ইহার সহিত আমাদের স্মরণ হয়। একটি হইতেছে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম এবং অপরটি হইতেছে নেট্রাম মিউর। রুটার সমুদয় লক্ষণ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম হয় আর আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম হয়, ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়। কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচনে ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্জেণ্টামে চক্ষুর কষ্ট উপশম না হইলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই সমুদয় ঔষধে রোগের উপশম না হইলে ওনসমোডিয়ামের (Onos modium) বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। কোন কোন গ্রন্থকার চক্ষুর টানের জন্য (for over strain) শিরঃপীড়ায় ইহাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। রুটার চক্ষুর রোগে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া প্রদাহ, জ্বালা ইত্যাদি হইলেই

ইহা উত্তম কার্য্য করিবে, ঠাণ্ডা লাগি হইলে রুটার কোন প্রকার কার্য্য পাওয়া যাইবে না। যদি একজন স্ত্রীলোকের অনেকক্ষণ যাবৎ সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য করিয়া চক্ষুর পীড়া হয়, রুটাই সে স্থলে কার্য্য করিবে। (If a woman strains her eyes from long sewing on fine work, and the balls feel like fire, she needs Ruta)।

রুটার চক্ষুর কষ্ট সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর নানা প্রকার কষ্ট হয় চক্ষু জ্বালা করে, ব্যথা করে, দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়। অল্প আলোতে কার্য্য করিয়া চক্ষুর strain বশতঃ শিরঃপীড়া, দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, চক্ষুর তীর্য্যক দৃষ্টি ইত্যাদি হইলে রুটাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে।

গুহ্যনির্গমন (**Prolapsus of Rectum**) **এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য**—গুহ্যনির্গমনে রুটাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মল মূত্র ত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই (immediately on attempting a passage). শরীর সম্মুখভাগে সামান্য অবনত করিলে ভারী জিনিষ উত্তোলনে, মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিস্ফল চেষ্টায় হারিশ (rectum) বহির্গত হইয়া পড়ে (ইগ্নেসিয়া)। কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত গুহ্যনির্গমন রুটার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা হয়, অথচ মল নির্গত না হইয়া হারিশ নির্গমন হয়।

পডফাইলাম—গুহ্যনির্গমনের পডফাইলামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু পডফাইলামে উদরাময় বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। উদরাময়সহ গুহ্যনির্গমনে পডফাইলামকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

মিউরেটিক এসিড—মূত্রত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত হইয় পড়ে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব—হারিশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—মলত্যাগকালীন সামান্য কোঁথানিতে, শরীর সম্মুখদিকে অবনত করিলে, অথবা কোন ভারি জিনিষ উত্তোলনে হারিশ বহির্গত হয় কিন্তু মল তরল হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগ বিধি -

ডাইলিউসন—আমরা ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তিই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং এই প্রকার শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

অনুপূরক—ক্যালকেরিয়া ফস।

সমগুণঔষধসমূহ—আর্ণিকা, আর্জেণ্টাম নাই, কোনায়াম, ইউফ্রেসিয়া, ফাইটোলেক্কা, রাসটক্স, সিম্ফাইটাম। আর্ণিকার পর সন্ধিস্থলের আঘাত, সিম্ফাইটামের পর অস্থির আঘাতে রুটা শীঘ্র উপশম করে।

বোরাক্স (Borax)

ইহার সম্পূর্ণ নাম বোরাক্স ভেনেটা। বাঙ্গলা নাম সোহাগা।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিম্নাভিমুখীন গতিতে আতঙ্ক (dread of downward motion)। মাতৃক্রোড় হইতে কিংবা উপর হইতে নিচে কিংবা দোলায় দোলাইলে শিশু ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং জড়াইয়া ধরে।

২। অত্যন্ত স্নায়বীক—অতি সহজেই সামান্ত গোলমালে, এমনকি কাগজের ছেঁড়ার শব্দে, কাশি, হাঁসি ইত্যাদিতে চমকাইয়া উঠে।

৩। মুখগহ্বরে, জিহ্বায়, গণ্ডদেশের অভ্যন্তর প্রদেশে ঘা হয়, খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শে সহজেই রক্ত নিঃসৃত হয়। শিশু মুখের ঘা হেতু স্তন মুখে দিতে চায় না। মুখ গহ্বর উষ্ণ, শুষ্ক এবং পিপাসাযুক্ত (আর্স)।

৪। শিশু পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগ করে মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (লাইকো, সার্সা, স্যানিকিউলা)।

৫। শ্বেতপ্রদর—সাদা প্রচুর এলবিউমেন অথবা সিদ্ধ করা ময়দা সদৃশ, স্পর্শে উষ্ণ বোধহয়—যেন উষ্ণ জল বহিয়া আসিতেছে।

সাধারণ লক্ষণ

১। অক্ষি পুটের লোম শুষ্ক চটচটে স্রাবে প্রাতে জুড়িয়া যায়। লোমগুলি ভিতর দিকে বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করে।

২। নাসারন্ধ্র প্রদাহযুক্ত মামড়ি পূর্ণ, নাসিকাগ্র চকচকে লালবর্ণ। যুবতী বালিকাদিগের লাল নাসিকা (Red nose of young women)।

৩। সামান্য ক্ষত হইলেই পুঁজের সঞ্চার হয় (হেপার, মার্কসল, সাইলি)।

মুখের ঘা এবং বোরাক্স—শিশুদিগের মুখের ঘায়ে ইহার ব্যবহার দেখিয়া থাকিবে, সোহাগার খই করিয়া এবং তাহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিকেও ইহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। বোরাক্স শিশুদিগের মুখের ঘায়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—শিশুর মুখের ভিতরে, জিহ্বায়, গণ্ডদেশের প্রাচীরে অর্থাৎ মুখগহ্বরের সমুদায় স্থান লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘায়ে ভরিয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য কিংবা কোন জিনিষের স্পর্শ লাগিলেই রক্ত নির্গত হয়, এতদহেতু শিশু মাতার স্তন পান করিতে পারে না। শিশুর মুখ গহ্বর উষ্ণ থাকে, স্তন মুখে দিলেই জননী ইহা বেশ অনুভব করিতে পারেন। মুখের ক্ষত ক্রমশঃ গলদেশ এবং এমনকি পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এতদহেতু অনেক সময় দুগ্ধ পান করার পর মুহূর্ত্তেই শিশু বমন করিয়া ফেলে। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—শিশুদিগের মুখের ঘায়ে কথায় কথায় সোহাগার প্রলেপ যেন দেওয়া না হয়—অধিক বাহ্যিক প্রয়োগে শিশুর উদরাময় উৎপন্ন করে এবং শিশু ফ্যাকাসে ও নিস্তেজ হইয়া আইসে বোরাক্সে মুখের ঘায়ের সহিত নিম্নাভিমুখীন গতিতে শিশুর মনে ভীতি সঞ্চার হয় কি না এবং শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ উদরাময় বর্ত্তমান আছে কি না অনুসন্ধান করিবে এই দুইটি লক্ষণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। মুখের ঘায়ের দরুণ শিশুর পাকস্থলীর উপসর্গও উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা বমন করিতে থাকে। বোরাক্সের ধাতুগত লক্ষণ (নিম্নাভিমুখীন গতিতে রোগের বৃদ্ধি) বিশেষ পরিজ্ঞাপক ইহার উপরই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে। কেবল মুখের ঘা শুনিলে আমরা অন্য ঔষধও চিন্তা করিতে পারি—কিন্তু মুখের ঘায়ের সহিত নিম্নাভিমুখীন গতিতে রোগের বৃদ্ধি (dread of downward motion) থাকিলে বোরাক্সকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

বোরাক্সের কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের উপরই অধিক প্রকাশিত হয়—রোগী অত্যন্ত অধিকরূপ স্নায়বীক সামান্য গোলমালেই কিংবা শব্দতেই এমন কি, কাশি হাঁচি, কাগজ ছেঁড়া ইত্যাদিতেই চমকাইয়া জাগিয়া উঠে, (sensativeness to everything are prominent in Borax)। গোলমালের শব্দে চমকাইয়া ওঠা যদিও বেলেডোনা, এপিস, এবং সিনার লক্ষণ বটে কিন্তু বোরাক্সই ইহার একটি প্রধান ঔষধ। ইহা ব্যতীত একটি অদ্ভুত লক্ষণ বোরাক্সে প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে নিম্নাভিমুখীন গতিতে পড়িয়া যাইবার ভয় (fear of falling, from downward motion—Gels, Sanicula)। ইহা বোরাক্সের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। শিশু হয়ত মাতার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে ক্রোড় হইতে শয্যায় রাখিতে গেলেই কিংবা শিশুকে উপর হইতে নিচে লইয়া আসিবার কালীন শিশু ভীত হইয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং মাতাকে ভয়ে জড়সড় হইয়া জড়াইয়া ধরে যেন পড়িয়া যাইবে। (The child will scream and cling to the nurse as long as the downward motion continues) এই লক্ষণটি এত অধিক পরিজ্ঞাপক যে বোরাক্সের প্রায় সমুদায় উপসর্গতেই বর্ত্তমান থাকে।

নাড়াচাড়াই শিশুর জাগিয়া উঠিবার কারণ বলিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন কিন্তু এইস্থলে ইহা মনে করা ভ্রম। শিশু নাড়াচাড়াতে জাগিয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু ভীত এস্ত হইবার কি কারণ হইতে পারে? মস্তিষ্কের রক্তহীনতাই (cerebral anaemia) হইতেছে ইহার প্রধান কারন এবং তদহেতু নিম্নাভিমুখীন গতিতে পড়িয়া যাইব আতঙ্ক শিশুতে উৎপন্ন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে—কিন্তু সুস্থ স্বাস্থ্যে প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ কোনপ্রকার রোগ জনিত দুর্ব্বল অবস্থার পর ইহা উপস্থিত হয় এবং তদহেতু উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতে হইলে পড়িয়া যাইব পড়িয়া যাইব এই প্রকার আতঙ্ক এবং মনে অত্যন্ত চঞ্চলতা উপস্থিত হয়।

শিশুর উক্তপ্রকার মুখ ক্ষতের সহিত চেহারাও খারাপ হইয়া আইসে—শরীর রক্তহীন ক্যাকাসে কিংবা মৃত্তিকাবৎ হয় এবং পেশীসমূহ কোমল থলথলে (flabby) শিথিল ভাব প্রাপ্ত হয়।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও মুখক্ষতে প্রয়োগ হয়। ইহার মুখক্ষতের সহিত লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও শিশু মুখ গহ্বরের অত্যন্ত শুষ্কতা হেতু স্তন মুখে দেয় না—কিন্তু মুখ ভিজিয়া উঠিলে স্তন পান করে।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা (Dysuria)—বোরাক্সে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে মূত্রত্যাগের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে শিশু কাঁদিয়া ওঠে (child cries before urinating)। প্রস্রাব উষ্ণ এবং তীব্র গন্ধযুক্ত, তদহেতু শিশু মূত্র পথে যন্ত্রণা বোধ করে। এইপ্রকার মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কাঁদিয়া ওঠা লাইকোপোডিয়াম এবং সার্সাপ্যারিলাতেও রহিয়াছে কিন্তু ইহারা উভয়ই পাথরি রোগে অধিক ব্যবহার হয়। লাইকোপোডিয়ামে মূত্রের সহিত লাল বালুকাকণা আর সার্সাপ্যারিলাতে সাদা বালুকাকণা তলানি পড়ে।

উদরাময়—বোরাক্স কেবল উদরাময়ে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। স্নায়বীক ধাতুগত লক্ষণ অথবা মুখের ঘায়ের সহিত উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মল সবুজ হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত এবং পুনঃ পুনঃ হয়। এতদ্ব্যতীত কখন কখন পীত বর্ণ কাদা কাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মলও হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রায়ই পেটে শূল যন্ত্রণা হয় এবং শিশু কাঁদিতে থাকে, অনেক সময় থাকেও না। বোরাক্সের মল যে প্রকারেরই হউক শ্লেষ্মা থাকা চাই।

অক্ষিপুট—অক্ষিপুটে ইহার যথেষ্ট কার্য্য আছে। অক্ষিপুটের লোমগুলি (eyelashes) শুষ্ক চট্‌চটে রসে প্রাতে জড়াইয়া যায় এবং চক্ষুর ভিতর দিকে প্রবেশ করে ও তদহেতু চক্ষুতে বিশেষভাবে বাহির দিকের কোনে (outer canthus) প্রদাহ উৎপন্ন হয়। চক্ষুর এইপ্রকার লক্ষণে অনেক সময় গ্র্যাফাইটিসও নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর ভিতরে বিশেষ কাজ দেখা যায় না বিশেষ ভাবে চক্ষুর পাতার ধারে ধারে প্রদাহ হয়। (soreness especially marked along the borders of the lids.

নাসিকা—নাসিকাতেও বোরাক্সের কার্য্য বিস্তারিত হয়। নাসারন্ধ্রে ঘা হয়। ধারগুলি চির খাইয়া যায় এবং মামড়ি পড়ে ইহা ব্যতীত নাসিকায় অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং নাসিকারন্ধ্র প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেত প্রদরের বোরাক্স একটি উপযুক্ত ঔষধ। স্রাব প্রচুর তরল এবং উষ্ণ, দেখিতে পরিষ্কার এলবিউমেন অথবা সিদ্ধ করা ময়দা সদৃশ। যে স্থানে স্পর্শ লাগে, গরম বোধ হয় যেন গরম জল গড়াইয়া যাইতেছে।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্মরোগেও বোরাক্সের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। কোন স্থান সামান্য কাটিয়া গেলে কিংবা ছড়িয়া গেলে শীঘ্রই তাহাতে পূঁজ সঞ্চার হয় (হেপার, গ্র্যাফাইটিস্) সর্ব্বত্রই চুলকানি হয় বিশেষভাবে অঙ্গুলির পশ্চাদ্দিকে অধিক হয়। (নেট্রাম কার্ব্ব)। অঙ্গুলির সংযোগ স্থলের চর্ম্মরোগে সিপিয়াই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ (The best remedy we have for these small ulcers about the joints is Sepia).

বিসর্প (**Erysepelas**)—মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ গণ্ডদেশের বিসর্প রোগের বোরাক্স একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু এই ঔষধের বিসর্পের বিশেষত্ব যে মুখমণ্ডলে যেন মাকড়সার জাল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ুর উপরও বোরাক্সের কার্য্য দেখা যায়। ডাক্তার পেরেরিয়া বলেন—রজঃকৃচ্ছ্র লাঘব করিতে, সহজে সন্তান প্রসব করাইতে এবং রজঃস্রাব আনয়ন করিতে বোরাক্সের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে কিন্তু ডাক্তার হিউজ বলেন—ইদানীং উক্ত প্রকার অবস্থায় বোরাক্সের আর ব্যবহার দেখা যায় না, এক প্রকার সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার শ্রেটার বোরাক্স প্রয়োগে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরও শীঘ্র অন্তঃসত্বাবস্থা উৎপন্ন হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫ জন স্ত্রীলোকে বোরাক্সের উক্ত প্রকার কার্য্য আমি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একজনের ক্ষয়কারক প্রদর স্রাব (acrid leucorrhœa) হেতু ১৪ বৎসর যাবৎ বন্ধ্যা ছিল, বোরাক্স সেবনে অন্তঃসত্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রদরও অনেকটা হ্রাস হয়। ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার মিডলটন সাহেব তিনিও তাহার অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক গ্রেণ করিয়া বোরাক্স সেবন করাইতেন।

(Dr. Schreter speaks of ready conception having been observed in five women under its use and mention one case

where a woman who had been sterile fourteen years on account of an acrid leucorrhœa, after other remedies at last took Borax whereupon she became pregnant and the leucorrhœa improved. Dr. Middleton of Philadelphia reports a similar experience in several cases of Dysmenorrhœa radically cured by it.)

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬×, ৬, ৩০, অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ ২০০ শক্তিও ব্যবহার করে।

রোগের বৃদ্ধি—নিম্নাভিমুখীন গতিতে (downward motion), হঠাৎ সামান্য শব্দে, গোলমালে এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে।

রোগের উপশম—চাপে, যন্ত্রণাস্থান হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে।

এনাকার্ডিয়াম (Anacardium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টালিস (Anacardium Orientalis)। ইহা ভেলা নামক ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। ভেলার বীজ চূর্ণ করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। হঠাৎ স্মরণশক্তি হ্রাস হয়। সকল বিষয়েই যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়। স্মরণশক্তিহীনতাবশতঃ রোগী কোন কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে না।

২। শিরঃপীড়া—আহারে সম্পূর্ণ উপশম হয় (সোরি)।

৩। পাকাশয়শূল অথবা যন্ত্রণা—খালি পেটে বৃদ্ধি, আহারে উপশম হয়।

৪। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা হ্রাস হয়। মনে হয় যেন মলদ্বার কার্য্যশূন্য হইয়া গিয়াছে।

৫। মনে করে তুইটি ইচ্ছা তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে (feels as though he had two wills, one commanding him to do what the other forbids).

৬। আহারে রোগের লক্ষণসমূহের উপশম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। পথে চলিবার সময় মনে করে কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

২। অত্যন্ত সন্দেহচিত্ত, কাহাকেও, এমন কি নিজেকেও বিশ্বাস করে না।

৩। অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ—গুরুতর বিষয়ে হাসিতে থাকে আবার হাসিবার বিষয়ে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত অদ্ভুত। মন অতিশয় দুর্ব্বল, স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কোন বিষয়ে মনে রাখিতে পারে না। পথে যাইতে যাইতে পথ ভুলিয়া যায়, সকল সময় মনে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে যেন দুইটি ইচ্ছা মস্তিষ্কে চাপিয়া আছে। একটি বলিতে থাকে এই দিকে চল কিংবা এই কার্য্য কর, আর একটি ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে চায়। রোগী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, কোন মীমাংসায় আসিতে পারে না। নিজের এবং অপরের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় (হাইওসিয়ামাস)। পথে ভ্রমণকালীন মনে করে কেহ যেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। স্মরণশক্তির হ্রাসের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহেরও দুর্ব্বলতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। গুরুতর বিষয়ে হাসিতে থাকে আবার হাসিবার বিষয়ে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, ভ্রমে অবাস্তর বস্তু দর্শন করে, ভূত পিশাচ দেখে। রোগী স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতাহেতু কোন কাজ করিতে পারে না, মন সকল সময় গোলমাল হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মন কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, বিদ্বেষ, অসৎভাবের দিকে ধাবিত হয়। এনাকার্ডিয়াম সচরাচর স্নায়ুপ্রধান রোগীতে, যেমন—Nervous dyspepsia আহারে উপশম, স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, এই প্রকার লোকদিগেতে অধিক কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া—রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালীন এবং নিদ্রায় নিমগ্ন হইবার সময়, সঞ্চালনে এবং কাজকর্ম্মে বৃদ্ধি হয়, আহারে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

পাকাশয় শূলযন্ত্রণা—পেট খালি হইলেই পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, অপর কিছু আহার করিলেই উপশম হয়। পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম এনাকার্ডিয়ামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নাক্সভমিকায় আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পরিপাক ক্রিয়া শেষ না হয় ততক্ষণই যন্ত্রণা হইতে থাকে তৎপর যন্ত্রণা উপশম হয় কিন্তু এনাকার্ডিয়ামে ইহার বিপরীত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক শেষ হইবার

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে অর্থাৎ আহার করিবামাত্র যন্ত্রণা উপশম হয়। এনাকার্ডিয়ামে সচরাচর ইহাই দেখা যায়—রোগের লক্ষণসমূহ আহারে হ্রাস হয় (symptoms disappears while eating—Kali P. Psori).

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা চলিয়া যায় এবং মলত্যাগ হয় না।

কুষ্ঠ রোগ—কুষ্ঠ রোগেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহা ব্যবহার করিয়া দুইটি রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। আমি ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে দুইটি শ্বেতকুষ্ঠ রোগীতে বেশ উপকার পাইয়াছি। আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেভাম (Arsenicum Sulfuratum Flavum) এই ঔষধটিও শ্বেতকুষ্ঠে (Leucoderma) ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—আমি ২০০ শক্তি সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেকে নিম্নক্রমের অধিক পক্ষপাতী।

এনাকার্ডিয়াম—লাইকোপোডিয়াম এবং পালসেটিলার পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ জলের স্পর্শে।

রোগের উপশম—আহারে।

রোগীর বিবরণ

ডাক্তার ন্যাস লিখিত একটি রোগীর বিবরণ তুলিয়া দিলাম :—

১৮৯৯ সালে আমি একটি রোগী দেখিতে যাই, রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ৩২ বৎসর হইবে, তিনটি সন্তানের মাতা। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখমণ্ডলের চেহারা রোগযুক্ত এবং ঈষৎ পীতাভ। প্রায়

২ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার তাহার কৃষ্ণবর্ণ কফি গুড়ার মত বমন চিকিৎসা করিয়াছিলাম। আর্সেনিক এলবাম ৪০ এম ডাইলিউসনে তাহা আরোগ্য হইয়াছিল কিন্তু বমন আরোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ অল্প বর্ত্তমান ছিল। এবার যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, যন্ত্রণা পেট খালি অবস্থায় অধিক হইত আবার আহার করিলেই উপশম হইত। আর্সেনিকে একবার উপকার হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়া পুনরায় আর্সেনিক প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিতে যন্ত্রণা উপশমের জন্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া ২ বার আহার করিত। যাহা বমন হইত তাহা দেখিতে কাল কফি গুঁড়ার মত। স্ত্রীলোকটির কন্যার স্তনের ক্যানসার রোগে অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এই কারণবশতঃ পাকস্থলীতে ক্যানসার হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিল। আহারে যন্ত্রণার উপশম এই লক্ষণটি ধরিয়া এনাকার্ডিয়াম প্রয়োগ করায় রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠে এবং তদবধি আর যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই।

২। জনৈক ওভারসিয়ারের কন্যার শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতকুষ্ঠ প্রকাশ পায়, সর্ব্বদা শরীরে কাপড় থাকায় জানিতে পারা যাইত না। আমার চিকিৎসার উপর তাহার অতিশয় বিশ্বাস ছিল। কন্যার এই রোগের বিষয় আমাকে বলেন এবং ঔষধ চাহেন। আমি বলিলাম—"ইহা বোধ হয় আরোগ্য হইবে না, বৃথা চেষ্টা করা।" তিনি ঔষধের জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করেন, আমি তাহাকে অনিশ্চিতের সহিত এনাকার্ডিয়াম মূল অরিষ্ট অর্দ্ধ ড্রাম এক আউন্স অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রত্যহ দুইবার ১৫ মিনিট করিয়া প্রলেপ করিতে দিলাম এবং উক্ত ঔষধের ২০০ শক্তি ১০ দিন পর পর একবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম। তিনি প্রায় ৩ মাস পর আসিয়া বলিলেন—অনেক উপকার হইয়াছে দাগগুলি প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি এই স্থান হইতে বদলি হইয়া যাওয়ার আর কোন সংবাদ পাই নাই। ইহা ব্যতীত আর একটি বালিকার চক্ষুর নিম্নে ক্ষুদ্র একটি সিকির ন্যায় শ্বেতকুষ্ঠ হয় তাহা উক্তরূপ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

গ্লোনয়ন (Glonoin G L = Glycerine, O = Oxygen, N = Nitrogen)

এলোপ্যাথিকে এই ঔষধটি নাইট্রো গ্লিসিরিন (Nitro-glycerine) নামে পরিচিত এবং স্ফোটনশীল (explosive) উপাদানের জন্য বিখ্যাত। ডিনামাইট ইত্যাদি প্রস্তুতে ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা গ্লিসিরিন নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড এই তিনটি বস্তুর মিশ্রনে প্রস্তুত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হেরিং নিজের এবং অপরের শরীরে এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডাজিয়ন (Dr. Dudgeon) আরও লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সন্নিবিষ্ট করেন।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা, সমুদয় রক্ত যেন মস্তকে উঠিয়া যায়। কপালের ধমনীসমূহ দপদপ করিতে থাকে এবং দপদপানি যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়। রোগীর মস্তক নাড়াইতে পারে না। এত অধিক যন্ত্রণা হয়, মনে হয় ধমনী সমূহ ফাটিয়া রক্ত ছুটিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে।

৩। মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়।

৩। অগ্নির উত্তাপের নিকট কিংবা আলোর নিম্নে কাজকরা বশতঃ শিরঃপীড়া হয়, শিরঃপীড়া সূর্য্যোদয়ের সহিত বৃদ্ধি এবং সূর্য্যাস্তের সহিত হ্রাস হয়, উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, যেন মস্তিষ্কের খুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অত্যধিক সূর্য্যের উত্তাপে অথবা রক্তাধিক্যবশতঃ সর্দ্দিগর্ম্মি।

৫। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ কিংবা বিলম্বে, মস্তক রক্তাধিক্য হইয়া ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শিরঃপীড়া হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। কপালের পার্শ্বস্থ ধমনীর দপদপানি যন্ত্রণার সহিত ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ করে। রক্ত হৃৎপিণ্ডে অতি দ্রুত ধাবিত হয়।

২। দন্তোদ্গমকালীন মস্তকের রক্তাধিক্যবশতঃ শিশুর তরকা অথবা মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ঔষধটির কার্য্য এত তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত যে এই প্রকার দ্বিতীয় আর একটি দ্রুত কার্য্যকারী ঔষধ কিছু আছে কি না সন্দেহজনক। মূল আরকের সামান্য এক বিন্দু জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার কার্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সমস্ত শরীরময় এক প্রকার দপদপানি অনুভূতি হইতে থাকে কিন্তু মস্তকেই ইহা অত্যন্ত অধিক প্রবল। দপদপানি এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে মনে হয় সমস্ত মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, গ্রীবার সঙ্কোচন এবং মূর্চ্ছার উপক্রম আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইহার কার্য্য কি প্রকার ভীষণ ও দ্রুত তাহা ডাক্তার ডাজিয়নের (Dr. Dudgeon) লিখিত একটি রোগীর বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—"একটি সুস্থ ব্যক্তি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সুগার মিল্কে এক ফোঁটা গ্লোনয়ন ১× সেবন করেন সেবনের অর্দ্ধ মিনিট পরই কপালর এক পার্শ্বের শিরায় যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল কিছুক্ষণ পর উভয় শিরাতেই অত্যন্ত অধিকরূপ দপ-দপানি আরম্ভ হইল, ইহার কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল নাড়ীর গতিও ৬০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত জোরে এবং দ্রুতভাবে চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় দুই এক মিনিট পর সামুদ্রিক বমির ভাব এবং অল্প অল্প মস্তক ঘূর্ণন দেখা দিল কিন্তু কপালের দপদপানি যন্ত্রণা

১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর লোকটি অনেকটা সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মস্তক ঘূর্ণন এবং ঝিমঝিমাও অনেকটা কমিয়া আসিল কিন্তু ঔষধ সেবনের প্রায় ৪৫ মিনিট পর লোকটি দ্রুতভাবে উপর তলায় উঠার দরুণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলি অত্যন্ত ভীষণরূপে পুনরায় আসিয়া দেখা দিল। আবার কয়েক মিনিট পর যদিও সমস্তই উপশম হইল বটে, কিন্তু সামান্য বমনভাব এবং কপালের বেদনা রহিয়াই গেল।" রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকার সময় কিঞ্চিৎ আহারের পর বমির ভাবও কাটিয়া গেল কিন্তু কপালের যন্ত্রণা সেই প্রকার অবস্থাতেই রহিয়া গেল এবং দেখা গেল যন্ত্রণা অতি সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হইতেছিল। রাত্রি যখন ১২ টা তখন লোকটি নিদ্রা যায় এবং নিদ্রা ভালই হয়। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পরও কপালে যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপশম হয় নাই দেখা গেল এবং এই ভাবে তৎপরদিন ৮ টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিল না। উপরের লিখিত রোগীটির বর্ণনা হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে গ্লোনয়ন শিরঃপীড়ার একটি মহৌষধ কারণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোকটির কপালের দপদপানি সুনিদ্রা হওয়া সত্বেও উপশম হয় নাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে ইহার কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত এবং ভীষণ—(It acts very quickly and very violently)। গ্লোনয়নের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে মস্তকের যন্ত্রণা এবং রক্তের সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অত্যন্ত আচম্বিৎ এবং ভীষণ (A tendency to sudden and violent irregularities of the circulation)। গ্লোনয়নের এইরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়াই ডাক্তার হ্যাস যাহারা হোমিও-প্যাথিক ঔষধের প্রতি বিদ্রূপ করিতেন তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা এক শিশি গ্লোনয়ন ১× পকেটে লইয়া বেড়াইতেন। একবার একটি অল্প বয়স্ক রমণী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিদ্রূপ করিতেছিলেন। তাঁহার জিহ্বায় এক ফোঁটা গ্লোনয়ন দেওয়া সত্বেও কিছুই হয় নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন কিন্তু তিনি যেমনি দাঁড়াইয়াছেন অমনি মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন যদ্যপি তাহাকে ডাক্তার হ্যাস সাহেব না ধরিতেন, তাহা হইলে পড়িয়াই যাইতেন। তদবধি আর কেহই তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতার ক্ষমতার বিষয়

আর কিছুই বলেন নাই—(I used in my early practice, to carry a small vial of the dilution in my pocket case on purpose for those who were inclined to sneer at the young doctor and his sweet medicine and many a disbeliever have I convinced in about five or ten minutes, that there might be power in small sweet medicines by dropping in the tongue a drop of this preparation, for it seldom failed to produce its characteristic throbbing headache within that time. One lady, not willing to acknowledge that it affected her, rose to leave the room and fainted and would have fallen in the floor if I had not caught her. No one ever asked after that experiment for any more proof of the power of Homœopathic medicine. Dr. Nash.)

শিরঃপীড়া এবং সর্দ্দিগর্ম্মি—রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার অসামঞ্জস্যতা সর্ব্বপ্রথমেই মস্তকের দপদপানি যন্ত্রণাতেই প্রকাশ পায় এবং ইহাই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। যন্ত্রণা সমুদায় মস্তক ব্যপীয়াই কিংবা কেবল কপালে কিংবা তালুতে কিংবা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে কিংবা মস্তকের যে কোন অংশেতেও হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত দপদপানি স্বভাবের ইহা স্মরণ রাখিবে। দপদপানি কেবল যে অনুভূতি মাত্র হয় তাহা নয় ইহার স্পন্দন (throbbing) বাহিরে প্রকাশও পায়। এই ঔষধটির রক্তাধিক্য গুণ (conjestive action) এত ভীষণ যে মনে হয় মস্তকের ধমনী বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে এবং মনে হয় শরীরের সমুদয় রক্ত যেন তড়িৎ বেগে মস্তকে উঠিয়া গিয়াছে এবং এই দপদপানি হৃদপিণ্ডের গতির সহিত সমকালীন থাকে। গ্রিবাদেশীয় ধমনী সমুদায় রক্তের চাপে দড়ির ন্যায় মোটা এবং শক্ত হইয়া উঠে এইরূপ অবস্থায় ধমণীর প্রাচীর যথেষ্ট শক্ত না থাকিলে সংন্যাস (appoplexy) হইবার আশঙ্কা হয়। ভীষণরূপ দপদপ করে। অঙ্গুলির চাপে সহজে নোয়ান যায় না (unyielding to pressure)। সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ প্রাপ্ত হয়। মস্তকের দপদপানির সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে—এবং এইরূপ দপদপানি

শিরঃপীড়া, ঘাড় (neck) হইতেই উত্থিত হয় বলিয়া মনে হয়। শিরঃপীড়া মধ্যাহ্ন সময় অধিক হয়—অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইত থাকে এবং সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আসে। হঠাৎ মস্তকে এইরূপ ভীষণ রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিতে ইহার সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কোন ঔষধ নাই। এই হেতুই গ্লোনয়ন sun stroke এর (সর্দ্দি গর্ম্মির) একটি বৃহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। শীতল খোলা বাতাসে, শীতল জলের প্রলেপে, অধিকক্ষণ সুস্থ নিদ্রায়, খুব জোরে চাপে, মস্তকের যন্ত্রণা উপশম হয়। উত্তাপে, শয়নে বিশেষতঃ মস্তক নিচু করিয়া শয়নে, নাড়াচাড়ায়, ঝাঁকুনিতে সম্মুখ কিংবা পশ্চাতে অবনত করিলে, টুপি পড়িলে, মস্তকে কাপড় জড়াইলে, উত্তেজক দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। হস্ত পদ অর্থাৎ শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল, রক্তশূন্য এবং ঘর্ম্মাক্ত। মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ। চক্ষুতারকা প্রসারিত, রক্তাধিক্য—এইরূপ অবস্থা বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে ক্রমশঃ জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ হইয়া আইসে, মুখ বিবর অত্যন্ত শুষ্ক হয় অথচ পিপাসা থাকে না। গ্লোনয়ন রোগী আগুণ, আলো ইত্যাদির এবং বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না,—ছাতা না হইলে রৌদ্রে বাহির হইতে পারে না—sun stroke রোগ শীত প্রধান দেশে অধিক হয়না—ইহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অধিক হইয়া থাকে। কলিকাতার সহরে গ্রীষ্মকালে এই প্রকার দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু খুবই হয় এবং পথে পথে ঘোড়া মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়—এই হেতু অশ্বজানারোহী ভদ্রলোকগণ আকস্মিক ঘটনায় আশঙ্কায় পকেটে অনেক সময় গ্লোনয়ন রাখিয়া থাকেন। অত্যধিক উত্তাপবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের চরম পরিণামই হইতেছে sun stroke. (The cerebral hyperaemia of excessive heat is, in its full development, sun stroke) সূর্য্যের উত্তাপের দরুণ,—ঢালাই কারিগরদিগের অগ্নির চুলার নিকট কাজকর্ম্ম বশতঃ, কিংবা তীব্র গ্যাসের আলোকের নিম্নে অধিকক্ষণ থাকা বশতঃই সর্দ্দিগর্ম্মি (sun stroke) হইলে গ্লোনয়নই সদাসর্ব্বদা প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে কোনপ্রকার উত্তাপের দরুন সর্দ্দিগর্ম্মি হউক গ্লোনয়নই অধিকাংশ স্থলে তাহার একমাত্র ঔষধ।

প্রথমতঃ—গ্লোনয়ন সর্দ্দিগর্ম্মিতে উল্লিখিত দপদপানি যন্ত্রণা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়তঃ—অধিক্ষণ ব্যাপী রক্তাধিক্যবশতঃ

উদ্ভূত—মস্তিষ্কের অবসাদ, এই দুইপ্রকার লক্ষণের উপর—নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল বরং ফেকাশে বর্ণ হয়, নাড়ীর গতি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক হয়, চক্ষুর সঞ্চালন প্রায় অচল হয় (fixed) এবং রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে—এই অবস্থাকে suu stroke এর পরবর্ত্তী অবস্থা বলা যাইতে পারে। গ্লোনয়ন sun stroke এর পরবর্ত্তী অবস্থারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্লোনয়নে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট, জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃত, বমন এবং বমনেচ্ছা ইত্যাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সূর্য্যের কিংবা অগ্নির প্রবল উত্তাপের দরুণ মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে উত্থিত হয়া থাকে। প্রবল উত্তাপে মস্তিষ্কই যে কেবল আক্রান্ত হয় তাহা নয়—ইহার দ্বারা সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত অসুস্থ হয়। Dr. Hughes বলেন—whenever we see fulness of the head with throbbing of the arteries prersent, and are not led to Aconite or Belladena by fever or inflammation, we should think Glonoin. ডাক্তার হেরিং গ্লোনয়নকে তিনটি কথায় পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন—পরিপূর্ণতা (fulness), টাটানি (tension), এবং দপদপানি (throbbng) এই তিনটিই হইতেছে গ্লোনয়নের বিশেষ পরিচারক লক্ষণ। (fulness, tension, throbbng, bursting—these are the words used by the provers to describe it, one of them felt as if he were hanging with the head downwards and as if there were a great rush of blood)

গ্লোনয়নের সমগুণ ঔষধসমূহ—

রক্তাধিক্য বিষয়ে গ্লোনেয়নের সহিত বেলেডনা, মেলিলোটাসের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। যদিও এই ঔষধে গ্লোনয়নের ন্যায় যন্ত্রণা এবং দপদপানি উভয়ই রহিয়াছে—কিন্তু গ্লোনয়নের যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ এবং আক্রমন আচম্বিত। গ্লোনয়নে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন যন্ত্রণা উপশম হয় তখন খুব শীঘ্রই হয়। ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন হইলে যন্ত্রণা আচম্বিতেই অর্থাৎ ইহার আক্রমণ যেমন হঠাৎ আসে তেমনি চলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত গ্লোনয়ন মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের প্রথম

কিংবা রক্তাধিক্য অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ আর বেলেডনা এতদবস্থা ব্যতীত তৎপর অবস্থায় অর্থাৎ প্রদাহ অবস্থা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনকার উপযুক্ত ঔষধ (Glonoine is better adapted to the first or congestive stage of inflamatory diseases of the brain, while Bell goes further and may still be the appropriate remedy after this inflammatory stages fully initiated)। বেলেডনার মস্তক পশ্চাৎদিকে নোয়াইলে উপশম বোধ করে, গ্লোনয়নে বৃদ্ধি হয়। বেলেডনায় মস্তক অনাবৃত রাখিলে কিংবা চুল কাটিলে বৃদ্ধি হয়—গ্লোনয়নে মস্তক কখন কখন অনাবৃত রাখিতে এবং চুল কাটিতে ইচ্ছাকরে, এমন কি টুপির ভার পর্য্যন্ত মস্তকে সহ্য হয় না। সময় সময় শিরঃপিড়া মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও রোগী বাহিরে ঘুড়িয়া বেড়ায়। বেলেডনায় মস্তকে শীতল প্রলেপ দিলে উপশম পায় গ্লোনয়নে কখন কখন বৃদ্ধি হয় অথচ মুক্ত বায়ুতে উপশম পায়। বেলেডনা থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, গ্লোনয়নে করেনা। বেলেডনা শয়ন অবস্থায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়, গ্লোনয়নে যদিও কখন কখন শয়ন অবস্থায় বৃদ্ধি হয় কিন্তু স্থিরভাবে শয়ন অবস্থায় থাকিলে অনেক সময় উপশমও হয়, বেলেডনায় দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থিরভাবে থাকিলে উপশম হয়। গ্লোনয়নের শিরঃপীড়ার একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ দেখা যায় যে, রোগী মস্তক অত্যন্ত সাবধানের সহিত নাড়াচাড়া করে, এমন কি দুই হস্তদিয়া ধরিয়া রাখে কারণ সামান্য সঞ্চালনে কিংবা নাড়াচাড়ায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (very characteristic of Glonoine is that the patient caries the head very carefully for the least jar or shaking of it greatly aggravats the pain) আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ গ্লোনয়নে দেখা যায়—তাহাতে হইতেছে যে, নাড়ীর গতির সহিত মস্তিষ্কের ভিতর যেন ঢেউ খেলিতেছে অর্থাৎ মস্তিষ্ক যেন ভাসিতেছে—এইরূপ অনুভতি হয় (undulating sensation as if brain were moving in waves synchronous with the pulse)। ইহা ব্যতীত গ্লোনয়নের সহিত হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অধিক গোলমাল বর্ত্তমান থাকে বেলেডনায় তেমন থাকে না।

মেলিলোটাসেও মস্তকে যন্ত্রণাসহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু

এই ঔষধটি বেলেডনা এবং গ্লোনয়নের ন্যায় তত অধিক পরীক্ষিত (proving) নয় বলিয়াই প্রয়োগও উক্ত ঔষধগুলির ন্যায় তত অধিক হয় না। একটি লক্ষণ ইহাতে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—"মুখমণ্ডলের অগ্নিবৎ ভীষণ আরক্তিমতা" (glowing redness of the face)। বেলেডনা এবং গ্লোনয়নে অনেক সময় অন্যান্য রক্তাধিক্য লক্ষণের সহিত মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা না থাকিয়া বরং ফ্যাকাসে বর্ণও হইতে পারে কিন্তু তাহাতেও বেলেডনা এবং গ্লোনয়ন প্রয়োগ হইয়াও থাকে। মেলিলোটাসে মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা লক্ষণ না থাকিলে ইহা প্রয়োগ হয় না এবং মেলিলোটাসের মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্য (congestion) বেলেডনা এবং গ্লোনয়ন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই ঔষধের আর একটি বিশেষত্ব যে শিরঃপীড়া নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে উপশম হয়। ডাক্তার ন্যাস সাহেব এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বহু দিনের উন্মাদ রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য করিয়াছেন।

চক্ষুরোগ—রক্তাধিক্যের লক্ষণ চক্ষুতেও প্রকাশ পায়। চক্ষু অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে হয় এবং মনে হয় মস্তক বিদীর্ণ হইয়া চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িবে। অত্যন্ত তীব্র এবং উজ্জ্বল আলোকের নিকট সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম করিয়া চক্ষুর রোগ হইলেও গ্লোনয়নের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। Ophthalmoscope যন্ত্রদ্বারা এইরূপ স্থলে চক্ষু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় Retinaর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীসমূহ ফুলিয়া মোটা হইয়া উঠিয়াছে।

জিহ্বা—মুখবিবরেও গ্লোনয়নের রক্তাধিক্যের উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। জিহ্বার ক্ষমতার হ্রাস হয় এবং তদহেতু রোগী কথা বলিতে পারে না, কষ্ট বোধ করে। মাদক দ্রব্য সেবনে ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কখন কখন রক্তাধিক্য এত অধিক হয় যে রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পালাইয়া যাইতে চায়, জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে চায় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সুতিকাক্ষেপ (Puerperal convulsion)—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের আর একটি পরিণাম আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে

convulsion। গ্লোনয়ন প্রসব যন্ত্রণাকালীন সূতিকাক্ষেপের একটি অতি উত্তম ঔষধ। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ফোলা ফোলা হয়, নাড়ী ভরাটে এবং শক্ত (full and hard) হয়, প্রস্রাবে এলবিউমেন বর্ত্তমান থাকে। রোগীর মুখ হইতে গোঁলা বাহির হয় এবং হস্ত মুঠা করিয়া কিংবা, কখন কখন হাতের অঙ্গুলিগুলি সিকেলিকরের ন্যায় বাহির দিকে বিস্তারিত করিয়া (stretched out) অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। গ্লোনয়নের সূতিকাক্ষেপে মূত্রে এলবিউমেন থাকা নেহাৎ প্রয়োজন। মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য হইয়া রোগে গ্লোনয়নের কার্য্য অত্যন্ত অধিক।

ঋতু অবরুদ্ধ (**Suppression of menses**)—সুস্থ স্থূলকায়া স্ত্রীলোকদিগের হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং মস্তকের যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে গ্লোনয়ন একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ডাক্তার হিউজ তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিতেছেন—Perhaps the greatest boon which Dr. Herring has conferred upon patients in introducing Glonion to medicine is the relief it gives to menstrual disturbance of the careful circulation. It was from a suggestion of Dr. Kidd's that I first began to use Glonoin for this common trouble, and I have learned to place the utmost confidence in it.

ভয়হেতু রোগ—ভয় পাইয়া কোন প্রকার রোগ হইলে গ্লোনয়ন তাহাতে অনেক সময় ব্যবহার হয়। কেহ বিষ প্রয়োগ করিবে এই প্রকার বৃথা আতঙ্কে রোগী অত্যন্ত ভীত হয়। এই জাতীয় লক্ষণ আমরা হাইওসিয়ামাসে, ল্যাকেসিসে, ব্যাপ্টিসিয়া ইত্যাদিতেও দেখিতে পাই।

আঘাত—কোন স্থানে আঘাত লাগার দরুণ বহুদিন পর যদি তথায় কোন অস্বস্থি বোধ কিংবা যন্ত্রণা কিংবা পুরাতন ক্ষত নূতনরূপে প্রকাশ পায় তাহার পক্ষে গ্লোনয়ন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মস্তকে আঘাতজনিত যদি উক্ত প্রকার অবস্থা দেখা দেয় তাহা হইলে নেট্রাম সালফের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

দন্তোদ্গম (**Dentition**)—শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ তরকায় (convulsion) কিংবা মস্তিষ্কঝিল্লিপ্রদাহে (meningitis) অনেক সময় বেলেডনার পরিবর্ত্তে গ্লোনয়ন ব্যবহার হইয়া থাকে। আগুনের নিকট অধিকক্ষণ থাকার দরুণ কিংবা অগ্নির উত্তাপের নিকট শুইয়া থাকার দরুণ রোগে গ্লোনয়নকে প্রাধান্য দিবে।

সংন্যাস (**Appoplexy**)—সংন্যাস রোগ আক্রমণের আশঙ্কায় কিংবা সংন্যাস রোগে আক্রান্ত হইলে যদি রক্তের চাপ এবং রক্তাধিক্য থাকে তাহা হইলে গ্লোনয়নকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপিয়মকেও চিন্তা করিবে। এতদকারণবশতঃ একটি হস্ত এবং একটি পদ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে। নাসিকারবসদৃশ শ্বাসপ্রশ্বাস, অচৈতন্যতা ইত্যাদি অবস্থাও এই দুইটি ঔষধে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু যে স্থলে ভীষণ উত্তাপই সংন্যাসের প্রধান কারণ হইয়া থাকে, হস্ত পদ শীতল থাকে, গাত্রত্বক চকচকে হয় সেইরূপ স্থলে গ্লোনয়নকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য (but the intense heat that comes on in many cases of appoplexy along with the skin and coldness of the extremities are the guiding features—Kent)। কিন্তু ওপিয়ম অধিকাংশ স্থলেই প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ইহা পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না, উচ্চক্রম এক মাত্রই অধিক উপযুক্ত (highest potencies are the best and one single dose is enough—Kent).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অতি নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ৬, ১২, ৩০ এই সমুদায় ডাইলিউসনই সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এমিল নাইট্রেট, বেলেডনা, ফেরাম, জেলসিমিয়াম, মেলিলোটাস, ট্রেমোনিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, সূর্য্যের কিরণে এবং অধিক আলোর নিম্নে কার্য্য করায়, মস্তক সঞ্চালনে এবং অবনত করায়, উর্দ্ধে উঠিতে, টুপির চাপে এবং মস্তকের চুল কর্ত্তনে।

রোগীর বিবরণ

১। পটলডাঙ্গার এক ছাপাখানার সত্বাধিকারীর পুত্র বয়স প্রায় ২৭।২৮ হইবে—সমস্ত দিন গ্রীষ্মকালে কার্য্যোপলক্ষে রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রিতে ভীষণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। আমাকে রাত্রি ২ টার সময় ডাকিয়া লইয়া গেল। রোগী শয্যায় মস্তকের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, মস্তকে বরফ দেওয়া হইতেছে অথচ তাহাতে কোন প্রকার উপশম হইতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া বরফ ফেলিয়া দিতেছে। রোগী বলিল "মস্তক যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে, সময় সময় রোগী যন্ত্রণার ভীষণতায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে।" রোগীর বাড়ীর লোকেরা বলিল যন্ত্রণা হঠাৎ এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, বেলেডোনা দেওয়া হইতেছে অথচ কোন উপশমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আর অধিক কিছু লক্ষণ পাইলাম না, ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া গ্লোনয়ন দেওয়াই স্থির করিলাম এবং গ্লোনয়ন ৩০ কয়েক মাত্রা দিয়া প্রাতে সংবাদ দিতে বলিলাম। প্রাতে রোগী নিজেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্লোনয়নেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

২। এক ২৮ বৎসরের স্ত্রীলোকের প্রবল শিরঃপীড়া, কপালের পার্শ্বের রগ দপদপানি। ব্রহ্মতালুতে ভার এবং মাথা কামড়ানি ছিল—তজ্জন্য চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল নতুবা মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ এবং ভার বোধ হইত—রোগী মস্তক নাড়াইতে পারিত না। ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করিত। তিনরাত্রি তাহার নিদ্রা হয় নাই, আলোক সহ্য হইত না। সর্ব্বদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া থাকিত। সামান্য সামান্য জলের তৃষ্ণা ছিল। ডাক্তার লিপি তাহাকে গ্লোনয়ন ৩ শক্তি প্রয়োগে আরোগ্য করেন।

৩। এক তিন বৎসরের শিশুর জ্বরের ৩য় দিবসে ঘন ঘন, প্রচুর জলবৎ ও পীতবর্ণের ভেদ আরম্ভ হয়, উহাতে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য দৃষ্ট হয়, বমনেচ্ছা ও

বমন ছিল—এন্টিম ক্রুডাম প্রয়োগে তাহার ভেদবমন কতকটা উপশম হয় বটে। পর দিবস তাহার মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত এবং পদের কম্পন, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ উপবেশন, শয়ন করিয়া গাত্র নিদ্রা—এইরূপ পর্য্যায়শীলভাবে একবার শয়ন, একবার উপবেশন ইত্যাদি করিতেছিল। পশ্চাৎদিকে মাথাচালা, শিশুর মুখে, গ্রীবায়, বক্ষে, তালুতে, ললাটে, লাল বর্ণের দাগ প্রকাশ পায়। ধনুষ্টঙ্কারের মত লক্ষণ, চক্ষু ঘুরান প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল। ঘাড়ে বরফ প্রয়োগে উক্ত ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার উল-টগেন গ্লোনয়ন প্রয়োগ করিয়া শিশুকে রোগ মুক্ত করে।

ক্যাপ্‌সিকাম (Capsicum)

ইহার বাঙ্গলা নাম লঙ্কা। বীচি সমেত পাকা লঙ্কা ঔষধার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু—প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব বিশেষরূপে স্থূলশরীর বিশিষ্ট লোকে। সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অলস, কোনপ্রকার শারীরিক কার্য্য করিতে বিমুখ।

২। শিশু—মুক্ত খোলা বায়ু ভয় করে। সকল সময় শীত শীত বোধ করে। শিশু মোটা, অপরিষ্কার, কার্য্য করিতে চায় না।

৩। সঙ্কোচন বোধ (constriction)—গলদেশ, নাসারন্ধ্র, বক্ষঃস্থল, মূত্রাশয়, মূত্রমার্গ, মলদ্বার ইত্যাদি স্থানে হয়।

৪। জ্বলন এবং টাটানি বোধ যেন লঙ্কার ঝাল লাগিয়াছে—গলদেশ এবং অন্যান্য স্থানে—উত্তাপে উপশম হয় না।

৫। প্রত্যেক শীতের সহিত জলপিপাসা থাকে এবং প্রত্যেক জলপানে শীত বৃদ্ধি হয়।

৬। কাশিতে শরীরের দূর দেশে—মূত্রাশয়, জানুদেশ, পদদ্বয়, কর্ণ ইত্যাদি স্থানে আঘাত বোধ করে।

৭। তালুমূল প্রদাহ—জ্বলন এবং টাটানি যন্ত্রণাসহ গলদেশের সঙ্কোচন বোধ।

৮। কাশিতে মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

—

সাধারণ লক্ষণ

১। একলা থাকিতে ইচ্ছা করে, শুইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে চায়।

২। বাড়ী যাইব, বাড়ী যাইব করে, গণ্ডস্থল লালবর্ণ হয়।

৩। কর্ণের পশ্চাতে প্রদাহযুক্ত স্ফীতি হয়—বাহ্য প্রদেশ টাটায় এবং স্পর্শাধিক্য।

৪। প্রত্যেক মলত্যাগে শীত বোধ করে।

৫। যতই শরীর শীতল হয়, রোগীর মেজাজ ততই খারাপ হয়।

—

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ক্যাপ্‌সিকাম দ্বারা বিষাক্ত হইলে মুখ বিবর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রদাহ হইয়া থাকে। মূত্রপথ দিয়া ইহার 'বিষ নির্গত হইয়া যায়—ইহার বিষাক্ত লক্ষণ সকলের অল্পবিস্তর জানা আছে—কণ্ঠ, পাকাশয়, অন্ত্র এতদ সমুদয় স্থানে জ্বালা প্রকাশ পায়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ক্যাপ্‌সিকাম রোগী মোটা থলথলে। এইরূপ দেখা যায় এইপ্রকার শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিদিগেতে ক্যাপ্‌সিকাম উত্তম কার্য্য করে কিন্তু এই ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায় না—এতদ্ব্যতীত ক্যাপ্‌সিকাম রোগীর পরিপাক ক্রিয়া এবং পাকাশয় অত্যন্ত দূর্ব্বল। কাজে কাজেই রোগী অত্যন্ত দূর্ব্বল প্রকৃতির। মেজাজ খিটখিটে, অল্পতেই রাগান্বিত হইয়া ওঠে। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শে উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

ক্যাপ্‌সিকাম রোগীর মানসিক লক্ষণে একটি বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে—রোগীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা (Homesickness), সকল সময় বাড়ী যাই যাই করে। রোগী অলস প্রকৃতির, কাজকর্ম্ম করিতে ভয় পায় এবং অল্পতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। একলা থাকিতে এবং শুইয়া, বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

কর্ণ—ক্যাপ্‌সিকামের কর্ণে বিশেষতঃ কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়—রোগ হইয়া কর্ণ পটহ ছিন্ন হইলে অনেকে ক্যাপ্‌সিকামকে

উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। এতদসহ temporal bone অর্থাৎ শঙ্খাস্থির mastoid processএ প্রদাহ এবং টাটানি থাকে। suppurative otitis, perforation of membrana tympani, with thick yellow pus, pain in mastoid, itching deep in the year. Mastoid process এর ফোঁড়ায় অরম মেটালিকাম এবং নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের পুরাতন পুঁজোৎপাদনে—সাইলিসিয়াকে উপযুক্ত জানিবে।

হ্যানিমান কর্ণের পশ্চাতের অস্থির স্ফীতি এবং স্পর্শাধিক্যতা (a swelling on the bone behind the ear, painful to the touch) ক্যাপ্‌সিকামের কর্ণ রোগের একটি পরিচায়ক লক্ষণ বলেন। তরুণ কিংবা পুরাতন যে কোনপ্রকার পুঁজযুক্ত কিংবা পুঁজশূন্য প্রদাহ হউক, mastoid process আক্রান্ত হইলে ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়—I have myself lately had a case of the latter kind, in which I fully expected to have to make a deep incision, but complete recovery, with good hearing power, has ensued upon the steady employment of capsicum—Hughes.

ডিফ্‌থিরিয়া—গলদেশের রোগে—ডিফ্‌থিরিয়া এবং গলদেশের গলিত ক্ষতে যখন টাকড়ায় অগ্নিবৎ জ্বলনযুক্ত ফোস্কা প্রকাশ থাকে এবং যখন মুখগহ্বর হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে—অনেক চিকিৎসক ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন। গলদেশ সঙ্কুচিত মনে হয়। রোগী যখন গলাধঃকরণ করে না তখনই অধিক কষ্ট বোধ করে এবং রোগ বাড়াবাড়ি হইলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্যান্থারিসকে ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। উপজিহ্বার বৃদ্ধিতেও ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগ হয়।

আমাশয়—শ্লেষ্মাযুক্ত কিংবা রক্তমাখা শ্লেষ্মা, কিংবা চট্‌চটে রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা, হড়হড়ে, পুনঃ পুনঃ হয়, পরিমানে স্বল্প। অত্যন্ত কোঁথানি থাকে। মলদ্বারে এবং মূত্রাশয় অত্যন্ত জ্বালা করে। প্রত্যেক মলত্যাগের পর রোগী জলপিপাসা বোধ করে এবং প্রত্যেক জলপানে শরীর কাঁপিয়া উঠে।

কাশি—কাশিতে মস্তকে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। প্রত্যেক কাশিতে মস্তক ফাটিয়া যাইতে চাহে। রোগী যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলে—মস্তক উভয় হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া কাশে। কাশিতে মস্তকে এত অধিক আঘাত বোধ করে যে অবশেষে রোগী শয্যায় শুইয়া পড়ে কারণ উপবেশন অবস্থায় কাশিতে মস্তকে আঘাত অধিক লাগে। ক্যাপ্‌সিকাম:কাশিতে শরীরের দূরদেশে—মূত্রাশয়, জানু, কর্ণ পদদ্বয় ইত্যাদি স্থানেও আঘাত লাগে। ইহা ব্যতীত ক্যাপ্‌সিকামে যখন অত্যন্ত জোরে কাশি নির্গত হয় প্রত্যেক কাশিতে প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়।

জ্বলন (Burning)—ক্যাপসিকামের জ্বলন লঙ্কা বাটার ন্যায় এবং ঠাণ্ডায়, শীতল প্রলেপে উপশম হয়। শরীরের যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে জ্বলন হয়। জ্বলন আর্সেনিকের ন্যায় অগ্নিবৎ নয়।

তালুমূলপ্রদাহ—জ্বলন এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়। গলদেশ সঙ্কুচিত মনে হয় এবং জ্বালা করে, তালুমূল ঘোর লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয়। গলাধঃকরণ কালীন জ্বলন বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগে ক্যাপ্‌সিকামের প্রয়োগ দেখা যায়—স্রাব সাদা সরের মত অথবা পীত বর্ণ ঘন পূঁজ সদৃশ। মূত্রত্যাগকালীন মূত্রনালীতে লঙ্কা বাটার ন্যায় জ্বলন হয়—ঘন ঘন মূত্রের বেগ এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয়। মোটা থল থলে শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্টতা নাই—অপরাহ্ণ ৫।৬ টায় হয়।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—সময় সময় পিপাসা শীত আসিবার পূর্ব্বেই হয় (চায়না। পিপাসা এবং অস্থি বেদনা শীত আসিবার ১ঘণ্টা হইতে ৬ঘণ্টা পূর্ব্বে হয়—ইউপেটোরিয়াম. নেট্রাম মিউর।)

শীত অবস্থা—ভীষণ পিপাসা হয়। শীত পৃষ্ঠদেশে স্কন্ধাস্থির মধ্য স্থানে আরম্ভ হয় শীত জলপানে বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক জলপানে কম্প এবং

শীত ভাব হয়। শীতে পৃষ্ঠদেশে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা হয়। উষ্ণ জলের পাত্র বসাইলে উপশম হয়।

• **দাহঅবস্থা**—পিপাসা থাকে না। মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে ফ্যাকাসে এবং লাল বর্ণ হয়। অত্যন্ত দাহ এবং ভীষণ জ্বালা হয়।

ঘর্ম্মঅবস্থা—পিপাসা থাকে না। সঞ্চালনে ঘর্ম্ম হ্রাস হয়, ক্যাপ্‌সিকামের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে—স্কন্ধাস্থির মাঝখানে শীত আরম্ভ হয়। গরম জলের বোতলে এবং সঞ্চালনে উপশম হয় (The chill beginning in the back between the scapula, relieved by hot irons or jugs of hot water and lessened by motion is characteristic).

—

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এপিস, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, পালসেটিলা।

রোগের উপশম—আহার কালীন, উত্তাপে।

রোগে বৃদ্ধি—খোলাবাতাস, গাত্রাচ্ছাদন অনাবৃতে, বায়ুর ঝাপটায়।

—

সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া চরমে উঠে এবং হঠাৎ হ্রাস হয়।

২। শিশুর গাত্রে অম্ল গন্ধ হয়, যত্নের সহিত ধৌত করা সত্ত্বেও যায় না (হেপার, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, রিউম)

৩। মুখগহ্বরে, দাঁতের মাড়ি সমুদায় স্থান ঘায়ে ভরিয়া যায়। দাঁতের মাড়ি হইতে সহজেই রক্ত নিঃসৃত হয়, ক্ষত যন্ত্রণাযুক্ত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত।

৪। সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে অথচ কম্পন বাহিরে প্রকাশ পায় না। মাতালদিগের আভ্যন্তরিক কম্পন।

৫। পুরাতন বুকজ্বালা, অম্ল উদগার, দাঁত টক হইয়া যায় (রোবিনিয়া) (chronic heartburn, sour eructation, sets teeth on edges)

৬। সমুদায় রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল (ক্রোটেলাস, মিউরেটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড)।

৭। অত্যন্ত ব্যস্ত তাড়াতাড়ি প্রকৃতির সমুদায় কার্য্যই তাড়াতাড়ি করে।

৮। আঘাত লাগিয়া কালশিরা টাটানি এবং আড়ষ্ট ভাব অনেক দিন লাগিয়া থাকে।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। মস্তিষ্ক কপালের দিকে শিথিল বলিয়া বোধ হয় এবং পার্শ্ব দিয়া যেন খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

২। কোন প্রকার সুরা মিশ্রিত না করিয়া জল পান করিলে পাকস্থলী শীতল বোধ করে।

৩। ক্ষতচিহ্ন রক্তের ন্যায় লালবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ হয় এবং যন্ত্রণা হয়। (সবুজবর্ণ হয়—লেডাম)

৪। গাত্রে স্থানে স্থানে রক্ত সমাবেশ হইয়া নীল দাগ প্রকাশ পায়।

৫। পড়িয়া গিয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি হয় (concussion of brain)

৬। আঘাত লাগার দরুণ গ্যাংগ্রিনের আশঙ্কা বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগেতে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সালফিউরিক এসিড রোগী সচরাচর অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির সমুদায় কার্য্য দ্রুত তাড়াতাড়ি করে আবার কখন কখন যেমন টাইফয়েড অবস্থায় অবসাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী অবসন্ন হইয়া বসিয়া শুইয়া থাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত কষ্টের সহিত উত্তর দেয় (ফস্ফরিক এসিড)। সালফিউরিক এসিডে একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে কম্পন (trembling) ইহার পরিচয় বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং বাহিরে টেরও পাওয়া যায় না অথচ রোগী ইহা মস্তিক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত অনুভব করে (He feels as if he were trembling from head to foot although there is no sign of it onthe surface)। ইহা বিশেষভাবে বহুদিন হইতে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিলে মুখমণ্ডলের চেহারা ফেকাশে রক্তশূন্য এবং শুষ্ক হয় এবং চক্ষুর চারি ধারে কালিমা পড়ে। কখন কখন মনে হয় ডিম্বের শ্বেতাংশ গাত্রত্বকে লাগিয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। সালফিউরিক এসিডের এই কম্পন

মাতাল মদ্যপানকারীদিগের মধ্যে যাহাদিগেব শরীর মদ্য পান করিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদিগেত দেখিতে পাওয়া যায়।

সালফিউরিক এসিড বিশেষরূপ অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীতে এবং শীর্ণ শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (It is particularly efficacious in greatly debilitated subjects)

পরিপাক ক্রিয়া—সালফিউরিক এসিডের পরিপাক ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে—পরিপাক শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল পাকস্থলী শীতল এবং শিথিল বোধ করে। রোগীর মনে উত্তেজনা উৎপাদক পানীয়—ব্রাণ্ডি, মদ ইত্যাদি খাইবার আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে, যাহারা মদ পান করা অভ্যস্ত নয় তাহাদিগেতেও এইরূপ আকাঙ্খা হয়। সালফিউরিক এসিডের পাকস্থলী এত দুর্ব্বল যে, ভুক্ত দ্রব্য সমুদায় বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমন অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত (আইরিস ভার্সি, রোবিনিয়া—উদ্গার এবং বমন অম্ল স্বাদযুক্ত)। রিয়ম, হেপার এবং মেগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায়—শিশুর গাত্রেও টক গন্ধ হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না—(Child smells sour all over despite the greatest care in regard to cleanliness)।

সালফিউরিক এসিড—বিশেষরূপে মদ্যপানকারী দিগেতে যাহারা মদ্য পান করিয়া শরীর সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছে তাহাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মদ্যপানকারীদিগেতে নাক্সভমিকাই প্রথমতঃ নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সালফিউরিক এসিড রোগীদিগেতে নাক্সের অবস্থা অতিক্রম করিয়া যায়। রোগীর চেহারা রক্তশূন্য শুষ্ক এবং শীতল। পাকস্থলী এত অধিক শিথিল হইয়া যায় যে কোন খাদ্য দ্রব্যই সহ্য হয় না—এমন কি হুইস্কি ব্যতীত জলপান করিতে পারে না। অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, পুরাতন বুকজ্বালা সালফিউরিক এসিডে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। অম্ল উদ্গারে দাঁত টকে যায়। সালফিউরিক এসিডের অম্বল উদ্গার এবং acidity অনেকটা রোবিনিয়ার ন্যায়।

অর্শ—মলদ্বার সকল সময় ভিজা ভিজা থাকে, রসানিবৎ স্রাব নির্গত হয়। রোগী অর্শ রোগেও ভোগে এবং অর্শ জ্বালা করে, অর্শ এত বৃহৎ হয় যে মলদ্বার অর্শে পূর্ণ হইয়া যায়।

মুখক্ষত (aphthœ)—রোগে ভূগিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ কিংবা শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন রোগ কিংবা শীর্ণতা রোগসহ মুখক্ষতে সালফিউরিক এসিড উত্তম কার্য্য করে (aphthous sore mouth occurring in debility from protracted disease or in children with summer complaint or marasmus) মুখগহ্বর মাড়ী সমুদায় স্থান ঈষৎ পীতবর্ণযুক্ত ঘায়ে ভরিয়া যায়। মাড়ী হইতে সহজে রক্ত নিঃসৃত হয়, ক্ষত যন্ত্রণাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে এতদসহ অম্ল গন্ধযুক্ত দুগ্ধ এবং অম্ল শ্লেষ্মা বমন হয়, শিশুকে স্নান এবং পরিষ্কার করান সত্ত্বেও গাত্রময় অম্ল গন্ধ হয়। মল পীতাভ কিংবা হড়হড়ে দেখিতে ডিম গোলানি মত। অনেক সময় শিশুর কাশিও থাকে, কাশি পাকাশয় হইতে উত্থিত হয় কাশির পর বায়ুর উদ্গার হয়।

উদরাময়—মল পীতাভ, শ্লেষ্মাযুক্ত, রজ্জুবৎ লম্বা (stringy) ফেনা ফেনা অথবা সবুজ জলবৎ তরল। শিশুদিগেতে এবং দন্তোৎগমকালীন অধিক হয়। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, অস্থির প্রকৃতির। মুখগহ্বর দাঁতের মাড়ী ক্ষতযুক্ত। শিশুর গাত্র টকগন্ধযুক্ত। মল এবং মানসিক লক্ষণই হইতেছে সালফিউরিক এসিডের বিশেষত্ব। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক হয়।

ডিফথিরিয়া—ডিফথিরিয়ায় সালফিউরিক এসিডের প্রয়োগ দেখা যায়—তালুমূল উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং স্ফীত হয় এত অধিক স্ফীত হয় যে তরল পদার্থ গলাধঃকরণকালীন নাক দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। শিশুর চেহারা মৃতবৎ অত্যন্ত ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। শিশু তন্দ্রাযুক্ত, গলদেশের ঝিল্লি প্রযুক্ত শিশু শ্বাস প্রশ্বাস লইতে কিংবা কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে।

আঘাত—সালফিউরিক এসিড আঘাতেও ব্যবহার হয়। কোমল স্থানের আঘাতে আর্ণিকার পর। গ্রন্থির আঘাতে কোনায়ামের পর, অস্থির আঘাতে রুটার পর সালফিউরিক এসিড নির্ব্বাচিত হয়, বিশেষতঃ যে স্থানে আঘাতের দরুণ কালশিরা এবং বেদনা আড়ষ্ট ভাবসহ অনেক দিন লাগিয়া থাকে সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (Particularly it may be used when there are long lasting black and blue spots with soreness and stiffness)

রক্তস্রাব—শরীরের যে কোন রন্ধ্রপ্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং তরল।

সুরাপান স্পৃহা—সালফিউরিক এসিডকে সুরাপান স্পৃহা নাশক একটি মহৌষধ বলা হয়। যাহারা অধিক সুরা পান করে—তাহাদিগকে এই ঔষধের মুল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া চা খাইবার চামচের এক এক চামচে ২।৩ ঘণ্টা পর পর কিছুদিন সেবন করাইলে সুরার আকাঙ্খা নষ্ট করে। ইহাতে মুখ বিবরে ক্ষত উৎপন্ন করিতেও পারে এবং উদরাময় হইতেও পারে। উদরাময় প্রকাশ পাইলে পালসেটিলা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ হ্রাস হয় এবং উত্তাপে ও যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

ক্ষতচিহ্ন (Cicatrices)—রক্তের ন্যায় লাল অথবা নীলবর্ণ হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা হয়। সবুজ হয় (লেডাম)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬× হইতে ৩০ ক্রম অধিক ব্যবহার হয়। অনেকে ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করেন।

অনুপুরক (Complementary)—পালসেটিলা।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্ণিকা, বোরাক্স, ক্যালেণ্ডুলা, লেডাম, রুটা, রিয়ম, সিম্ফাইটাম।

সালফিউরিক এসিড—কোমলস্থানের চর্ম্মের বিদারণে (laceration) ক্যালেণ্ডুলায় সমকক্ষ। চোট আঘাত লাগিয়া নীলবর্ণ অর্থাৎ কালশিরায়—আর্ণিকার পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় অত্যধিক উত্তাপে, কিংবা ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে।

এগারিকাস মাসকেরিয়াস
(Agaricus Muscarius)

ইহা এক প্রকার বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা। শরৎকালে আমেরিকা, এসিয়া এবং ইওরোপে ইহা প্রচুর জন্মে। ইহা হইতেই মূল আরক প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শীতস্ফোট—চুলকায় এবং অত্যন্ত জ্বালা করে। হিমোপহত অথবা বরফে অবশতা, এবম্প্রকার লক্ষণ বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় (Frost bite and all consequences of exposure to cold, especially in the face)।

২। জাগরিত অবস্থায় তাণ্ডব রোগ। একটি পেশীর সামান্য আনর্ত্তন কিংবা কম্পন ইত্যাদি হইতে সমুদায় শরীরময় নৃত্যবৎ সঞ্চালন হইতে থাকে (chorea from simple motions and jerks of single muscles to dancing of whole body, trembling of whole body (twitchings of muscle of face—Myg)। নিদ্রিত অবস্থায় তাণ্ডবরোগের এতদসমুদায় কম্পন স্থগিত থাকে।

৩। শরীরের নানাস্থানে—কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, হস্ত পদদ্বয় লাল উত্তপ্ত হয়, ফোলে, জ্বালা করে এবং চুলকায়।

৪। গাত্রে যেন বরফ স্পর্শ করা হইয়াছে অথবা বরফবৎ শীতল যেন সূঁচ উত্তপ্ত সূঁচের ন্যায় গাত্রত্বকে বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ। Sensation as if ice touched or ice cold needles were piercing the skin, as from hot needls.)

৫। স্ত্রীসহবাসে সমুদায় রোগের বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। চলিতে উচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

২। কটিদেশে যন্ত্রণা উপবেশনকালীন অধিক হয়।

৩। মেরুদণ্ডে স্ত্রীসহবাসে যন্ত্রণা হয়। প্রত্যেক সঞ্চালনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক নড়াচড়ায় মেরুদণ্ডে যন্ত্রণাবোধ করে।

৪। মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য।

৫। রোগ উর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় (compliants appear diagonally—upper left and lower right side)।

এগারিকাসে দুইটি লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। প্রথমতঃ—কম্পন, আনর্ত্তন (trembling, twitching) এবং দ্বিতীয়তঃ—শীতস্ফোট (chilblain)।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—এগারিগাসকে তাণ্ডব রোগের একটি প্রধান ঔষধ বলা হয়। The most striking things running through this medicines are twitching and trembling, jerking of the muscles and trembling of the limbs, quivering and tremors, every where these two features are present in all parts of the body and limbs. The twitching of the muscles become so extensive that it is a well developed case of chorea. তাণ্ডব রোগের যাবতীয় লক্ষণ ইহাতে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে এবং বহু তাণ্ডব রোগ আরোগ্য সংবাদও পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। শরীরের যে কোন স্থান এবং যে কোন পেশী আক্রান্ত হইতে পারে। এগারিকাসের এই কম্পন একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। সমুদয় শরীরময় অথবা স্থানে স্থানে পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড়সুড় বোধ হয়, ইহা কেবল চর্ম্মোপরি মনে হয় না, মনে হয় শরীরের মাংসের ভিতর হইতেছে।

শরীরের কোন স্থান বাদ যায় না। গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে যে সমুদয় স্থানের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ক্ষীণ যেমন কর্ণ, নাসিকা, হস্তের পশ্চাদ্দেশ, অঙ্গুলি ইত্যাদি স্থানসমূহে অদ্ভুত অনুভূতি লক্ষণ প্রকাশ পায়—মনে হয় বরফবৎ শীতল অথবা উষ্ণ সূঁচ ফোঁটান হইতেছে। এতদস্থানসমূহে লাল দাগ প্রকাশ পায়, চুলকায় এবং জ্বালা করে যেন শীতস্ফোট (chilblain) হইয়াছে। পেশীসমূহ থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকাইয়া উঠে, আনর্ত্তন হয়, পেশীর উপর রোগীর কোন কর্তৃত্ব থাকে না, হস্তের এবং অঙ্গুলির সঞ্চালনের বিকৃতি হয়, কোন দ্রব্য ধরিতে গেলে অঙ্গুলি ফাঁক হইয়া যায়। হস্তস্থিত দ্রব্য অঙ্গুলির সঞ্চালনের বিকৃতিবশতঃ পড়িয়া যায়। এপিসেও এই প্রকার রান্নাঘরের বাসনপত্র ভাঙ্গা লক্ষণ দেখা যায়। রান্নাঘরে থাকিতে পারে না কারণ উত্তাপে রোগ বৃদ্ধি হয়, এগারিকাস উত্তাপ ইচ্ছা করে। পেশীর আনর্ত্তনবশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ঝাঁকাইতে থাকে। এগারিকাসের এতদসমুদয় কম্পন ঝাঁকুনি, আনর্ত্তন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে না এবং এগারিকাসের সমুদয় লক্ষণ স্ত্রীসহবাসে বৃদ্ধি হয়, এমন কি ইহাও দেখা যায় অল্প বয়স্ক বিবাহিত স্ত্রীলোকে সহবাসের পর মূর্চ্ছা, কম্পন, আনর্ত্তন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এগারিকাসে মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হয়, থাকিয়া থাকিয়া হয়, একস্থানে পেশীর কিছুক্ষণ কম্পন হইয়া আবার অন্য স্থানে হয়, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। ইহাতে মুখমণ্ডলের সামান্য আনর্ত্তন হইতে প্রকৃত তাণ্ডব রোগের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ থাকে। এগারিকাসে একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগ ঊর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় (complaints appear diagonally—left and lower right—Ant, Stramonium. Upper right and lower left—Ambra, Psori. Phos,)।

তাণ্ডবরোগের সমগুণ ঔষধসমূহ

মাইগেল লেসিওডোরা—ইহা অনেকটা এগারিকাসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন অত্যন্ত অধিক এবং সর্ব্বদা হইতে থাকে এবং ইহার লক্ষণগুলি এগারিকাস অপেক্ষা অধিক প্রবল।

এগারিকাসে অক্ষিপুটের অনবরত আনর্ত্তন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অথবা চক্ষুর পাতায় চুলকানি থাকে।

সিমিসিফিউগা—বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় এবং যখন এতদ-সহিত পেশীর বেদনা অথবা বাত বর্ত্তমান থাকে অথবা যখন জরায়ু হইতে প্রত্যাবৃত্ত (occurs reflexly) হইয়া রোগ প্রকাশ পায়।

টেরেণ্টুলা—ইহাতে দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ পদ আক্রান্ত হয়। রাত্রিতেও সঞ্চালন লাগিয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়া—মানসিক আবেগ (emotion) হইতে উত্থিত।

জিঙ্কিয়া—নিদ্রিতাবস্থায়ও তাণ্ডব রোগের আনর্ত্তন (twitching) হইতে থাকে।

চক্ষু স্পন্দন—চক্ষুতেও আনর্ত্তন এবং কম্পন প্রকাশ পায়, চক্ষুর পাতা নাচিতে থাকে। রোগী যখন তাকায় দেখিতে পাওয়া যায় রোগীর চক্ষু ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, চক্ষুকে এক দিকে স্থির করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও তাহা রাখিতে পারে না (The patient looks at you there is a pendulum like action of the eyes, they go back and forth all the time.) কিন্তু কেবল নিদ্রায় চক্ষুর সঞ্চালন বন্ধ থাকে অর্থাৎ এগারিকাসের সমুদয় সঞ্চালনই নিদ্রিতাবস্থায় স্থগিত থাকে।

এই প্রকার লক্ষণ সাইকুটা, আর্সেনিক, সালফার, পালসেটিলাতে আরোগ্য হইতে দেখা যায় কিন্তু এগারিকাসকেই এই বিষয় প্রাধান্য দেওয়া যায়। চক্ষুর দৃষ্টিরও ব্যতিক্রম হয়, ডবল দেখে, পড়িতে গেলে অক্ষরগুলি যেন সরিয়া বেড়াইতেছে চক্ষুর সম্মুখে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে। মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে যেন মাকড়সার জাল রহিয়াছে। চক্ষুর পাতার আনর্ত্তন এবং কম্পন হইতে থাকে, এই আনর্ত্তন এবং কম্পনই হইতেছে এগারিকাসের প্রধান লক্ষণ। চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয় তদ্হেতু চক্ষুর সঞ্চালনেরও ব্যতিক্রম হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ যন্ত্রণা বিশেষতঃ ঋতুস্রাবের পর অধিক হয়; যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ

হয়। এই প্রকার লক্ষণে অধিকাংশ স্থলেই সিপিয়া, পালসেটিলা, মিউরেক্স, লিলিয়াম ইত্যাদি ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু যে স্থলে কশেরুকা মাজ্জেয়স্কন্ধের (spinal cord) সহিত এই রোগের সংস্রব থাকে সেই স্থলে এগারিকাসকে চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোক কৃশ, লম্বা এবং স্নায়ুপ্রধান। এতদ লক্ষণসহ গাত্রত্বকে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড় সুড় বোধ থাকিলে এগারিকাস তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

শীতস্ফোট— (**Chilblain**)—শীতস্ফোটের, বরফে অবশতার (frost bite) এগারিকাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল হস্ত পদের অঙ্গুলি এবং গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে লাল হয়, ভীষণ চুলকায় ফুলিয়া উঠে এবং জ্বালা করে, যেন শীতে স্থান frozen হইয়া গিয়াছে। এগারিকাসের চর্ম্মরোগের এই লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিচায়ক—যে কোন রোগেই এতদলক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া এগারিকাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু এগারিকাস নির্ব্বাচনকালীন অক্ষিপুটের কিংবা মুখমণ্ডলের কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানের পেশীর আনর্ত্তন (twitching) হইতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এগারিকাস নির্ব্বাচনে এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

টাইফয়েড—টাইফয়েড রোগে মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ ইত্যাদিতেও এগারিকাসের সময় সময় প্রয়োগ দেখা যায়। সকল সময় প্রলাপ বকিতে থাকে, শয্যা হইতে উঠিয়া পালাইয়া যাইতে চায়। বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে।

কটিশূল—কটিদেশে যন্ত্রণা হয়, উপবেশন কালীন (while sitting) এবং পরিশ্রমে অধিক হয় (জিঙ্কাম)। অত্যধিক স্ত্রীসহবাসেও মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয় এবং মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য। শরীরের সঞ্চালনে মেরুদণ্ডে (spine) যন্ত্রণা বোধ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার স্থাস ২০০ ক্রম প্রয়োগের পক্ষাপাতী, আমিও ২০০ ক্রমই অধিক ব্যবহার করি। চর্ম্মরোগে নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শেষ রাত্রি ৩.৪ টা, এবং সন্ধ্যা, স্ত্রীসহবাসে, শীতল বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ

একটি ২॥০ বৎসরের শিশুর মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হয়, এপিস, সালফার ইত্যাদি ঔষধে কোন:উপকার হয় নাই। শিশুটি বালিসে মস্তক এপাস ওপাস চালিতেছিল, জড় বুদ্ধিতা (imbecility) প্রকাশ পাইতেছিল। এতদসমুদায় লক্ষণ এগারিকাস প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, এতদ্ব্যতীত টাইফয়েডেও শিশুর মস্তক চালা, কাপড় কামড়ান—ইত্যাদি লক্ষণও এগারিকাসে অনেকটা উপশম হয়। তৎপর টেরেণ্টুলা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (ডাঃ করণডোরফার Dr. korndarfer)।

বিস্‌মথ (Bismuth)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। একলা থাকিতে পারে না সকল সময় লোক সঙ্গ চায়—(solitude is unbearable, desires company)

২। রোগী অত্যন্ত অস্থির একবার উঠে, একবার বসে, একবার শয়ন করে, একস্থানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

৩। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে কিছুক্ষণ থাকে কিন্তু জল পাকস্থলীতে স্পর্শমাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায় (vomiting of water as soon as it reaches the stomach, food retained longer).

৪। শিশু-কলেরার উৎকৃষ্ট ঔষধ—আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ এবং দ্রুত বৃদ্ধি। প্রচুর বমন।

৫। মুখমণ্ডলের চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত।

৬। পাকস্থলীর একটি স্থানে যেন ভারী জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তদসহিত পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা এবং খিলধরা যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রতি শীতকালে শিরঃপীড়া হয়, পাকাশয়-প্রদাহের সহিত ইহার সংযোগ থাকে এবং পর্য্যায়ক্রমে হয়।

২। দন্তশূল—মুখে শীতল জল ধরিলে উপশম হয় (ব্রাই, কফিয়া, পালসেটিলা)।

মানসিক লক্ষণ—নির্জ্জনে থাকা বিসমথ রোগীর অসম্ভব (solitude is unbearable)। লোকসঙ্গ সকল সময় চায়। শিশু মাতাকে হাত ধরিয়া থাকিতে বলে।

কলেরা—কলেরা বিশেষতঃ শিশু-কলেরায় বিস্‌মথ একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার, সমগুণ ঔষধসমূহ হইতে ইহাকে নির্ব্বাচন করিতে ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। বিসমথ নির্ব্বাচন করিতে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে :—

১। রোগের আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ এবং দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি। এত দ্রুত রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা হয় (The disease is so sudden in its onset and rapid in its course, that patient dies in a night or even in a few hours)।

২। প্রচুর বমন হয় এবং অদম্য জলপিপাসা। পাকস্থলীতে স্পর্শ লাগা মাত্রই বমন হয় (Vomiting of large quantities and intense thirst is accompanied with vomiting of water drank the moment it touches the stomach)। কেবল জল বমন হয়, খাদ্যদ্রব্য কিছুক্ষণ থাকে। মল জলবৎ তরল, প্রচুর, অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত এবং বেদনাশূন্য (stools watery profuse, painless and very offensive, cadeverous smelling)।

৪। অত্যন্ত অবসন্নতা এবং দুর্ব্বলতা অথচ গাত্র উষ্ণ অথবা উষ্ণ ঘর্ম্মে সিক্ত (much prostration but the surface is warm and often covered with warm sweat)।

৫। মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত (face is deathly pale with rings around the eyes)।

৬। জিহ্বা পুরু শ্বেত লেপাবৃত (tongue thickly coated white)।

উল্লিখিত লক্ষণসমূহ অনেকটা আর্সেনিক, ভিরেট্রাম এলবাম, ফসফরাস এবং এণ্টিমক্রুডামেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্সেনিক—যাহা কিছু হউক আহার কিংবা পানকরামাত্রই তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিন্তু বিসমথে কেবলমাত্র জলটুকু বমন হয়, খাদ্যদ্রব্য তখন থাকিয়া যায়। আর্সেনিক রোগী পুনঃ পুনঃ জল খায় অথচ পরিমাণে কম আর বিসমথ রোগী প্রচুর জলখায়। দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা উভয় ঔষধেই সমান কিন্তু বিসমথে রোগীর গাত্র ঠাণ্ডা হয় না বরং উষ্ণ থাকে এবং উষ্ণ ঘর্ম্ম হয়। এতদ্ব্যতীত বিসমথে আর্সেনিকের ন্যায় অন্তর্দাহ এবং অস্থিরতাও আছে, রোগী একবার বসে, একবার শয়ন করে, একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না।

ফস্ফরাস—ইহাতে পানকরামাত্রই বিস্মথ এবং আর্সেনিকের ন্যায় বমন হয় না। জল পাকস্থলীতে গরম হইবামাত্র বমন হয় এবং রোগীর শীতল বরফজল, বরফ, খাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক।

এণ্টিমক্রুডাম—ইহার জিহ্বা বিস্মথ অপেক্ষাও অধিক পুরু শ্বেতলেপাবৃত। যদিও বিস্মথের সহিত ইহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহা বিস্মথ হইতে অনেক প্রভেদ।

পাকাশয় প্রদাহ—পাকস্থলী জ্বালা করে এবং এই জ্বালার সহিত পর্য্যায়ক্রমে পাকস্থলীর কোন একটি স্থানে যেন কিছু ভার চাপা রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। খিলধরে, আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা হয়, বুক জ্বালা করে এবং মুখে জল উঠে। বিসমথে বমনই হইতেছে প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলী

জ্বালাকরতঃ খাদ্যদ্রব্য জোরে ছিট্‌কাইয়া নির্গত হওয়া বিস্মথের একটি

বিশিষ্ট লক্ষণ (much burning in the stomach with the violent ejection of food—Bismuth is the remedy)। বিস্‌মথকে প্রকৃত পাকাশয় প্রদাহের ঔষধ বলা হয়। ইহার সহিত অজীর্ণের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। জ্বলন, কামড়ানি, কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি যন্ত্রণা মেরুদণ্ডে বিস্তারিত (spine) হয়। পাকস্থলী খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইলে প্রচুর বমন হয়, এই বমন অনেকক্ষণ পর কিংবা ২।৩ ঘণ্টা পরেও হয় অথচ জল পাকস্থলীতে স্পর্শমাত্র উঠিয়া যায়। নাক্সভমিকার ন্যায় পাকস্থলীর যন্ত্রণা শীতল পানীয় পানে উপশম হয়। বিস্‌মথের পাকাশয় প্রদাহ শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে অনেক সময় উপশম হয়।

কর্কট রোগ (Cancer)—পাকস্থলীর কর্কট রোগে বিস্‌মথ অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়, পাকাশয়ে ভীষণ জ্বালা হয় (আর্সেনিক)। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন যাবৎ পেটে রহিয়াছে একদিন সমুদয় এক সঙ্গে বমন হইয়া নির্গত হইয়া যায়। এতদ লক্ষণে পাকস্থলীতে জ্বলন অত্যন্ত অধিক হয়। আর্সেনিকের ন্যায় রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

দন্তশূল (Toothache)—শীতল জল মুখে ধারণে দন্তশূল উপশম হয় (ব্রাই, কফিয়া, পালসেটিলা)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—স্নায়ুশূলযন্ত্রণাবৎ পাকাশয় প্রদাহে নিম্নক্রম ৩x, ৬x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে কিন্তু শিশু কলেরায় ২০০ শক্তির নিম্নক্রম ব্যবহার করা উচিৎ নয়—(In the neuralgic form of gastralgia the lower triturations have served me best but in cholera infantum I never use lower than 200 and have seen :remarkable results—Dr. Nash.)

সমগুণ ঔষধসমূহ—এণ্টিম ক্রুডাম, আর্স, ক্রিয়োজোট।

বেঞ্জোয়িক এসিড (Benzoic Acid)

ইহা প্রমেহ অথবা উপদংশ রোগযুক্ত বাত এবং গেঁটে বাত ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহার বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে মূত্রের দুর্গন্ধতা।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রমেহ এবং উপদংশ রোগগ্রস্থ ব্যক্তির বাতে অধিক উপযোগী (A gouty, rheumatic diathesis engrafted on a gonorrhoeal or syphilitic patient)

২। প্রস্রাব ঘোর পীতবর্ণ এবং ভীষণ তীব্র গন্ধযুক্ত (urine dark brown, and the urinous odor highly intensified)

৩। রুগ্ন শিশুদিগের অসারে রাত্রিতে শয্যায় মূত্র ত্যাগ (Enuresis nocturna of delicate children)

৪। সন্ধিস্থলের বিশেষতঃ হাঁটু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির গেঁটে বাত, অস্থি গুল্মযুক্ত বাত ইত্যাদিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, সন্ধিস্থল প্রদাহ হইয়া লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়, ও যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। উদরাময় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ তরল সাদা অথবা সামান্য রংযুক্ত।

২। প্রমেহ অবরুদ্ধ হইয়া মূত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

মূত্র—বেঞ্জোয়িক এসিডের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে মূত্রের দুর্গন্ধতা। মূত্রের এত অধিক তীব্রগন্ধ যে একবার যাহার নাসিকায় ইহার গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে আর সে ভুলিতে পারে নাই। মূত্রের বর্ণও অত্যন্ত লাল—গন্ধে এবং বর্ণে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর আছে বলিয়া মনে হয় না,—যেমন ইহার তীব্র গন্ধ তেমনি ইহার ঘোর পীতবর্ণ (urine dark brown, and the urinous odor highly intesified)। ইহার মূত্রের গন্ধের তীব্রতা অনেকটা অশ্বের মূত্রের ন্যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেঞ্জোয়িক এসিড বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়—কিন্তু প্রস্রাব প্রচুর এবং high specific gravity অর্থাৎ ঘোর পীত বর্ণ (ফ্রেণ্ডব্র্যাণ্ডির ন্যায়) হইলে রোগী বাতের যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত উপশম বোধ করে। প্রস্রাব স্বল্প এবং নিম্ন স্পেসিফিক গ্রেভেটি (low specific gravity) অর্থাৎ ফ্যাকাসে বর্ণ হইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাবের স্বল্পতার সহিত বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় আর আধিক্যের সহিত বাতের যন্ত্রণা উপশম হয়। প্রস্রাবের সহিত যন্ত্রণা কম বেশী হইয়া থাকে (when the urine is copions and plenty of uric acid is being passed and the urine is full of deposits, then the patient is at his best, when the urine is scanty or of light specific gravity he suffers from backache and pain in the joints etc)। অনেক সময় মূত্র অধিকক্ষণ থাকিলে, স্বভাবতঃই দুর্গন্ধ হইয়া যায় কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডে মূত্র ত্যাগ করা মাত্রই দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায়। বেঞ্জোয়িক এসিডের মূত্র স্বভাবতঃই দুর্গন্ধ। Dr. Guernsey states that the odor of the urine is more characteristic than the color and it must be present when the urine is freshly voided. নাইট্রিক এসিড, বার্ব্বেরিস ইহাদের প্রস্রাবও অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত। বার্ব্বেরিসে ঘোলা ঘোলা তলানি পরে এবং মূত্র-পিণ্ডশূল যন্ত্রণা থাকিবার সম্ভাবনা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার প্রস্রাবও তীব্র গন্ধ যুক্ত হয় বটে কিন্তু ইহাতে সাদা তলানি পড়ে। বেঞ্জোয়িক এসিডের সহিত বার্ব্বেরিসের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায় যে হেতু উভয় ঔষধই বাত রোগে অধিক নির্ব্বাচিত

হয় এবং প্রস্রাবও তীব্র গন্ধযুক্ত কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডে কিছুই তলানি পড়ে না আর বার্ব্বেরিসে ঘোলা ঘোলা তলানি পড়ে। এই দুইটি ঔষধে এই দুইদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত লিথিয়াম কার্ব্বও তীব্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাবের একটি উত্তম ঔষধ।

শেষে মোতা—শিশুদিগের শেষে মোতাতেও বেঞ্জোয়িক এসিড প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার নির্ব্বাচণের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে দুর্গন্ধতা। দুর্গন্ধতা এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মূত্রের গন্ধ ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় তীব্র।

মানসিকলক্ষণ—অশান্তি জনক বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকে। বিকৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত কোন লোক দেখিলে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। নিদ্রা ভাল হয় না—সজাগ অবস্থায় শুইয়া শুইয়া নানান অপ্রিয় বিষয় চিন্তা করে—অথচ চিন্তা করিবার কোন কারন নাই।

শিরঃপীড়া—বেঞ্জোয়িক এসিডে নানাপ্রকার শিরঃপীড়া হয় কিন্তু এতদসমুদায়ের সহিতই প্রস্রাবের সম্বন্ধ রহিয়াছে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বাতের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। মস্তকের তালু যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতে চাহে। কিন্তু দেখা যায় সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। প্রস্রাব অধিক হইলে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

প্রদাহ—একটি অদ্ভুত লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় তাহা হইতেছে যখন শরীরের বাতের লক্ষণসমূহ উপশম হয় তখন হঠাৎ জিহ্বা প্রদাহ ফুলিয়া ওঠে, গলার অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, তালু মূল স্ফীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব স্বল্প ঘোর পীত বর্ণ (dark yellow) ও অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত হয়। মার্কিউরিয়াস সলেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সলে জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা হয়। এতদ্ব্যতীত স্থান বিকল্প (metastasis) রূপ হঠাৎ সন্ধিস্থলের বাতের যন্ত্রণা উপশম হইয়া পাকস্থলী আক্রান্ত হয়—রোগী যাহা আহার করে তাহাই বমি করিতে থাকে, পেটে কিছুই সহ্য হয় না—অর্থাৎ পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলের বাত পাকস্থলীতে স্থানান্তারিত হয়—এইরূপস্থলে বেঞ্জোয়িক এসিড ব্যতীত এন্টিমনিক্রুডাম, সেঙ্গুনেরিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

জিহ্বা, তালুমূল, গলদেশ আক্রান্ত হইলে বেঞ্জোয়িক এসিডের সহিত মার্কিউরিয়াসসলকে চিন্তা করিবে। একটি কথা এই বিষয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে—সন্ধিস্থলের বাতের স্থান বিকল্পরূপে (matastasis) পাকস্থলী আক্রান্ত হইলেও বেঞ্জোয়িক এসিডের স্বাভাবিক লক্ষণ প্রস্রাবে দুর্গন্ধতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে যেন ভুল না হয় (when we think of Benzoic Acid for the stomach symptoms, it is important that we have in mind its whole nature, how it brings about its complaints, what characterizes a Benzoic acid patient)

বাত এবং গেঁটেবাত—বেঞ্জোয়িক এসিড বাত, গেঁটেবাতে অধিরূপ নির্ব্বাচিত হয় এবং সন্ধিস্থল, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি স্থানের বাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও বটে। যে স্থলেই বাত হউক ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ প্রস্রাবের দুর্গন্ধতা থাকা প্রয়োজন। সন্ধিস্থল ফুলিয়া অস্থিগুল্মে পরিণত পদদ্বয়ের বিশেষতঃ হাঁটু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, সন্ধিস্থলে খট্ খট্ শব্দ হয়, গুল্‌ফ দেশের পেশীবন্ধনীর (tendo achillis) যন্ত্রণা হয়, মণিবন্ধ, হাঁটু, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় (gouty concreca-tions, arthritis, affects all the joints especially the knee, cracking on motion, nodositis) বাতের যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। ডাঃ ডি, এন, রায়কে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট গেঁটে বাতে প্রলেপ দিতে (paint করিতে) দেখিয়াছি।

আর্টিকা ইউরেন্স—গেঁটে বাতে আর্টিক ইউরেন্স এবং কলচিকম মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলে (২০ ফোটা এক আউন্স জলে) মিশ্রিত করিয়া compress দিলে আশু উপকার হয়। ইহাব্যতীত কেহ কেহ আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট পাচ ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিতেও ব্যবস্থা দেন।

উদরাময়—সাদা অথবা সামান্য রংযুক্ত প্রচুর। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শিশুদিগেতেই অধিক হয়। মল যদিও দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু প্রস্রাবের দুর্গন্ধতাই হইতেছে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩য় এবং ৬ষ্ঠ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ—বাতে বার্ব্বেরিস, লিথিয়াম কার্ব্ব। বেঞ্জোয়িক এসিড—শয্যায় মূত্রত্যাগে বিশেষতঃ নাইট্রিক এসিডে উপকার না হইলে, গেঁটে বাতে কলচিকমে বিশেষ কাজ না হইলে, কোপেবার অপব্যবহারে প্রমেহ অবরুদ্ধে।

রোগের বৃদ্ধি—মদ্য পানে, রাত্রিতে এবং অনাচ্ছাদনে, প্রস্রাবে বাত, গেঁটে বাত সমুদায় বৃদ্ধি হয়।

মিউরিএটিক এসিড (Muriatic Acid)

মিউরেটিক এসিডের ব্যবহার রোগের প্রবল অবস্থায় বিশেষতঃ টাইফয়েড রোগের শেষ অবস্থায় অধিক দেখিতে পাই। ইহার প্রুভিংএ দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়—প্রথমতঃ মলের উপর, দ্বিতীয় স্নায়ু মণ্ডলের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ভীষণ দুর্ব্বলতা—উপবেশন মাত্রই চক্ষু বুজিয়া আইসে। নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, রোগীর মস্তক শয্যার পদদ্বয়ের দিকে গড়াইয়া যায় (lower jaw hangs down, slides down in bed).

২। টাইফয়েড রোগে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, সজাগ অথচ অচৈতন্য। জোড়ে জোড়ে গোঁগাইতে অথবা বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। জিহ্বা শুষ্ক, সঙ্কুচিত, পক্ষাঘাত গ্রস্থ। দুর্গন্ধযুক্ত অসারে তরল ভেদ—মূত্র ত্যাগ করিতে মল বহির্গত হইয়া পড়ে (এলোজ)।

৩। নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে সবিরাম হয় (Pulse intermits every third beat).

৪। জননেন্দ্রিয়ে সামান্য স্পর্শ এমনকি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না।

৫। উদরাময়—মূত্র ত্যাগ করিতে কিংবা বায়ু নিঃসরণে মল নির্গত হইয়া পড়ে, (এলোজ)। মলত্যাগ ব্যতীত মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না (cannot urinate without having the bowels move at the same time)

৬। অর্শ—স্ফীত এবং নীলবর্ণ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত—এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। শিশুদিগেতে হঠাৎ প্রকাশ পায়। মূত্র ত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিট্ খিটে, রাগী, অস্থির এবং বিরক্ত জনক।

২। মুখবিবর এবং মলদ্বার বিশেষরূপ আক্রান্ত হয়, জিহ্বা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়।

৩। প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মূত্রাশয় দুর্ব্বল, মূত্র ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

৪। মুখ বিবরে দূষিত রোগ হয়—কৃষ্ণবর্ণ গভীর ছিদ্রযুক্ত ক্ষতে ভরিয়া যায়। দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ অবসন্নতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী খিট্ খিটে, রাগী। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—আলোর দিকে তাকাইতে পারে না, চক্ষুতে আঘাত পায়। দূরের গোলমালে কর্ণে গুণ গুণ শব্দ উৎপন্ন করতঃ শিরঃপীড়া আনয়ন করে, জিহ্বার আস্বাদ, ঘ্রাণ ও অত্যন্ত প্রবল হয়। রোগী সমুদায় দ্রব্যের স্বাদ এবং ঘ্রাণ অধিক বোধ করে। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির—একস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না—ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে। গণ্ডযুগল উজ্জল লালবর্ণ, জিহ্বা এবং মুখ বিবর শুষ্ক, হৃদস্পন্দন দ্রুত অথচ দূর্ব্বল। তন্দ্রাযুক্ত—কিন্তু নিদ্রা হয় না—এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। রোগী যদিও অত্যন্ত উত্তেজনা পূর্ণ কিন্তু এতদ সমুদয় লক্ষণের সহিত সর্ব্বদা দূর্ব্বলতা এবং অবসাদ ভাব বর্ত্তমান থাকে।

টাইফয়েড—টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় যখন দুর্ব্বলতা অত্যন্ত ভীষণ রূপ প্রকাশ হয় সেই সময় ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ—ইহাকে কার্ব্বভেজ, আর্সেনিক এবং ফস্ফরিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আর্সেনিকে উদ্বিগ্নতা এবং অস্থিরতাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। ফস্ফরিক এসিডে মানসিক অবসন্নতা অধিক অর্থাৎ মন প্রথম আক্রান্ত হয়, পেশীর দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, আর মিউরেটিক এসিডে পেশীর দুর্ব্বলতা প্রথম, মানসিক দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। রোগী বিমর্ষ, চিন্তাপূর্ণ, উদাসীন, মুখ চোপসান, শিরঃপীড়ায় মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ করে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভার বোধ হয়। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া বিড় বিড় করিতে থাকে, তন্দ্রায় পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে এবং গোঁগাইতে থাকে।

জিহ্বা পরিষ্কার কণ্টক শূন্য, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এত অধিক শুষ্ক হয় যে, কথা বলিতে মুখে জিহ্বা জড়াইয়া যায়, ক্রমশঃ জিহ্বা পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সঞ্চালন করিতে পারে না—মুখে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত প্রকাশ পায়—হৃদস্পন্দন নিয়মিত রূপে হয় অথচ দুর্ব্বল। নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় আঘাতে সবিরাম (intermits) হয়—রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় যে পেশীসমূহ ক্রমশঃ কার্য্য শূন্য হইয়া পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগকালীন হারিস বহির্গত হইয়া পড়ে, মলত্যাগ অসারে হয়, মূত্র ত্যাগ করিতেই মল নিঃসরণ হইয়া পড়ে। সময় সময় তরল কালবর্ণ রক্তভেদও হইতে থাকে। বালিস হইতে মস্তক পদদ্বয়ের দিকে সরিয়া আইসে—বালিসে মস্তক রাখিতেই পারে না।

অবশেষে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়—রোগী চক্ষু ফ্যালফ্যাল করিয়া একদৃষ্টে চাইয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল হয়—এইপ্রকারে ক্রমশঃ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (রাসটক্স এবং ব্যাপ্টিসিয়ায় আর লক্ষণ দেখ)।

টাইফয়েডে মিউরেটিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—

রাসটক্স—ইহাতেও রোগের প্রারম্ভে মিউরেটিক এসিডের ন্যায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়—রোগী সমস্ত সময়ই এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। সময় সময় প্রলাপ বকে এবং বিড় বিড় করিতে থাকে—এই সমুদায় লক্ষণই রাসটক্স এবং মিউরেটিক এসিডে দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু মিউরেটিক এসিডে ভীষণ দুর্ব্বলতা থাকে—বালিস হইতে মস্তক শয্যায় পদদ্বয়ের দিকে সরিয়া আসিতে থাকে এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়া চামড়ার ন্যায় হইয়া যায়। এই দুইটি ঔষধে যতই সাদৃশ্য থাকুক, ইহাদের লক্ষণে এত অধিক পার্থক্য রহিয়াছে যে ইহাদের নির্ব্বাচনে কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

ফস্ফরিক এসিড—মিউরেটিক এসিডের সহিত কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধই উদাসীন, বিমর্ষ, কিন্তু মানসিক উদাসীনতা বিষয়ে ফস্ফরিক এসিড মিউরেটিক এসিড অপেক্ষা অধিক প্রবল আর শারীরিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা বিষয়ে মিউরেটিক এসিড অধিক প্রবল। ফস্ফরিক এসিড রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া জর পদার্থের ন্যায় যদিও পড়িয়া থাকে কিন্তু ডাকিলে শীঘ্রই সজাগ হইয়া ওঠে এবং যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার সঠিক উত্তর দেয়।

এপিস—ইহার সহিত মিউরেটিক এসিডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধেরই জিহ্বা শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত, উভয় ঔষধেই রোগীর মস্তক শয্যায় পদদ্বয়ের দিকে নাবিয়া যায়, উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পায়—কিন্তু এপিসের জিহ্বায় কিছু পার্থক্য রহিয়াছে—এপিসের জিহ্বা বিশেষতঃ পার্শ্বে অর্থাৎ কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা প্রকাশ থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না যেন দাঁতে আটকাইয়া যায় এবং কাঁপে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—ব্যাপটিসিয়া দেখ।

স্কার্লেটিনা—মিউরেটিক এসিডের স্কার্লেটিনাতেও ব্যবহার দেখা যায়। সমুদায় শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, মস্তক রক্তাধিক্য হইয়া মুখমণ্ডল

উজ্জ্বল লালবর্ণ হইয়া উঠে, রোগী তন্দ্রা অনুভব করে। স্কার্লেটিনার পীড়কা (rash) খুব বেশী বাহির হয় না গাত্রের স্থানে ছড়ান থাকে। শিশু অত্যন্ত অস্থির, গায়ে কাপড় রাখে না। খালি গায়ে পড়িয়া থাকিতে চাহে—রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে গাত্রত্বক বেগুণে আভাযুক্ত এবং পদদ্বয় নীলবর্ণ হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি এবং ডিফথিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়। তরল জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হইয়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজির যায়। মুখের শ্লেষ্মা স্রাব এত অধিক ক্ষতকারক যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) ভীষণ লালবর্ণ হয় এবং হাজিয়া যায়। ক্রমশঃ মুখ বিবরে বিশেষতঃ গলদেশ, টাকরায়, উপজিহ্বা এবং কণ্ঠনালীতে পীতাভ কটাবর্ণের সমাবেশ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং উপজিহ্বা জলপূর্ণবৎ স্ফীত হয়। সময় সময় উপজিহ্বা ফুলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় মোটা হইয়া জিহ্বার উপর ঝুলিয়া পড়ায় শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়—মিউরেটিক এসিডের এই লক্ষণ গুলির সহিত স্কার্লেটিনার সংস্রব না থাকিতেও পারে। উক্ত লক্ষণগুলি যেমন—রক্তাধিক্যতা, তন্দ্রাভাব ইত্যাদি বেলেডনায় প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু বেলেডনা এইরূপ স্থলে ইহার প্রকৃতি ঔষধ নয় বরং এপিস এবং সালফারকে ইহার অনেকটা নিকট সদৃশ ঔষধ বলা যাইতে পারে।

কেলিপারমাঙ্গানেটাম—গলদেশের বিশেষতঃ উপজিহ্বার স্ফীত লক্ষণে—কেলিপারমাঙ্গানেটামকে মনে পড়া উচিৎ কিন্তু কেলিপার মাঙ্গানেটামে দুর্গন্ধ অত্যন্ত ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে।

উদরী—যকৃত দৃঢ়সংহৃত (cirrhosis) হইয়া উদরী প্রকাশ পাইলে এবং এবম্প্রকার উদরী রোগের শেষ অবস্থায় মিউরেটিক এসিডের ব্যবহার দেখা যায়। যকৃতের যে কোন রোগেই ইহা ব্যবহার হইতে পারে যদি লক্ষণ প্রকাশ থাকে—এই প্রকার উদরী আরোগ্য হওয়ায় সম্ভাবনা যদিও কম কিন্তু মিউরেটিক এসিডে কতকটা উপশম হইতে পারে। রোগীতে টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে, রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হয়। মুখবিবর ক্ষতযুক্ত, মল জলবৎ তরল এবং অসারে নির্গত হয় —পাকস্থলী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে, কোন খাদ্য দ্রব্য সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ—অর্শ রোগে মিউরেটিক এসিড উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ইহার

বিশেষত্ব যে, অর্শ স্ফীত, নীল বর্ণ এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ হইতে রক্ত স্রাবও হয়। মলত্যাগ কালীন জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়—উষ্ণ প্রলেপে যন্ত্রণার উপশম হয়, শীতল জলে বৃদ্ধি হয়।

সরলান্ত্রভ্রংশ—সামান্যতেই এমন কি মলমূত্রত্যাগ করিতে কিংবা বায়ু নিঃসরনেই সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। (ইগ্নেসিয়া, রুটা)।

মুত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা—মূত্রাশয় দুর্ব্বল—প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়—মূত্র ত্যাগ কালীন মূত্রাশয়ে চাপ দিতে হয় এবং সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়—স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না (মিউরেক্স)।

কর্কটরোগ (Cancer)—দেখিতে পাওয়া যায় মহাত্মা হ্যানিমান জিহ্বার কর্কট রোগে এসিড মিউরেটিক ব্যবহার করিতেন এবং ডাক্তার হিউজ জিহ্বার পুনঃ পুনঃ ক্ষত রোগে ইহা ব্যবহারে উত্তম কার্য্য পাইয়াছেন।

শিরোঘূর্ণন—চক্ষুর সঞ্চালনে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। শিরোঘূর্ণনের সহিত যকৃতের রোগের অনেক স্থলে সংস্রব থাকে। যকৃতে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু ন্যাবারোগের ন্যায় পীত বর্ণও হয় কিন্তু যকৃতের যন্ত্রণা, অশ্বস্থি বোধ এবং শিরোঘূর্ণন সমুদায় বামপার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং আমি উচ্চক্রম অধিক অনুমোদন করি। ডাক্তার হিউজ, বোরিক নিম্নক্রমের পক্ষপাতী, তাঁহারা ১ম, ৩য় ইত্যাদি শক্তির ব্যবস্থা দেন।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে।

রোগের উপশম—বাম পার্শ্বে শয়নে।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Canabis Sativa)

ইহার বাংলা নাম গাঁজা। ইহার যাহা কিছু কার্য্য তদ্‌সমুদায়ই মূত্র যন্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহার মূত্র যন্ত্রের উপর কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। তরুণ প্রদাহযুক্ত প্রমেহ—মূত্র ত্যাগান্তে জ্বালা। ঘন পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব।

২। মূত্রমার্গ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, হস্তদ্বারা স্পর্শ কিংবা চাপ দেওয়া যায় না। পদদ্বয় ফাঁক করিয়া চলাফেরা করে নতুবা মূত্রমার্গে আঘাত লাগে।

৩। যন্ত্রণা মূত্রমার্গের মুখ হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

৪। শ্বাসকষ্ট কিংবা হাঁপানি শয়নে অধিক হয়। একমাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজ বোধ করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। গলাধঃকরণে গলায় আটকাইয়া যায়, বিষম লাগে (things go down wrong way)।

২। উপর তলায় উঠিতে patella স্থানচ্যুত হয় (dislocation of patella)।

৩। মচকাইয়া গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কুচিত (contraction) হয়।

৪। ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্র অবরোধ হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের চিকিৎসায় ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অনেকে ইহাকে তরুণ প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় একমাত্র ঔষধ বলেন—(It is the remedy par excellence with which to begin the treatment of gonorrhœa, unless some other remedy is particularly indicated)। ক্যানাবিস স্যাটাইভার প্রমেহ রোগের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে মূত্রমার্গ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অর্থাৎ মূত্রমার্গ হস্তের দ্বারা স্পর্শ কিংবা বাহ্যিক চাপ দেওয়া যায় না (urethra is very sensative to touch or external pressure)। রোগী পদদ্বয় চাপিয়া চলিতে পারে না, মূত্র পথে কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না, ইহাতে আঘাত বোধ করে। যদি রোগ মূত্রমার্গের উপর পর্য্যন্ত অথবা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তাহা হইলে রোগী কটিদেশে সময় সময় ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে এবং প্রস্রাব রক্তযুক্ত হয়। ক্যানাবিস স্যাটাইভার সহিত ক্যান্থারিসের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতেও পীতাভ অথবা সাদা পুঁজ স্রাব রহিয়াছে কিন্তু যখন স্রাব তরল হয় তখনই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (but is more important when the discharge is thin) এবং প্রস্রাবে জ্বালা টাটানি থাকে। ক্যানাবিস স্যাটাইভায় জ্বালা এবং টাটানি অধিক থাকে আর ক্যান্থারিসে কোঁথানি এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (tenesmus and cutting) অধিক থাকে। লিঙ্গমুণ্ড গভীর লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়, লিঙ্গোচ্ছ্বাসও হইতে পারে কিন্তু লিঙ্গোচ্ছ্বাস ক্যান্থারিসেই অধিক প্রবল। ডাক্তার জেলডাম বলেন—অত্যন্ত তরুণ প্রদাহ-সমূহ একোনাইট এবং মার্কিউরিয়াস কিংবা ক্যান্থারিসে হ্রাস হওয়ার পর মূত্র ত্যাগে জ্বালা টাটানি, মূত্রমার্গের স্ফীতি এবং প্রদাহ ও তৎসহ প্রচুর সাদা অথবা পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব থাকিলে ক্যানাবিস স্যাটাইভা উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার ন্যাস বলেন—ক্যানাবিস স্যাটাইভা ৪।৫ দিন প্রয়োগের পর প্রদাহ লক্ষণ হ্রাস হয় এবং তরল স্রাব ঘন অবস্থা ও সবুজ আভাযুক্ত প্রাপ্ত হইলে মার্কিউরিয়াস ৩× চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া প্রয়োগে রোগ প্রায় স্থলেই আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও যদি ঈষৎ তরল গ্লিট স্রাব থাকে তাহা সালফার, ক্যাপ্সিকাম, অথবা কেলি আইওড লক্ষণানুসারে দিলে রোগ আর কিছুই থাকে না। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার ন্যাস আরও বলেন—

শেষে আমি প্রথম অবস্থাতেই মার্কিউরিয়াসকর সি, এম, ক্রম ব্যবহার করিতাম এবং তাহাতেই আশানুরূপ ফল পাইয়াছি, দ্বিতীয়—আর কোন ঔষধ দিতেই হয় নাই। ক্যানাবিস স্যাটাইভার পর মার্কিউরিয়াস ব্যবহার করা হয় যদি পুঁজস্রাব ঘন এবং সবুজ হয় ও জ্বালা থাকে। যদি স্রাব ঘন এবং জ্বালা-শূন্য হয় তাহা হইলে পালসেটিলা এবং সিপিয়া দেওয়া হয়। গ্লিট হইলে সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ছানি (Cataract)—স্নায়বীক গোলযোগ, অধিক মদ্য অথবা ধূমপান হেতু ছানি হইবার সম্ভাবনা হয়। Cornea অস্বচ্ছ হয় (opacity of cornea)। দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

হাঁপানি—হাঁপানি অথবা শ্বাসকষ্ট। কেবলমাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে পারে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট প্রমেহ রোগে অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার উচ্চক্রমের ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাই না। আমরাও নিম্নক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—মূত্রমার্গের তরুণ প্রদাহে ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সিকাম, জেলসিমিয়াম, পেট্রো সিলিনিয়াম।

রোগে বৃদ্ধি—শয়নে এবং উপর তলায় উঠিতে।

ব্রোমিন

ইহা একটা রাসায়নিক পদার্থ। এই জাতিয় ঔষধ সমূহকে (ব্রোমিন, আইওডিন, ফ্লরিন এবং ক্লোরিন) ইংরাজিতে Halogens বলা হয়— ইহাদের কার্য্য কণ্ঠ এবং বায়ুনলীর (larynx and bronchial tube) উপর অত্যন্ত অধিক অর্থাৎ শ্লেস্মিক ঝিল্লির উপরই ইহাদের কার্য্যের প্রাধান্যতা অত্যধিক প্রকাশ পায়। এই ঔষধগুলিতে আমরা দুইটি প্রধান কার্য্য দেখিতে পাই—প্রথমতঃ শ্লৈশিক ঝিল্লিতে কৃত্রিম পর্দ্দা (false membrane) উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থিসমুহ বিবৃদ্ধি এবং কঠিন হয়, কাজে কাজেই scrofula রোগে এই ঔষধগুলি বিশেষতঃ শিশুদিগেতে অত্যন্ত অধিকরূপে ব্যবহার হয়। শ্লৈস্মিক ঝিল্লিতে অধিক কার্য্য আছে বলিয়াই ডিফথিরিয়ার ব্রোমিন একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রস্তরবৎ কঠিন (স্ক্রফিউলাস কিংবা টিউবারকিউলাস) গ্রন্থির বৃদ্ধি বিশেষতঃ চুয়ালের নিম্নে, গণ্ডদেশে, কর্ণে।

২। ডিফথিরিয়া—ঝিল্লি গলকোষে (Pharynx) হয় এবং তথা হইতে বায়ুনলী (bronchai), কণ্ঠনলীতে (larynx) আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হয়। বক্ষঃ স্থলের যন্ত্রণাও উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়।

৩ ঝিল্লিযুক্ত কিংবা ডিফথিরেটিক ক্রুপ (membranous or diphtheritic croup)। কাশিলে তরল শ্লেস্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু শ্বাস রোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাশি তরল মনে হয় কিন্তু শ্লেস্মা কিছুই উঠে না (এন্টিমটার্ট)।

৪। **শ্বাসকষ্ট**—গভীর ভাবে অধিক নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না—মনে হয় স্পঞ্জের ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করিতেছে কিংবা মনে হয় বায়ুর পথ সমুদায় ধোঁয়ায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘড় ঘড়, সাঁই সাঁই করাত চালানবৎ শব্দ হয়, গলার স্বর শুনা যায় না। কণ্ঠনালীতে শ্লেস্মার সমাবেশ দরুণ শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা হয়।

৫। নীলাক্ষী, পরিস্কার কোমল ত্বক বিশিষ্ট স্ক্রফিউলাস ধাতু গ্রস্থ ব্যক্তি দিগেতে ব্রোমিন উত্তম কার্য্য করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডলে মাকরসার জাল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ব্যারাইটা, বোরাক্স, গ্র্যাফাইটিস)।

২। নাসিকার পক্ষদ্বয়ের পাখার ন্যায় সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (এন্টিম-টার্ট, লাইকো)।

৩। নাবিক তীরে আসিলেই হাপানীতে কষ্ট পায়।

৪। জিমনাষ্টিক করিয়া হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

৫। যোনিদ্বার দিয়া জোরে বায়ু নিঃসরণ (লাইকো)।

শিরঃ ঘুর্ণণ—ব্রোমিণে স্রোতস্বতী জল কিংবা জল বহিয়া যাইতেছে (running water) অথবা কোন দ্রব্য দ্রুত সঞ্চালিত (rapidly moving object) হইতেছে এইরূপ দেখিলেই মস্তক ঘুর্ণন বৃদ্ধি হয় এবং ইহার সহিত এক অদ্ভুত মানসিক উদ্বিগ্নতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—সমুদায় দ্রব্য যেন লাফাইয়া চলিতেচে এইরূপ দেখিবে মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হয় কিংবা মনে করে মস্তক ফিরাইলেই কোন ব্যাক্তি কিংবা কোন বস্তু দেখিতে পাইবে। এবম্প্রকার অদ্ভুত লক্ষণ যে কেবল ব্রোমিনেই প্রকাশ পায় তাহা নয়—ইহা Halogens

জাতীয় ঔষধ সমূহের স্বভাব এবং এতদলক্ষণ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস রোগের সহিত সংশ্রব থাকে এবং তথা হইতে ইহা উদ্ভূত হয়।

ব্রোমিণের উল্লিখিত মস্তক ঘূর্ণন নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয় ইহাতে মনে হয় রক্তাধিক্যতাই এই মস্তক ঘূর্ণনের অনেকটা কারণ—রক্তাধিক্য তার পরিচয় আর একটি লক্ষণে প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে—আহারের পর রোগী মস্তিস্কের গভীর প্রদেশে সংন্যাস রোগের আক্রমণ অনুভব করে মনে হয় যেন শীঘ্রই জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া যাইবে।

মানসিক লক্ষণ—আইওডিনের মানসিক লক্ষণ ব্রোমিন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক স্পষ্ট।

আইওডিন রোগীর ধাতুগত উত্তেজনা (constitutional irritation) এত অধিক যে স্থির হইয়া একস্থানে থাকিতেই পারে না অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে এবং অতি সামান্য ঘটনাতেই কোন গুরুতর বিপদ হইবে এই আশঙ্কায় ভীত হয়। এই প্রকার মানসিক উদ্বিগ্নতা হেতু রোগী সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং এমন কি তাহার ডাক্তারকেও নিকটে আসিতে দেয় না। লোকজনকে ভয়ানক ভয় পায়। সময় সময় এত অধিক ভীষণ হয় যে প্রলাপ করিতে থাকে। শিশুদিগেতে মধ্যান্ত্র রোগের ক্ষয়ে (tabes mesenterica) অত্যন্ত খিট খিট ভাব বিশেষ প্রকাশ পায়—কেহ তাকাইলেই শিশু চীৎকার করিয়া উঠে, কাহাকেও সে পছন্দ করে না।

ডিফথিরিয়া এবং ঘুংড়ি কাশি—ব্রোমিনে দুইটি রোগের লক্ষণের প্রকাশ অধিকরূপ দেখিতে পাওয়া যায। প্রথমটি হইতেছে ডিফথি-রিয়া এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlargement of glands) ডিফথিরিয়ায় ইহা একটি এত অধিক প্রচলিত ঔষধ যে এক কথায় ইহাকে ডিফথিরিয়ার (routine remedy) বাঁধাধরা ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা প্রয়োগে উপকার না হইলে অন্য ঔষধের চেষ্টা করা হয়। যাহারা রোগের নাম ধরিয়া চিকিৎসা করে লক্ষণের প্রতি অধিক মূল্য স্থাপন করে না তাহাদের নিকট যে ইহা ডিফথিরিয়া, croup এবং কণ্ঠনালী প্রদাহের

একটি সর্ব্বপ্রথম ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেককে দেখিয়াছি প্রথমতঃ যদি ব্রোমিয়ামে উপকার না হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সায়েনেড ব্যবহার করেন এবং যখন ইহাতেও উপকার হয় না তখন অন্য কোন ঔষধের চেষ্টা করেন কারণ এই ঔষধ দুইটি বাস্তবিকই ডিফথিরিয়ার অতি মহৎ ঔষধ সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রোমিয়ামের কতকগুলি বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রয়োগ করা হয়—তাহা হইতেছে যে উত্তাপে ইহা অসুস্থ হয় (made sick from being heated)। ধরিয়া লউন এক স্থানে ডিফথিরিয়া রোগ সংক্রামক রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মাতা ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শিশুকে গরম কাপড়ে জড়াইয়া সর্ব্বদা ঘর গরম করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে, কিংবা মাতা কিঞ্চিৎ গরম দিবস দেখিয়া শিশুকে লইয়া ভ্রমনে বাহির হইয়া ছিলেন এই প্রকার অবস্থার পর শিশু যদি মধ্য রাত্রে জাগিয়া উঠে এবং পরিক্ষা করিলে যদি দেখা যায় শিশুর গলাভ্যন্তরে একটি কৃত্রিম পর্দ্দা (false membrane) আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলে জানিতে হইবে ইহা ব্রোমিয়াম রোগী। কারন ব্রোমিয়াম রোগী পূর্ব্বেই বলিয়াছি উত্তাপে অসুস্থ হয়। আর যদি ঠাণ্ডা বশতঃ হইত তাহা হইলে আমরা একোনাইট চিন্তা করিতাম।

ব্রোমিয়ামের (croup) ঘুংড়ি কাশির সহিত প্রায়ই spasm of glottis (শ্বাসনালীর আক্ষেপ) আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় শ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, শিশু হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে যেন শ্বাসরোধ হইবে এইরূপ হনে হয়, জলপানে লক্ষণসমূহের অর্থাৎ আক্ষেপের (spasm) কিঞ্চিৎ উপশম হয় বটে। ব্রোমিয়াম কেবল croup অপেক্ষা membranous croup অর্থাৎ পর্দ্দাযুক্ত croupএর অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং membranous croup অত্যন্ত অধিক ভীষণ রোগ। এই রোগ সচরাচর শিশুদিগের মধ্যেই এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক হয়। Croup এর Aconite, Hepar এবং Spongiaই হইতেছে অধিক ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাদিগের বিষয়ে পরে লিখিব এক্ষণে উক্ত বিষয়ে ব্রোমিয়ামের কি কার্য্য আছে তাহাই দেখা যাউক।

শিশুর গলার স্বর প্রথমতঃ বসিয়া যায় এবং ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি হইহা সন্ধ্যার মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বর ভঙ্গের অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শিশু কাঁদিতে থাকে কিন্তু ক্রন্দনের শব্দ অধিক হয় না, কেবল স্বর লোপের ন্যায় ঘস্

ঘস্ (husking) শব্দ বহির্গত হয়। এমতাবস্থায় গলাভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা প্রথমতঃ বায়ুনালীতে কিংবা কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইতেছে (membrane first form in the bronchai, trachea or larynx running upwards) (লাইকাপোডিয়ামে—প্রথমে নাসিকায় আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে যায়—ইহা ঠিক ব্রোমিয়ামের বিপরীত অবস্থা—just opposite of Lycopodium which often forms in the nose and runs downwords) ব্রোমিয়ামের কৃত্রিম ঝিল্লির এই প্রকার উর্দ্ধ গতি একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এইরূপ অবস্থায় শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না—গভীররূপে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইলেই কাশির উদ্রেক হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে ঘস্ ঘস্ সাঁই সাঁই ইত্যাদি নানান প্রকার শব্দ হয় মনে হয় যেন শিশু sponge কিংবা কোন সূক্ষ্ম পর্দ্দার ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতেছ। শিশু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাঁসপাস করিতে থাকে—শ্বাসপ্রশ্বাসের এই প্রকার শব্দ কণ্ঠনালীর অভ্যন্তর প্রদেশে অল্পবিস্তর সমান ভাবে কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কম্পন হেতুই উদ্রেক হয়। শিশু কাশিলে মনে হয় যেন কণ্ঠনালী শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—ঘড় ঘড় শব্দ হয় কিন্তু উঠে না—(এণ্টিমটার্ট)। যদি শীঘ্র রোগের প্রতিকারের চেষ্টা না করা হয়—তাহা হইলে স্বরবন্ধ হইয়া শিশু অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার মেহফার ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৫০টি membranous croup রোগী এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মাত্র ৫টির মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ২।১ ফোঁটা সদ্য প্রস্তুত ৩× ক্রম সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের weak solution আঘ্রান করিতে দিতেন। ডাক্তার এম, টেষ্টি (M. Teste) তিনিও এই ঔষধটিতে আশাতীত ফল পাইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর সেবন করিতে দিতেন এবং রোগীকে দুগ্ধ খাইতে নিষেধ করিতেন। কারণ তিনি অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাইয়াছেন, দুগ্ধে ব্রোমিণের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। Dr. M. Teste forbids the use of milk, which his obsevations lead him to consider destructive of the action of Bromine)। ডাঃ কাফকা (Dr. knfka) তিনিও এই ঔষধটি আভ্যন্তরিক এবং ১ম কিংবা ২য় ক্রম তুলার মধ্যে ছড়াইয়া আঘ্রান দিয়া একটি সাংঘাতিক membranous

croup আরোগ্য করিয়াছিলেন। ঈষৎ উষ্ণ জলে Bromine I× কয়েক ফোঁটা দিয়া তাহার বাষ্পের আঘ্রান দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি croupএর একোনাইট, হেপার, এবং স্পঞ্জিয়া অতি ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার সহিত আর একটি ঔষধের উল্লেখ দেখিতে পাই—তাহা হইতেছে—কেওলীন (kaolin) কিন্তু kaolin, croup অপেক্ষা membranous croup এ উত্তম কার্য্য করে—একোনাইট spasmodic, catarrhal অথবা membranous যে কোনপ্রকার croup হউক না কেন তাহাদের প্রারম্ভ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ। ঘুমাইতে ঘুমাইতে শিশু হঠাৎ দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া জাগিয়া উঠে। ইহা প্রায়ই সন্ধ্যার পর কিংবা প্রথম রাত্রিতে হয়। শিশু অত্যন্ত অস্থির হয় এবং তরুন জ্বর বর্ত্তমান থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস শুষ্ক, কোনপ্রকার শ্লেষ্মার শব্দ থাকে না। ইহা এত হঠাৎ হয় যে অনেক সময় রোগ ধরিতেই পারা যায় না—শিশুর মধ্যে কোন প্রকার অস্বাভিক লক্ষণ পূর্ব্বে প্রকাশ পায় না। নিদ্রা হইতে শিশু হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ পর আবার সুস্থ হইয়া পুনরায় নিদ্রা যায়। শিশুর এইরূপ অবস্থাকে তাচ্ছিল্য করা কোন প্রকারে উচিৎ নয়—শুষ্ক শীতল বাতাস (exposure of dry cold winds) লাগিয়া উক্ত প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট অধিক প্রযুজ্য। ডাক্তার ন্যাস বলেন nineteen out of twenty cases of croup arising from exposure to dry, cold air will be cured by Aconite. But if after a few doses or a reasonable time, it does not alleviate and the case continue to grow worse and the paroxysm of cough and suffocation come on oftener and specially on awakening out of sleep. Spongia is generally the remedy)। একোনাইটকে croup এর প্রথম অবস্থায় সকল চিকিৎসকগণই উচ্চস্থান দিয়াছেন এবং এতদহেতুই রাত্রিতে croup রোগী চিকিৎসা করিতে ডাকিলেই প্রথমে একোনাইটই দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয় ডাক্তার বেয়ারের কয়েকটি কথা তুলিয়া দিলাম—It we are called to a case of croup in the night, it is not always possible to atonce obtain the conviction that we are dealing with a case of croup, for even the presence of considerable

dyspnoea does not always simply that the disease before us is croup. In order to meet this uncertainty the custom has prevailed for a long time already to atonce give Aconite in alternation with some other remedy. Aconite is excellent in catarrhal but utterly inefficient in membranous croup. It we suspect a case and membranous croup, we give aconite 2 and Iodium 2 in alternation of every hour. The Iodium had better to be prepared fresh. তিনি আরো বলিতেছেন—In the first night, it may not matter much which of these remedies (Hepar sulphur, Spongia etc) is given in alternation with Acointe. It is certain that catarrhal croup will be modified by a few doses of Aconite within 12 hours so fully that whenever that favorable change does not take place within this period of time, we must rest assured that we are dealing with a case of membranous crup)

স্পঞ্জিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কর্কশ শব্দযুক্ত, মনে হয় শিশু যেন স্পঞ্জের মধ্যদিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। কাশিও অত্যন্ত কঠিন, ঘং ঘং এবং সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত এবং গয়ের কিছুই প্রায় উঠে না। শিশু যখন কাশে এমন ঘস্ ঘস্ শব্দ হয় মনে হয় যেন কড়াত চালনা হইতেছে, প্রত্যেক কাশি যেন প্রত্যেক কড়াত চালনার শব্দ। কণ্ঠনালীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় রোগী কাশিবার কালীন গলা হাত দিয়া জড়াইয়া ধরে। স্পঞ্জিয়ার এই সমুদায় লক্ষণ মধ্যে রাত্রির পূর্ব্বেই বৃদ্ধি হয়। (are usually worse before midnight) যদি ইহাতেও কিছুই না হয় তাহা হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, হেপার সালফারের বৃদ্ধি মধ্য রাত্রির পর অর্থাৎ প্রাতের দিকে। কাশি উক্তপ্রকার কর্কশ শব্দযুক্ত কিন্তু শ্লেষ্মা থাকে—যেন গলায় কত শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া রহিয়াছে—ইহাও শুষ্ক শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। যখন এই সমুদায় ঔষধ (একোনাইট, স্পঞ্জিয়া এবং হেপার সালফার) রোগের কিছুই করিতে পারে না—তখন Halogen জাতীয় ঔষধ অর্থাৎ ব্রোমিন কিংবা আইওডিনের বিষয় চিন্তা করা হয়। ব্রোমিনের বিষয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণে আইওডিন কি প্রকার অবস্থায় কার্য্য করে তাহাই দেখা যাউক—আইওডিন বিশেষতঃ হেপার সাহফারে উপকার না হইলে এবং যখন কৃত্রিমঝিল্লি উৎপন্ন হয়, শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, কাশি তরল কর্কশ শব্দযুক্ত হয় (হেপার সালফারের ন্যায়)। গলা বসিয়া গিয়া সম্পূর্ণ স্বর লোপ হয়, শিশু গলা হাত দিয়া ধরিয়া রাখে এবং শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার জন্য মস্তক পশ্চাদ্দিকে ফিরাইয়া মুখবিবর হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত সোজা টান করিয়া রাখে, এইরূপ অবস্থায় আইওডিন প্রয়োগ করা হয় এবং উক্ত লক্ষণসমূহ প্রাতেই বিশেষভাবে বৃদ্ধি হয়। আইওডিন বহুদিন যাবৎ স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস হেতু কিংবা স্যাঁৎসেতে ঋতু হইতে উৎপন্ন croup এর অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং ইহা ব্যতীত কৃষ্ণবর্ণ চেহারাযুক্ত শিশুদিগের প্রতি ভাল কাজ করে। ব্রোমিনের শিশু light complexioned। croup রোগে ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন করা উচিৎ নয় এবং এমন কি কোন ভয়ানক উপসর্গ উপস্থিত হইলেও বিশেষ কোন ঔষধের লক্ষণ প্রকাশিত না হইলে অন্য ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু ঔষধ খুব ঘন ঘন প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ক্যাওলিন (kaolin)—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত (membranous croup) croup এ অধিক ফলপ্রদ এমন কি যখন trachae এর গভীর নিম্নপ্রদেশে ঝিল্লি উৎপন্ন হয় তখন ও ইহা প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধটিতে বক্ষঃস্থলে এত অধিক টাটানি যন্ত্রণা হয় যে কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয়না কিংবা কাপড়ের স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই পছন্দ করে না।

সর্দ্দি—ব্রোমিন সর্দ্দিরও একটি উপযুক্ত ঔষধ। সর্দ্দি জলবৎ তরল এবং ক্ষতকারক (excoriating)। মধ্যে মধ্যে নাসিকারন্ধ্র বুজিয়া যায় এবং সর্দ্দির সহিত এক প্রকার শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে—কপালে অত্যন্ত ভার ভার বোধ হয় এবং মনে হয় মস্তিষ্ককে নাসিকার মূলদেশ হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নাসিকার অভ্যন্তর এবং পক্ষদ্বয়ে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয়, ক্রমশঃ ক্ষত দেখা দেয় এবং প্রত্যেকবার নাসিকা পরিষ্কার করা কালীন ঘায়ের মামড়ি এবং রক্ত বাহির হয়।

শ্বাসনালীদ্বারের আক্ষেপ—শ্বাসনালীদ্বারের আক্ষেপ (spasm of the glottis) অত্যন্ত ভীষণ রোগ। হঠাৎ আক্ষেপ হইয়া শ্বাসযন্ত্রের প্রণালী বন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় ইহাতে ব্রোমিন প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। প্রায় রাত্রিতেই ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর এই প্রকার আক্রমণ হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর শিশু হঠাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া জাগিয়া ওঠে এবং গলা হইতে সাঁই সাঁই কিংবা বাঁশীর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক এবং দ্রুত গতিতে হয়, মৃতবৎ শিশু পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া কেবল হাত নাড়ে, মুখ নীলবর্ণ হইয়া আসে, নাড়ী মৃদু এবং ক্ষীণ হয়, সময় সময় তরকার ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতে থাকে। এই রোগ প্রায় আভ্যন্তরীক কোন কারণবশতঃ উদ্রেক হয়। দন্তোদ্গমকালীন কিংবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ কিংবা Thymus gland এর (উণ্ডুক গ্রন্থি) (gland behind the sternam and below the thyroid gland) বিবৃদ্ধিহেতু উদ্ভূত হয়। Thymus গ্রন্থির কারণ হেতু হইলে আইওডিনই তাহার উপযুক্ত ঔষধ এবং দন্তোদ্গমের কারণবশতঃ হইলে ক্যালকেরিয়া ফস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ডাক্তার ডানহাম এই প্রকার একটি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পরিত্যক্ত রোগীকে Chlorine এর fume আঘ্রাণ দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছিলেন। Halogens জাতীয় সমুদায় ঔষধগুলিরই এই প্রকার গুণ থাকিলেও কিন্তু Chlorine ইহাদের মধ্যে এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই প্রকার আক্ষেপকালীন শিশুকে শোয়াইয়া মস্তক সম্মুখদিকে নোয়াইয়া কণ্ঠনালীপ্রদেশে গরম জলে এক খণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিলে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়। উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীতও অনেক সময় ল্যাকেসিস, এন্টিমটার্ট, ইগ্নেসিয়া, স্যাম্বুকাস, বেলেডনা, কুপ্রাম ইত্যাদিও ব্যবহার হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস—যখন শিশু উপরোক্তরূপ অবস্থাসহ নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে।

ইগ্নেসিয়া—ভৎর্সনাসূচক কথারদরুণ মানসিক দুঃখে আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হয়। ইহাতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় কিন্তু পরিত্যাগ করিতে কষ্ট হয় না এবং এই প্রকার কষ্ট মধ্য রাত্রিতে হয়। শিশুদিগের উক্ত প্রকার অবস্থায় ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার ইহার বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

কুপ্রাম—সমস্ত শরীরময় আক্ষেপ হয় এবং শিশু হাত মুঠা করিয়া রাখে। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং আক্রমণের পর বমি করে।

স্যাম্বুকাস—ইহাতে কষ্ট অনেকটা বক্ষঃস্থলেই হয় কণ্ঠনালীতে এত অধিক হয় না। ল্যাকেসিস, ক্যালকেরিয়া ফস, বেলেডনা এবং হেপোজেন এই সমুদয়ে কষ্ট কণ্ঠনালীতে প্রকাশ পায়।

হাঁপানি (Asthma)—হাঁপানিতে ব্রোমিনের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী অত্যন্ত গভীরভাবে টানিয়া টানিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে চেষ্টা করে, মনে করে ফুসফুসে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করিতেছে না। বাস্তবিকপক্ষে ইহা ফুসফুসের কোন কারণবশতঃ হয় না ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারের সঙ্কোচন হেতুই (constriction of glottis) উদ্রেক হয়। বক্ষঃস্থলের প্রসারণ স্বাভাবিক মতই হয়, কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনবশতঃ উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না কাজেকাজেই রোগী বায়ুর জন্য হাঁপাইতে থাকে। সমুদ্রে কিংবা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসহেতু উদ্ভূত হাঁপানির ব্রোমিন উপযুক্ত ঔষধ। নাবিকদিগের হাঁপানিতে ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয়।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)—নিউমোনিয়াতেও বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন লোব আক্রান্ত হয় অর্থাৎ লোবার নিউমোনিয়াতে কখন কখন প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহা খুবই কম। এইরূপ স্থলে যখন ব্রোমিন নির্ব্বাচিত হয় তখন ইহার সহিত প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে। ব্রোমিনের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণটি অনেক স্থলেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁপানির মত যথেষ্ট বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না এইরূপ ভাব নিউমোনিয়াতেও থাকে কিন্তু বক্ষঃস্থল প্রচুর শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না বলিয়া মনে হয়।

টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis)—টিউবারকিউলোসিসেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। রোগীর মস্তক এবং বক্ষঃস্থল প্রায়ই রক্তাধিক্য হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয়। স্তনের স্থানেও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বগল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বক্ষঃস্থলের পীড়ার সহিত প্রায়ই চক্ষু আক্রান্ত হয়, পুরাতন conjunctivitisএ পরিণত হয়।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি—(Hypertrophy of heart)—ব্রোমিনে হৃৎপিণ্ডের পেশীর বিবৃদ্ধির লক্ষণসমূহ প্রকাশ হয় অথচ হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ হয় না। পেশীর বিবৃদ্ধিহেতু রোগীর বক্ষঃস্থলে ভার ভার বোধ হয় এবং তদহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ করে। সঞ্চালনে কিংবা উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিতে হইলেই হৃৎস্পন্দন হয়। নাড়ী ভরাটে (full) কিন্তু মৃদু। ব্রোমিন উপরোক্ত প্রকার হৃৎপিণ্ড পেশীর বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমেরিকার ডাক্তার থেয়ার এই প্রকার অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ব্রোমিনের হৃৎপিণ্ড পেশীর বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) ব্যায়ামাদি (exercise) হইতেই হইয়া থাকে।

গ্রন্থি বিবৃদ্ধি (Eelargement of glands)—ব্রোমিনের দ্বিতীয় পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা (enlargement and induration of glands)। কাজেকাজেই ইহা স্ক্রফিউলাস (scrofulous) রোগীর বিশেষতঃ শিশুদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয় এবং কদাচিৎ পূঁজের সঞ্চার হয়। ব্রোমিনের স্রাব ক্ষতকারক (excoriating) এবং ক্ষতের চারিধারের গ্রন্থি অত্যন্ত কঠিন এবং অধিকরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। যে কোন স্থানের গ্রন্থি হউক না কেন প্রস্তরবৎ অত্যন্ত শক্ত হইলে কার্ব্ব এনামেলিস, ব্রোমিন এবং কোনায়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। স্তনের গ্রন্থির (memary glands) প্রদাহে এবং তৎস্থানের কর্কট রোগের (cancer) অতি উত্তম ঔষধ। কার্ব্ব এনামেলিসের ন্যায় এই ঔষধটিতেও জ্বলনযুক্ত বগলের গ্রন্থির কঠিনতা থাকে কিন্তু ব্রোমিনে জ্বলন ব্যতীত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাও (cutting pain) থাকে। স্তনের স্থান শক্ত হয় এবং হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে উহাতে এক প্রকার দপদপানি অনুভব হয়। কখন কখন কর্ত্তন যন্ত্রণা এত অধিক হয় মনে হয় যেন স্তনের গ্রন্থি হইতে বগল পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া টানিয়া রাখিয়াছে, রোগী হাত নাড়াইতে পারে না। এই প্রকার লক্ষণ ক্রোটনটিগলিনামেও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থির (glands) এই প্রকার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা উক্ত তিনটি ঔষধেই বিশেষরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের সকলেতেই গ্রন্থির কঠিনতার সহিত কর্কট রোগের প্রবণতা (cancerous tendency) বর্ত্তমান থাকে। ব্রোমিনের যন্ত্রণা তত অধিক উল্লেখযোগ্য নয় যতটা আমরা

কার্ব্বএনামেলিস এবং কোনায়ামে দেখিতে পাই। কোনায়াম এবং কার্ব্বএনা মেলিসের যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধবৎ কিংবা কর্কট রোগের ন্যায় জ্বলনযুক্ত ইহা ব্যতীত ব্রোমিনে নিম্ন চোয়াল এবং গলদেশের গ্রন্থি (lower jaw and throat, thyroid, sub-maxillary, parotid and testes) অধিক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে আর কার্ব্ব এনামেলিসে বগলের (axillary gland) গ্রন্থি আক্রমণের প্রবণতা অধিক থাকে। কোনায়ামের গ্রন্থির এই প্রকার কঠিনতা এবং বিবৃদ্ধি প্রায়ই আঘাত হইতে উৎপত্তি হয় (after contusion or bruises)।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—ব্রোমিনে তালুমূল ফুলিয়া গভীর লালবর্ণ হয় এবং তালুমূল প্রদাহের সহিত সচরাচর গ্রন্থিসমূহেরও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। কোন জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে গলদেশে কষ্ট বোধ করে এবং গলদেশ চিড়িয়া গিয়াছে এইরূপ কাঁচা কাঁচা (feeling of rawness) বোধ হয়।

গলগণ্ড (Goitre)—গলগণ্ডের (Thyroid gland) উপর ব্রোমিনের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আইওডিনই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু কঠিন গলগণ্ড আইওডিন প্রয়োগে হ্রাস না হইলে ব্রোমিন ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—২য় এবং ৩য় ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়। সকল সময় নূতনরূপে ডাইলিউসন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত ইহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায় (must be prepared fresh as it is liable to rapid deterioration) ব্রোমিয়াম সেবনকালে দুগ্ধপান নিষেধ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, কার্ব্ব এনামেলিস, স্পঞ্জিয়া, আইওডিন, এষ্টার।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত, উচ্চস্থানে উপবেশনে উষ্ণ ঋতুতে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, ব্যায়ামে।

স্পঞ্জিয়া

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্পঞ্জিয়া টোষ্টা (spongia tosta)। ইহা যদিও Halogen জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য নহে তথাপি ইহার লক্ষণ সমুহ আইওডিন, ব্রোমিন ইত্যাদির খুব নিকট সদৃশ্য। স্পঞ্জিয়া জান্তব জগত (Animal kingdom) হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে আইওডিন এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্রোমিনের মিশ্রন পাওয়া যায়। স্পঞ্জিয়াতে আইডিন এবং ব্রোমিনের কিঞ্চিৎ মিশ্রন আছে বলিয়াই ঔষধটি উক্ত Halogen ঔষধগুলির ন্যায় গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং শ্লৈস্মিক ঝিল্লির উপর অধিক কার্য্য করে, কাজে কাজেই স্পঞ্জিয়াও আইওডিনের ন্যায় একটি বৃহৎ গলগণ্ডের বিধঘ্ন ঔষধ (anti-goitre remedy)

স্পঞ্জিয়ার প্রধান কার্য্য হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlargement of gland) এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শ্বাস প্রশ্বাস নলীর শ্লৈস্মিক ঝিল্লি সমুদায় অত্যন্ত শুষ্ক —গলদেশ, কণ্ঠনালী, ভূজনালী, ইত্যাদি সমুদায় স্থান খট্‌খটে শুষ্ক।

৩। কাশি—শুষ্ক, সাঁই সাঁই অথবা শিশ্‌ শব্দ যুক্ত (cough dry, barking croupy, rasping, ringing, wheezing—whistling সমুদায় যেন শুষ্ক, কোন প্রকার তরল শ্লেস্মার ঘড় ঘড়ানি নাই। (everything is perfectly dry, no mucous rale)

৩। কাশি শুষ্ক, এক একটি কাশি যেন করাত চালান শব্দের ন্যায় ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ যুক্ত, যেন করাত চালান হইতেছে (like a saw

driven through a pine board)। মিষ্ট খাদ্য আহারে, শীতল পানীয় পানে, মস্তক নীচু করিয়া শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। উষ্ণ দ্রব্য আহারে এবং পানে উপশম হয়।

৪। গলগণ্ডের বিবৃদ্ধি সহ রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট।

৫। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ অথবা একশিরার অনুপযুক্ত চিকিৎসা হেতু কোষরজ্জু এবং অণ্ডকোষ বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ যেন পিষিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়।

৬। শিশু যেন ভীত হইয়া জাগিয়া ওঠে এবং মনে হয় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, যেন স্পঞ্জের ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। ঘুংড়ি কাশি গলা সাঁই সাঁই করিতে থাকে, শিশু অস্থির এব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, নিশ্বাস গ্রহণে কষ্ট এব মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে অধিক বৃদ্ধি হয় (প্রশ্বাসে কষ্ট হয়—একোনাইট) (শেষরাত্রে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে কষ্ট হয়—হেপার)

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনায় কাশির উদ্রেক কিংবা বৃদ্ধি হয়।

২। নিদ্রার পর কাশি বৃদ্ধি হয় কিংবা কাশির বৃদ্ধি অবস্থায় শিশু শুইয়া পড়ে।

৩। হৃৎ স্পন্দন অত্যন্ত ভীষণ ভয় এবং যন্ত্রণা থাকে, শ্বাস্ প্রশ্বাস লইতে অত্যন্ত কষ্ট হয় যেন খাবি খাইতে থাকে। হঠাৎ মধ্য রাত্রির পর জাগিয়া উঠে এবং উক্তরূপ অবস্থা হয়।

৪। স্পঞ্জিয়া বিশেষতঃ শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগের রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গলগণ্ড এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (Goitre and enlargement of glands)—ইহাতেও গ্রন্থি স্ফীত হইয়া হেলোজেন জাতীয় ঔষধ গুলির ন্যায় শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয়। গলগণ্ড অত্যন্ত শক্ত এবং বৃহৎ হয়। গলদেশের একপার্শ্ব কিংবা উভয় পার্শ্বই ফুলিয়া ওঠে। সময় সময় এত অধিক বৃহৎ হয় যে চিবুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আইসে। এই প্রকার অবস্থার সহিত প্রায়ই রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হওয়া লক্ষণ উপস্থিত হয়। হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পোড়া স্পঞ্জিয়া (Burnt spongia) চতুর্দ্দশ শতাব্দি হইতে গলগণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সেই সময়কার ডাক্তার হিউফ ল্যাণ্ড (Hufeland) এবং আর.আর অন্যান্য চিকিৎসকগণ গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়াকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। ডাক্তার যোসেফ ফ্র্যাঙ্ক (Dr. Joseph Frank) বলেন চিনকোনা যেমন জ্বরে একটি সুনিশ্চিত ঔষধ সেই প্রকার স্পঞ্জিয়া গলগণ্ডের সুনিশ্চিত ঔষধ—(Dr. Joseph Frank says that it is as sure as Cinchona in intermittent fever)। কিন্তু আইওডিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়ার ব্যবহার কমিয়া আইসে, একমাত্র দেখা যায় ডাক্তার ভট্ (Vogt) বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তার গণের মধ্যে আইওডিন ব্যবহারে উপকার না হইলে স্পঞ্জিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দেন। গ্রন্থে অনেক গলগণ্ড স্পঞ্জিয়া দ্বারা আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি এবং কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়—গলগণ্ড ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের গ্রন্থির উপরও কার্য্য প্রকাশ পায়। গলগণ্ডের স্ফীতির সহিত হৃৎপিণ্ডের রোগও প্রকাশ থাকে এবং চক্ষু বহির্গত হইয়া আইসে (Hypertrophy of the thyroid, goitre when the heart is affected and the eyes protruding)।

স্পঞ্জিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কেবল যে গলগণ্ডের বৃদ্ধির দরুণই হয়, এইরূপ মনে হয় না কারণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার (tubercle) বর্ত্তমানেতেও অত্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। গলগণ্ড পূর্ণিমায় এবং অমাবস্যা তিথির সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় এতদকারণবশতঃই

এইরূপ স্থলে স্পঞ্জিয়া কিংবা অন্য যে কোন ঔষধই হউক waning of the moon এর সময়েই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অণ্ডকোষ কঠিনতা এবং কোষরজ্জু প্রদাহ (induration of the testicle and orchitis) ব্রোমিন ইত্যাদি হেলোজেন জাতীয় ঔষধ গুলির ন্যায় স্পঞ্জিয়া অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতায় উত্তম কার্য্য করে ইহা বিশেষতঃ প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত দক্ষিণ পার্শ্বে একশিরা কিংবা অণ্ডকোষ প্রদাহের একটি উপযুক্ত ঔষধ। অণ্ডকোষ কিংবা অণ্ডকোষ রজ্জুতে পিষিয়া ফেলাবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা শরীরের কিংবা কাপড়ের নাড়া চড়ায় বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলাকেই প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত অণ্ডকোষ কিংবা কোষরজ্জু প্রদাহে উচ্চস্থানে দেওয়া হয় এবং তৎপর কেবল প্রদাহ নিবারণের জন্য হেমামেলিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য এবং হেমামেলিস বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সলও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে বিশেষতঃ যখন পীতাভ সবুজ বর্ণ প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

থাইসিস্ (Phthisis)—থাইসিসের স্পঞ্জিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত এবং ইহাকে ফস্ফরাস, স্যাঙ্গুনেরিয়া এবং সালফারের পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। স্বর-যন্ত্রের (Laryngial) থাইসিসের ইহাকে অনেকে প্রধান ঔষধ বলেন। ভীষণ স্বরভঙ্গ থাকে, কথা বলিতেই

পারে না। ইহা বিশেষতঃ ফুস্ফুসের টিসুগুলির solidification এর অর্থাৎ যকৃদভাবাপত্তির প্রারম্ভ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। অধিকাংশ স্থলে অঙ্গুলির প্রতিঘাতে (percussion) উভয় ফুস্ফুসের অগ্রভাগে (apex) ঢপ ঢপ (dull) শব্দ শ্রুত হয়। কাশি শুষ্ক ঘস্ ঘস্ শব্দযুক্ত, গভীর শ্বসপ্রশ্বাসে, অধিক কথাবার্ত্তায়, সামান্য মানসিক উত্তেজনায়, সন্ধ্যাকালে, শীতল শুষ্ক বায়ুতে এবং সঙ্গীতাদিতে বৃদ্ধি হয়। উষ্ণ দ্রব্য আহারে এবং পানে সাময়িক কিঞ্চিৎ উপশম হয় (এনাকার্ডি)। ক্ষয়কাশগ্রস্থ রোগীদিগের কণ্ঠনালীর (laryngial) প্রদাহ কিংবা রোগে স্পঞ্জিয়াকে সর্ব্বদাই উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

ক্ষয়কাশিগ্রস্থ স্পঞ্জিয়া রোগীদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ উত্তাপের সঞ্চার হয় (frequent flashes of heat) এবং যখনই রোগী এই বিষয় চিন্তা করে

তখনই যেন বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত পৃষ্ঠে শীতানুভবও হয়, এমন কি উত্তাপে শীত উপশম না হইয়া বরং কাঁপিতে থাকে। উত্তাপ জানুদ্বয় ব্যতীত সমুদয় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে, জানুদ্বয় শীতে অসাড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্পঞ্জিয়ার ন্যায় উল্লিখিত কাশিতেও হেপার সালফার প্রয়োগ হইতে পারে। কাশি তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত হওয়া চাই এবং সময় সময় রক্তমিশ্রিত থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা ব্যতীত হেপার সালফারের বৃদ্ধি মধ্যরাত্রি কিংবা প্রাতঃকালের দিকে হয়। স্পঞ্জিয়ার বৃদ্ধি মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই অর্থাৎ প্রথম রাত্রিতে হয় এবং একোনাইটের বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় হয়। সময়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণের উপর সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঘুংড়িকাশি এবং কাশি (Croup and Cough)—স্পঞ্জিয়ার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্বাসযন্ত্রের উপর তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা সর্ব্বপ্রথমেই কণ্ঠনালীকে (lyrax) আক্রমণ করে এবং তথা হইতে বায়ুনালী (trechea), bronchial tube এবং ফুসফুসের বায়ুকোষগুলিতে (air cell) বিস্তারিত হয়। ইহা অত্যন্ত সঙ্কটজনক রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই croupএ (ঘুংড়িকাশিতে) পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় একোনাইটের পরই স্পঞ্জিয়াকে স্থান দেওয়া হয়। কাশি শুষ্ক ঘস্ ঘস্ শব্দযুক্ত কিংবা করাত চালান শব্দের ন্যায়, এক একটি কাশি যেন এক একটি করাত চালান শব্দ। শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া ঘুংড়িকাশি হইলে এবং অত্যন্ত ভয় ভাব ও উদ্বিগ্নতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং যদি সন্ধ্যার দিকেই বৃদ্ধি হয় তাহার একোনাইটই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। সচরাচর ৩০ কিংবা ২০০ ক্রমই অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয় এবং তাহাতেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায় অন্য ঔষধের আর সাহায্য প্রয়োজন হয় না কিন্তু কয়েক মাত্রা সেবনে কিংবা আশানুরূপ সময়ে যদি একোনাইটে কোন প্রকার উপকার না দেখা যায় বরং ক্রমশঃই রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাশির উদ্রেক এবং শ্বাসরুদ্ধের উপক্রম পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে এবং বিশেষভাবে যদি নিদ্রা হইতে জাগিয়াই কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় হয় তাহা হইলে স্পঞ্জিয়াই একোনাইটের পরবর্ত্তী উপযুক্ত ঔষধ। ডাক্তার ন্যাস ডাইলিউসন সম্বন্ধে এই বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় যাহা

লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করিয়া এই স্থানে তুলিয়া দিলাম—
I live in a croupy climate and district after experimenting for 30 years, first witn lower aud then with the higher preparation, affirm that 200 potency of this remedy does better work in croup, then the lower preparation. I often give either of these remedies (Aconite or Spongia), according to indications as often as once in fifteen minuits in watery solutions untill amelioration and then lengthen the intervals between doses according to amelioratian. অর্থাৎ আমার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাইয়াছি যে, প্রথমতঃ নিম্নক্রম এবং তৎপর উচ্চক্রম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। লক্ষণানুসারে একোনাইট কিংবা স্পঞ্জিয়া জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পর রোগ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ব্যবহার করি এবং উপশমের সঙ্গে সঙ্গে সময়ও বাড়াইয়া দিয়া থাকি। Croupএর শব্দ তরল হইয়া আসিলে অর্থাৎ শ্লেষ্মা তরল হইলে এবং রোগ বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতে কিংবা প্রাতের দিকে বৃদ্ধি হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হেপার সালফার রোগী শীত-কাতুরে, শরীরে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা করে, গরম চায়। স্পঞ্জিয়া রোগী ঠাণ্ডা চায়, গরমে বৃদ্ধি হয় (আইওডিন) অথচ উষ্ণ দ্রব্য পানে উপশম বোধ করে (আর্স, নাক্স, লাইকো) রোগ আরোগ্য হইয়াও যদি পুনরায় relapse হয় কিংবা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে যদি croup এর মত ভাব দেখা দেয় তাহা হইলে ফস্ফরাসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, স্পঞ্জিয়ার কাশি সম্পূর্ণ শুষ্ক ঘস ঘস শব্দযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ এবং প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে। কণ্ঠনালী অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় না। মস্তক এক পার্শ্বে ঘুড়াইলেই শ্বাস অবরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। একোনাইটেই প্রায় অধিকাংশ স্থলে প্রদাহ কমিয়া রোগ আরোগ্য হইয়া যায়, কদাচিৎ হেপার সালফার প্রয়োগ হয়। হেপার সালফারের প্রধান লক্ষণ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত তরল কাশি থাকা চাই। কাশির তরল অবস্থা হইলেই আর একোনাইট কিংবা স্পঞ্জিয়ার উপর নির্ভর করা কোন মতেই উচিৎ নয়। Croup রোগের চিকিৎসায় ডাক্তার বনিং হোসেন (Dr. Boning Hosain) খুব সুনাম অর্জ্জন

করিয়াছিলেন এবং তাহার ঔষধ celebrated porders for croup বলিয়া পরিচিত—ইহা তুইটি একোনাইট, একটি স্পঞ্জিয়া এবং তুইটি হেপার সালফারের পাউডার, পর পর এক এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা হইত। ডাক্তার হেল এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ বোনিং হোসেনের উক্ত croup powder এর খুব প্রশংসা করিয়াছেন। স্পঞ্জিয়া কণ্ঠনালীর সকল প্রকার প্রদাহেরই উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guernsey) স্পঞ্জিয়া কাশির লক্ষণগুলি কয়েকটি অতি সুন্দর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দিলাম—The cough is dry and sibilant or it sounds like a saw driven through a pine board, each cough correspon-ding to a thrust of a saw, Spongia is particularly indicated when there is no mucous rattle The cough is dry and hoarse and causes pain in the throat but no mucous rattle স্পঞ্জিয়া যে প্রকার বয়স্ক লোক-দিগের laryngitis কিংবা Bronchitis এর একটি উপযুক্ত ঔষধ সেই প্রকার শিশুদিগের croup এর একটি মহৎ ঔষধ। অত্যন্ত স্বর ভঙ্গ, টাটানি এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জ্বলন থাকে। কাশি কথাবার্ত্তা, পড়াশুনা, শীতল জল পানে, মস্তক নোয়াইয়া শয়নে, গানে এবং গলধঃকরণে বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ন্যাস বলেন—গলার বেদনায় সচরাচর বেলেডনার পর স্পঞ্জিয়া ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়।

স্যাম্বুকাস (Sambucas)—তরুণ কণ্ঠনালীর প্রদাহ অবস্থায় যখন পুনঃ পুনঃ কণ্ঠনালীর আক্ষেপ (spasm) হয়, তাহার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগেও স্পঞ্জিয়া ব্যবহার হয়। রোগী মস্তক নীচু করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না, কাশি আরম্ভ হইয়া শ্বাস রুদ্ধের উপক্রম হয়। শিশু ঘুমন্ত অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সহিত বসিয়া থাকে, মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুতভাবে চলিতে থাকে। (Awakes out of sleep from a sense of suffocations with violent, loud cough,

great alarm, agitation, anxiety and difficult respiration এতদ্ব্যতীত হৃদপিণ্ডের কপাটে (valve) খুব জোড়ে জোড়ে blowing sound শ্রুত হয় এবং হৃদস্পন্দন হইতে থাকে এবং রোগী অনেক সময় আক্রমণ অবস্থার মধ্যেই শুইয়া পড়ে (sleeps into paroxysm) হৃদপিণ্ডের উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগের স্পঞ্জিয়া একটি মহৎ ঔষধ, ল্যাকেসিসের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও তথাপি ইহা জানিবে স্পঞ্জিয়াই ইহার অতি উত্তম ঔষধ। ইহাতে যে কেবল সাময়িক উপকারই হয় তাহা নয়, বহু পুরাতন valvular murmurs ও (ফুস্ ফুস্ যন্ত্রে বায়ু বাতায়নের শব্দ) সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। রোগী মস্তক নিচু করিয়া শয়ন করিতে পারে না এবং আক্রমণ অবস্থার মধ্যেই শুইয়া পড়ে (ল্যাকেসিস) ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জানিবে।

হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ শুষ্ক পুরাতন কাশির স্যাজাও একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু স্পঞ্জিয়াকেই উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হৃৎপিণ্ডের রোগে ল্যাকেসিস, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড কিংবা আর্সেনিক প্রথমেই দেওয়া উচিৎ নয়, সর্ব্বপ্রথম একোনাইট, স্পঞ্জিয়া—স্পাইজেলিয়া ব্রাইওনিয়া ফস্‌ফরাস ইত্যাদি চেষ্টা করা উচিৎ।

In nearly all affectious of the chest involving. the larynx, trachea. bronchi where everything is perfectly dry and tight, no looseness, no rattling cough, asthma, or croup—is the special sphere of Spongia.

স্বরভঙ্গ—স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কথা সহজে বাহির হয় না। স্বর ফাঁপা, সঙ্গীত গাহিতে কিংবা কথা বলিতে গলায় স্বর বসিয়া যায় (উচ্চৈস্বরে গান গাহিতে স্বরভঙ্গ হয়—অরাম ট্রি)। কণ্ঠনালী অত্যন্ত শুষ্ক। স্বর হিস্ হিস্ শব্দযুক্ত, সমুদয় বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক, নাসারন্ধ্র শুষ্ক।

হাঁপানি—ভীষণ হাঁপানি হয়, সাঁই সাঁই শব্দ করে, কদাচিৎ ঘড় ঘড় শব্দ (rattling noise) হয়। শ্বাসনলী অত্যন্ত শুষ্ক, শুষ্কতাই হইতেছে স্পঞ্জিয়ার বিশেষত্ব। শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং শরীর সম্মুখদিকে

নত করিয়া রাখে, সময় সময় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়। সাদা চটচটে শ্লেষ্মা শ্বাস নলীতে সমাবেশ হয়, সহজে বহির্গত হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অনেকে নিম্নক্রমে অধিক পক্ষপাতী, এমন কি মূল অরিষ্ট ২×, ৩× এই প্রকার শক্তি ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু আমি সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়া থাকি।

স্পঞ্জিয়া—একোনাইটের পর এবং হেপারের পূর্ব্বে কাশি এবং ঘুংড়িকাশিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর, শীতল পানীয় পানে, মিষ্ট দ্রব্য আহারে। উঁচু স্থানে আরোহণে।

রোগের উপশম—উষ্ণ পানীয় পানে এবং দ্রব্য আহারে। স্থির হইয়া থাকায়।

এসিড পিক্‌রিক্ (Acid Picric)

পিক্‌রিক্ এসিড কশেরুকা মজ্জার অপকৃষ্টতা (degeneration) উৎপাদন করিয়া পক্ষাঘাত আনয়ন করে। ইহার যাবতীয় উৎসর্গ—পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের অবসাদ, লিঙ্গের উত্তেজনা, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি উক্ত কশেরুকা মজ্জার কারণ হইতেই উদ্ভূত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। লেখাপড়া এবং ব্যবসায়ীলোকদিগের স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যতা। সামান্য উত্তেজনায়, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে কিংবা অত্যধিক কার্য্যে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং মেরুদণ্ডে জ্বালা প্রকাশ পায় (কেলি ফস্)।

২। শিরঃপীড়া বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক হয়—শোক, দুঃখ কিংম্বা মানসিক অবসাদ জনিত অধিক হয়।

৩। লিঙ্গোদ্রেক—লিঙ্গের ভীষণ উদ্রেক হয় এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রচুর রেতঃস্খলনও হয়। পুরুষদিগের কামোন্মাদ—এতদসহ কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) রোগ বর্ত্তমান থাকে।

৪। মেরুদণ্ডের সর্ব্বত্র জ্বালা এবং মেরুদণ্ডের ও কটিদেশের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৫। ক্লান্তিভাব—সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সম্পুর্ণ পক্ষাঘাত। সমুদায় শরীরময় অবসন্নভাব বিশেষতঃ হস্তপদের সঞ্চালনে ক্লান্তি এবং অবসন্নভাব বৃদ্ধি—(Weariness, progressing from a slight feeling of fatigue on motion to complete paralytic, tired heavy feeling all over the body).

—

সাধারণ লক্ষণ

১। রক্তস্বল্পতা—ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত অধিকরূপ রক্তস্বল্পতা প্রকাশ পায় (progressive and pernicious anaemia).

২। ক্ষুদ্র ফোঁড়া শরীরের যে কোন স্থানে বিশেষতঃ কর্ণের রন্ধ্র প্রদেশের বহির্ভাগে হয়।

পক্ষাঘাত—ইহাতে পক্ষাঘাত হঠাৎ প্রকাশ পায় না। ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাহা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, এবং এই ক্লান্তিভাব সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হয়, এতদসহ উদাসীনতা, এবং অবসন্নতা বর্ত্তমান থাকে। রোগী সকল সময় স্থির হইয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে এবং ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না—It attacks the vital force, as is manifested by an excessive langour or persistent tired feeling all over the body)—ইহাতে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়—ইহা রোগের টাইফয়েড অবস্থায় এবং মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতায় (brain fag) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতায় (brain fag) পিক্‌রিক্ এসিডকে উচ্চস্থান দেওয়া যায়। There seems to be no doubt that it is destined to become one of our most valuable remedies for brain, spinal and general nervous prostration, especially if connected with or arising from sexual excesses.)

স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা (neurasthenia)—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতায় ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। শিরঃপীড়া মস্তকের সম্মুখদিক অপেক্ষা পশ্চাদ্দিকে অধিক হয় এবং এতদস্থান হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং মস্তকের যন্ত্রণা মানসিক পরিশ্রমে অধিক বৃদ্ধি হয়। রোগী সকল সময় মস্তক ক্লান্তি এবং ভারি ভারি বোধ করে (excessive languor and persistent tired feeling)। পড়াশুনা করিতে চেষ্টা করিলেই মস্তিষ্কের যাবতীয় লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডে জ্বালা এবং পদদ্বয়ের ও পশ্চাদ্দেশের দুর্ব্বলতা ও তদসহিত পেশী এবং সন্ধিস্থলের টাটানি

যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, বরং পুনঃ পুনঃ শিশ্নোচ্ছ্বাসে অত্যন্ত বিরক্ত করে ও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় এতদসহ রেতঃস্খলনও হয়। মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে (lower dorsal region) গরম এবং কটিদেশে কনকনে বেদনা ও দুর্ব্বলতা বোধ করে। নিদ্রা ভঙ্গের পর কটিদেশ অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং ক্লান্ত বোধ হয়। পদদ্বয় ভারী এবং দুর্ব্বল হয়। সময় সময় পদদ্বয়ে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ, কম্পন, এবং সূচফুটানবৎ যন্ত্রণা অনুভব হয়—It is a typical brain-fag remedy with indifference and lack of will power, aversion to talk, think, or perform any mental exertion.

শিরঃপীড়া এবং শিরঃঘূর্ণন—স্কুলছাত্র, শিক্ষক, অথবা যাহারা অত্যধিক পরিশ্রম করে তাহাদিগের শিরঃপীড়ায় অধিক প্রয়োগ হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং গ্রীবায় (occipito cervical region) অধিক হয় এবং যন্ত্রণা সামান্য সঞ্চালনে, পড়াশুনায় কিংবা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্রামে, মুক্তবাতাসে, কিংবা মস্তক সজোড়ে বন্ধনে উপশম হয়। শিরঃঘূর্ণন মস্তক অবনত করিলে, হাটাহাটিতে, অথবা উপরে উঠিতে অধিক বোধ করে।

চক্ষু—চক্ষুর তারা প্রসারিত, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু জ্বালা করে এবং টাটায়, ঘন গাঢ় পুঁজ চক্ষুর কোণে সমাবেশ হয় এবং চক্ষুর উপসর্গ লণ্ঠন ইত্যাদি কৃত্রিম আলোতে বৃদ্ধি হয়।

নাসিকা—মস্তকে রক্তাধিক্যহেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। নাসারন্ধ্র প্রচুর শ্লেষ্মায় ভর্ত্তি হইয়া থাকে, রোগী মুখ হাঁ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফেনা ফেনা এবং রক্তবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

পরিপাকক্রিয়া—মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা অম্ল। গলদেশ খস্‌খসে বোধ হয় এবং মনে হয় যেন চিড়িয়া গিয়াছে। আহারে উপশম হয়। নিদ্রার পর এবং শুধু গলাধঃকরণে ইহা বৃদ্ধি হয়। সময় সময় অম্ল উদ্গার হয় এবং তদসহিত মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বমনেচ্ছা প্রাতঃকালে ৫টার সময় এবং উঠিবার সময় বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলীতে চাপ এবং ভার বোধ করে। উদ্গার উত্তোলনে ইচ্ছা করে অথচ সে শক্তি থাকে না।

উদরাময়—মল তরল পীতবর্ণ এবং সময় সময় তৈলাক্ত সদৃশ। মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানি হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে এবং মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা হয়।

মূত্র—মূত্রপিণ্ড রক্তাধিক্য হয় এবং মূত্র অত্যন্ত অধিক Specific gravity যুক্ত হয় ও মূত্রে শর্করা (sugar) এবং অণ্ডলাল (albumen) বর্ত্তমান থাকে।

পিক্‌রিক্ এসিডের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ফস্‌ফরাস—ইহার সহিত পিকরিক এসিডের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া, লিঙ্গোদ্রেক, মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা, শিরঃঘূর্ণন, পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ফস্‌ফরাসের কার্য্যও মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। ফস্‌ফরাসে ইন্দ্রিয়সকল (senses) অত্যন্ত অধিকরূপ স্পর্শাধিক্য—গোলমাল, ঘ্রাণ ইত্যাদি রোগী সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে মস্তিষ্কে কষ্ট অধিক হয়, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। ফস্‌ফরাসে কটিদেশে যন্ত্রণাও থাকে, মনে হয় কটিদেশ যে কোন প্রকার সঞ্চালনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কটিদেশের স্থানে জ্বালাও করে, জ্বালা ঘর্ষণে উপশম বোধ হয়। ফস্‌ফরাসেও লিঙ্গোত্তেজনা অত্যন্ত অধিক হয় কিন্তু পিকরিক এসিডের ন্যায় তত অধিক লিঙ্গোদ্রেক (erection) হয় না অথচ কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

নাক্সভমিকা—মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতায় (brain fag) এবং পরিপাকক্রিয়া বিষয়ে ইহার পিক্‌রিক্ এসিডের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। অম্ল উদ্গার, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, উভয় ঔষধেই রহিয়াছে কিন্তু পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ নাক্সভমিকায় অত্যন্ত প্রবল।

অক্‌জেলিক এসিড—ফসফরাস অপেক্ষা পিক্‌রিক্ এসিডের সহিত ইহার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। কটি এবং উরুদেশে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং দুর্ব্বলতা পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, দুর্ব্বলতা ব্যতীত

কটিদেশে অসাড় ভার বর্ত্তমান থাকে। পিক্‌রিক এসিডে ভার বোধ (heaviness) অধিক থাকে। আর অক্‌জেলিক এসিডে অসাড় বোধ (numbness) অধিক থাকে। পদদ্বয় নীলাভ এবং শীতল হয়, রোগী সময় সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করে। সকল সময় পশ্চাদ্দেশে (back) প্রাদাহিক যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। অকজেলিক এসিডে সাধারণতঃ যন্ত্রণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে হইতে থাকে (a general symptom of Oxalic acid is pains coming in spots) এবং যন্ত্রণার বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

সালফার—মেরুদণ্ডের কটিদেশে রক্তাধিক্য হয় এবং রক্তাধিক্য হইয়া অর্দ্ধেক শরীর অর্থাৎ অর্দ্ধ নিম্নাঙ্গ সুড় সুড় বোধসহ অসাড় এবং পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়। এতদসহ মেরুদণ্ড উত্তপ্ত এবং প্রস্রাব অবরোধ হয়।

ফস্ফরিক এসিড—অত্যধিক কার্য্যবশতঃ কশেরুকা মজ্জার (cerebro spinal) অবসাদ উপস্থিত হয়। পড়াশুনা করিতে সামান্য চেষ্টা করিলেই মস্তক এবং সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারি বোধ হয়। অসাড়ভাব শিরঃঘূর্ণন, সুড় সুড় ও সূঁচ ফুটান বোধ বিশেষরূপে কটিদেশে প্রকাশ পায়। কটিদেশ এবং পদদ্বয় দুর্ব্বল বোধ করে অথচ যন্ত্রণা কোন প্রকার থাকে না, কেবলমাত্র ঈষৎ জ্বলন বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত মলত্যাগকালীন রেতঃস্খলন এবং লিঙ্গের শিথিলতা বর্ত্তমান থাকে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাতেও কটিদেশে যন্ত্রণা আছে উপবেশন অবস্থা হইতে প্রথম উঠিতে অত্যন্ত অধিক কষ্ট বোধ করে। ক্রমশঃ হাটাহাটিতে উপশম হয়। হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে, শিরঃঘূর্ণন হয়, রাস্তা পথের বাড়ীর কোণগুলি অতিক্রম করিতে ভয় পায়। ধ্বজভঙ্গ হয়, লিঙ্গ শিথিল এবং শুষ্ক হইয়া যায়। যন্ত্রনায় মলদ্বারের অস্থি খসিয়া পড়িতে চায়।

এলিউমিনা—ইহার লক্ষণ অনেকটা পিক্‌রিক এসিডের ন্যায় কিন্তু ইহাতে মেরুদণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, মনে হয় যেন উত্তপ্ত লৌহফলক ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। রোগী অন্ধকারে চলিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া যায় এবং পায়ের চেটোয়ও যন্ত্রণা বোধ করে।

সাইলিসিয়া—পিক্‌রিক এসিডের সহিত ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। রোগী কোন প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রম করিতে

ভয় পায়, সামান্য পরিশ্রমেই স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা প্রকাশ পায় হস্ত এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি এবং কটিদেশ অসাড় বোধ করে। রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য—মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়।

জিঙ্কাম—ইহাও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতায় এসিড পিক্‌রিক্‌ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কটিদেশের যন্ত্রণা last dorsal vertebra স্থানে অধিক হয়, মেরুদণ্ডের সর্ব্বস্থানে জ্বালা হয়, ডিমিতে সুড়সুড়ি বোধ হয়। হস্ত পদ কটিদেশ দুর্ব্বল। জিঙ্কামের সমুদায় স্নায়বিক লক্ষণ মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়।—

লিঙ্গোদ্রেক (Priapism):—পিক্‌রিক্‌ এসিড লিঙ্গোদ্রেক বিষয়ে সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার লিঙ্গোদ্রেক অত্যন্ত অধিক, লিঙ্গ অত্যন্ত শক্ত হয় এবং উদ্রেক (erection) অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। পিক্‌রিক্‌ এসিডে অতদসহ কশেরুকামজ্জার (spinal cord) রোগ বর্ত্তমান থাকে। রেতঃস্খলনও প্রচুর হয়। ইহাকে পুরুষের কামোন্মাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়—(ক্যান্থা, ফসফরাস)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—৬,৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়, সময় সময় ৬× চূর্ণর প্রয়োগ দেখা যায়—আমি ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।—

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্জেণ্টাম নাইট্রি, জেলস, কেলিফস্‌, ফস্ফরাস, এসিডফস, সাইলিসিয়া।—

রোগের উপশম—শীতল বাতাসে এবং শীতল জলে, শক্ত চাপে।

রোগের বৃদ্ধি—অতি সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, সঞ্চালনে, পড়াশুনায়, সিক্ত আবহাওয়াতে, নিদ্রার পর।

ভিরেট্রাম ভিরিডি (Veratrum Viride)

ইহার প্রুভিং ডাক্তার বার্ট সম্পাদন করেন। রক্ত প্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভিরেট্রাম ভিরেডি—বিশেষরূপে ফুস্ ফুস এবং মস্তিষ্কের মূল প্রদেশে অধিক রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে—কাজে কাজেই ইহা সর্দ্দিগর্ম্মি, নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থায় অধিক প্রয়োগ হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মস্তিকের মূলদেশ বিশেষভাবে রক্তাধিক্য হয়—এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থল, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলিতে রক্তের সমাবেশ হয় (congestions especially to the base of the brain)

২। জিহ্বার মধ্যস্থলের নিম্নে লাল রেখা দাগ প্রকাশ পায়। (red streaks down the middle).

৩। তরকা—দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়, মস্তক পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়, শিশু কাঁপিতে থাকে এবং ক্রমাগত মস্তক নাড়াইতে এবং ঝাঁকাইতে থাকে। (convulsion, dim vision, basilar meningitis, head retracted, child on verge of spasms, continual jerking or nodding of the head)

সাধারণ লক্ষণ

১। রক্ত প্রধান হৃষ্টপুষ্ট লোকদিগের উপযুক্ত ঔষধ।

২। নাড়ীর স্পন্দন হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থার নিম্নে চলিয়া আইসে—নাড়ী দুর্ব্বল, কোমল এবং ইণ্টারমিটেণ্ট—প্রকৃতির।

৩। সর্দ্দিগর্ম্মি—মস্তক রক্তাধিক্য হয়, ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে, গোলমাল সহ্য করিতে পারে না, দৃষ্টি ডবল অথবা আংশিক হয় (জেলসিমিয়ম গ্লোনয়ন)।

৪। তরুন বাত—তৎসহিত ভীষণ জ্বর, দ্রুত, শক্ত ভরাটে নাড়ী; সন্ধিস্থল এবং পেশীতে ভীষণ যন্ত্রনা, মূত্র লাল এবং স্বল্প।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ভিরেট্রাম ভিরিডির প্রধান কার্য্যই হইতেছে—মস্তিষ্ক, কাসেরুকামজ্জায়, স্নায়বীয় বিধান এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর। দ্বিতীয়তঃ পরিপাক ক্রিয়া, পেশী-মণ্ডল এবং চর্ম্মের উপর। মস্তিষ্কের মূলদেশে (base of brain) এবং মেরুদণ্ডের উর্দ্ধভাগে অধিক রক্তের সমাবেশ হইয়া ফুস্ফুস পাকা শয়িক স্নায়ুর (pneumogastric nerves) কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটায় এবং ইহাতে যে রক্তাধিক্যতা প্রকাশ পায়—তাহা পাকস্থলী, সমগ্র pharynx, গলনালী (oesophagus), হৃদপিণ্ড (heart) অর্থাৎ যে সমুদায় যন্ত্র ফুস্ফুস পাকাশয় স্নায়ুর শাসনাধীন—তাহাদিগেতে অধিক হয় এবং তাহাদিগের উক্তপ্রকার রক্তাধিক্যতা অবস্থায় ভিরেট্রাম ভিরেডি একটি অতি বৃহৎ ঔষধও বটে। (বেলেডনাতে সর্ব্বত্র রক্তাধিক্যতা অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে)। ভিরেট্রাম ভিরেডির হৃদপিণ্ড অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছ বলিয়াই জ্বরের প্রবল অবস্থায় অর্থাৎ কোন প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিলে রোগের প্রবলতা হ্রাস করিয়া দিতে সক্ষম হয়। অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে ভিরেট্রাম ভিরিডি মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিয়া জ্বর হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। ইহা কি প্রকার দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এলোপ্যাথিকে প্রবল জ্বর কমাইবার ঔষধ যেমন ফেনাসিটিন, বাইওকেমিকে সেই প্রকার ফেরাম ফস্ এবং হোমিওপ্যাথিকে ভিরেট্রাম ভিরিডি।

নিউমোনিয়া—এক সময়ে বিলাতের হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রিকা সমূহে, ভিরেট্রাম ভিরিডি দ্বারা নিউমোনিয়া আরোগ্য সংবাদের

অত্যন্ত আলোচনা দেখা গিয়াছিল কিন্তু ইদানীং ইহার আর তত আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিরেট্রাম ভিরিডিকে নিউমোনিয়ার প্রারম্ভ অবস্থার যে একটি অতি উত্তম ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, যে হেতু ভিরেট্রাম ভিরিডি রক্তের দ্রুত সঞ্চালন ক্রিয়াকে আয়ত্তাধীনে আনিবার অর্থাৎ হৃদপিণ্ডে অবসাদ উৎপন্ন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া ফুসফুসে অধিক রক্ত সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় ফুস্‌ফুসদ্বয় একদিকে যেমন আপনাআপনি existing engorgement অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে সুবিধা পায় আবার সঞ্চালন ক্রিয়া—অবসন্ন হওয়ায় ফুস্‌ফুস দ্বয়ে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনাও হ্রাস হয় কাজে কাজেই নিউমোনিয়ার সূচনায় (hepatization অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে) রক্তাধিক্যতা অবস্থা উপস্থিত হয়—তাহা দূরীভূত করিবার ভিরেট্রাম ভিরিডি একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ।

আমার মনে হয় নাড়ীর গতি অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া নিস্তেজ করিতে ভিরেট্রাম ভিরিডিকে ভিজিট্যালিসের নিম্নেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিকই এক সময়ে এইরূপ অবস্থায় ভিরেট্রাম ভিরিডির অত্যন্ত ব্যবহার ছিল, কাজেকাজেই অনেক রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগে মন্ত্রবৎ আরোগ্য হইতে এবং অনেক রোগীকে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াই ডাক্তার ন্যাস তাহার গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন—It was claimed that if we could control the quickened circulation so as to decrease the amount of blood forced into the congested lungs, that you thereby give the lungs a chance to free itself of the existing engorgement. When I was a young physician, I thought I have found a prize in this remedy. But one day I left a patient relieved by this remedy of an acute and violent attack of Pneumonia, to go to a town five miles distant and when I returned found my patient dead. Then I watched others treated with this remedy and found every little while a patient with Pneumonia dropping out suddenly when they were reported better (দ্রুত রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াকে

আয়ত্বাধীনে আনিতে পারিলে অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করিতে পারিলেই প্রাদাহিক রোগের বৃদ্ধি সূচনাতেই নষ্ট হইয়া যায় এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং ভিরেট্রাম ভিরিডির এইরূপ ক্ষমতা থাকায়, আমার চিকিৎসার শৈশবকালে, আমি এই ঔষধকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলাম—একবার একটি তরুন নিউমোনিয়া রোগীকে এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করি—রোগীর বাড়ী আমার বাসস্থান হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল ভিরেট্রাম ভিরিডি প্রয়োগ করিয়া পুনরায় যাইয়া দেখি—রোগী মারা গিয়াছে—ইহাব্যতীত অন্যান্য চিকিৎসকগণেরও আরো রোগী দেখিয়াছি, রোগ আরোগ্য হইবার মুখেই একদিন শুনিলাম রোগী মারা গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা আর অগ্নি লইয়া খেলা করা একই কথা। যাহারা হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করিতে সক্ষম নয়—তাহারা যেন ইহা সাধারণ ঔষধের ন্যায় নিম্নক্রম কিংবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার না করেন।

আজ কাল আর নিউমোনিয়ায় এই ঔষধের প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভিরেট্রাম ভিরিডিকে উক্ত রোগের প্রধান ঔষধ বলা যায় না। ইহার আমরা তিনটি কারণ দেখিতে পাই—প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত অবিচারিত ভাবে (indiscriminately) প্রয়োগ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ রোগীর অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল নাড়ীর গতি হ্রাস করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল—তৃতীয়তঃ দুর্ব্বল হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট রোগীদিগের এই ভীষণ হৃদপিণ্ড অবসাদক ঔষধ মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। এতদহেতুই সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি এই ঔষধ প্রয়োগ করা অত্যন্ত দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য এবং ইহাও নিশ্চয়ই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন কেন ইহা প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ।

আমাদের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রোগের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই নাড়ীর দ্রুতগতি আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া আসিবে। অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কখনই কেবল নাড়ীর গতি এবং হৃদ-পিণ্ডেরকার্য্যকে হ্রাস করিবার চেষ্টা করা ন্যায় সঙ্গত নয় (Veratrum Veride should not to given simply to bring down the pulse or control the hearts action, but like any other remedy for the totality of the symptoms—Dr. Allen)। এই ঔষধটির এইপ্রকার গুণ আছে বলিয়াই

অনেক নব্য চিকিৎসক প্রাদাহিক রোগে আশু উপকার দেখাইয়া নাম কিনিবার নিমিত্ত যত্রতত্র অবিচারিত ভাবে প্রয়োগ করিয়া এই দুর্নাম আনয়ন করিয়াছে। স্থান বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। সবল হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি এই ঔষধটি ব্যবহার করিলে বিশেষ ভয়ের কারণের কোন সম্ভাবনা হয় না এবং জ্বরের প্রবলতা হ্রাস করিয়া রোগীকে আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ভিরেট্রাম ভিরিডি দ্বারা জ্বর হ্রাস হইলেও নাড়ীর স্পন্দনের হ্রাস অধিক হয় না—অথচ দুর্ব্বল এবং কোমল হয়—(Its first curative effect is to render the pulse softer and weaker without much lessening its frequeney—Dr. Lawrie) ইহা জ্বরের উপশমের স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি সচরাচর নিউমোনিয়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয় অর্থাৎ যখন প্রদাহ হইয়া ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইতে থাকে সেই অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য অবস্থা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই—হৃদপিণ্ডের ভীষণ উত্তেজনা, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন, উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলেই মূর্চ্ছার উপক্রম, বমনেচ্ছা, জিহ্বার মধ্যপ্রদেশের নিম্নে লাল রেখা দাগ (well defined red streak right through the middle of the tongue) এবং প্রবল জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিরেট্রাম ভিরেডির জিহ্বার উক্ত প্রকার লালরেখা একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে।

সুতিকাক্ষেপ (**Puerperal Convulsion**)—সুতীকাক্ষেপেও ভিরেট্রাম ভিরেডির প্রয়োগ দেখা যায়। মস্তিষ্ক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। রোগী জ্ঞানশূন্য হইয়া সংন্যাস অবস্থার ন্যায় পড়িয়া থাকে, যেন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল বর্ণ এবং উষ্ণ; জিহ্বা ভার ভার, নাড়ী ভরাটে এবং শক্ত অথচ মৃদু এবং ইণ্টারমিটেণ্ট (slow full pulse hard as iron and intermittent)

ধনুষ্টঙ্কার (**tatenus**) কোনপ্রকার ক্ষতের ভীষণ যন্ত্রণা হেতু ধনুষ্টঙ্কারের আশঙ্কা হইলে (in impending tetenus) ভিরেট্রাম ভিরেডি—তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ (হাইপারিকাম)।

অন্ননালী প্রদাহ (Oesophagitis)—খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণে অগ্নিবৎ জলনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। ভিরেট্রাম ভিরেডি সচরাচর আঘাত প্রাপ্ত হেতু এইপ্রকার রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ১x অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ—জেলসিমিয়াম, ব্যাপ্টিলিয়া, বেলেডনা, একোনাইট, ফেরাম ফস।

এগনাস ক্যাসটাস (Agnus castus)

ইহা এক প্রকার গুল্মবিশেষ। সন্ন্যাসিনী এবং বিধবা স্ত্রীলোকেরা কাম প্রবৃত্তি দমনার্থ ইহা ব্যবহার করিতেন। ইহাতে কাম প্রবৃত্তি দমন হয় বটে কিন্তু কামশক্তি নষ্ট হয় না। এগনাস ক্যাস্টাসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে জননেন্দ্রিয়ের উপর। ইহা লিঙ্গের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসাদ, স্নায়বীক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ে যদিও ইহার কার্য্য প্রকাশ পায় কিন্তু পুং জননেন্দ্রিয়ে অধিক প্রকাশ পায়।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। অন্যমনস্ক, চিন্তাশক্তির অভাব, কোন কথা মনে রাখিতে পারে না। এক একটি কথাকে ২।৩ বার করিয়া পড়িতে হয় (ফস্ফরিক এসিড, সিপিয়া)।

২। সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গ শিথিল, শীতল। সহবাস ইচ্ছা কিংবা শক্তি থাকে না (ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম)। পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগবশতঃ ধ্বজভঙ্গ।

৩। অকাল বার্দ্ধক্য, বিমর্ষ, উদাসীন, নিরুৎসাহ, আত্মগ্লানি—অল্পবয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা রেতঃস্খলন হেতু প্রকাশ পায়।

৪। স্তনদাত্রী স্ত্রালোকের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারের অভাব অথবা দুগ্ধ বন্ধ (এসাফিটিডা, ল্যাক ক্যান, ল্যাক ডি ফ্লোর), এতদসহ রোগী অনেক সময় অত্যন্ত বিমর্ষ থাকে, রোগী বলে "আমি মারা যাইব।"

সাধারণ লক্ষণ

১। পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগবশতঃ ধ্বজভঙ্গ।

২। প্রমেহ অবরুদ্ধ হেতু রোগ।

৩। পুরাতন প্রমেহসহ (gleet), সহবাসের ইচ্ছা এবং লিঙ্গোদ্রেকের অভাব।

৪। শ্বেতপ্রদর—স্বচ্ছ কিন্তু কাপড়ে দাগ হয়। শিথিল স্থান হইতে অসাড়ে স্রাব হয়।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency)—এগনাস ক্যাসটাসের পরিচয় ধ্বজভঙ্গেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই জননেন্দ্রিয়ের উপর। অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, রেতঃপাত, পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগ, গ্লিট ইত্যাদি জনিত ধ্বজভঙ্গে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এগনাস ক্যাসটাস সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গে প্রয়োগ (complete impotency) হয়। লিঙ্গ শিথিল এবং শীতল, কিছুমাত্র উত্থান শক্তি থাকে না, সহবাস ইচ্ছা থাকে না।

ইহাতে আর এক প্রকার লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনে অত্যধিক সহবাস ক্রিয়া কিংবা রেতঃস্খলনহেতু যদিও লিঙ্গের উত্থান শক্তি রহিত হয় অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও কামপ্রবৃত্তি ১৮।২০ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় প্রবল থাকে অথচ সঙ্গম ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অক্ষম (physically impotency)—এইরূপ অবস্থায়ও এগনাস ক্যাসটাস উত্তম কার্য্য করে।

যে সমুদায় স্ত্রীলোক অবিবাহিত অবস্থায় গোপনে গোপনে অত্যধিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের সহবাস ক্রিয়ায় সুখ বোধ থাকে না (no sexual thrill) সেইরূপ স্থলেও এগনাস ক্যাসটাস নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকার রোগগ্রস্থ ব্যক্তিতে সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা রেতঃস্খলন হইতে থাকে (they suffer from constant dribbling of semen)।

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, রোগযুক্ত, বিষাদপূর্ণ, উদাসীন, অকাল বার্দ্ধক্যবৎ চেহারা (premature old age), স্মরণশক্তিহীন কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না। একটি কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ করে, বিগত পাপ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত, চিন্তিত।

দুগ্ধ লোপ (Agalactia)—প্রসবান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ প্রকাশ না পাইলে অনেক চিকিৎসক এগনাস ক্যাসটাসকে প্রাধান্য দেন। দুগ্ধ প্রকাশ পাইয়াও কয়েকদিন পর পুনরায় বন্ধ হইলে অথবা শুষ্ক হইয়া থাকিলে এগনাস ক্যাসটাসই প্রয়োগ হয়। এইরূপ অবস্থায় এগনাস ক্যাসটাস নির্ব্বাচন করিতে হইলে রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, রোগী অত্যন্ত বিষাদক্ত, দুঃখিত এবং বিমর্ষ।

দুগ্ধ হ্রাস এবং বৃদ্ধির সমগুণ ঔষধসমূহ

আর্টিকা ইউরেন্স—স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার না হইলে এবং ইহার সহিত যদি আর কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ ও কারণ বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে আর্টিকা ইউরেন্সকেই প্রাধান্য দিবে এবং আর্টিকা ইউরেন্সই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। ইহা পালসেটিলা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

রিসিনাস কমিউনিস—ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। সর্ব্বদা নিম্নক্রম ৩x আভ্যন্তরিক দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তনে ক্যাষ্টর অয়েলের প্রলেপ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। প্রলেপে শীঘ্রই দুধের সঞ্চার হয়।

এসাফিটিডা—হঠাৎ দুগ্ধ হ্রাস কিংবা শুষ্ক হইয়া গেলে এসাফিটিডা নিম্ন ক্রম ৬x ব্যবহারে শীঘ্র দুগ্ধ ফিরিয়া আইসে। কলমি শাক খাওয়াইলে কিংবা ভ্যারেণ্ডা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে স্তন ধুইয়া ফেলিলেও দুগ্ধ বাড়ে।

ল্যাকডিফ্লোরেটাম—৩০ দুগ্ধক্ষরণ হ্রাস হইয়া যায় এবং তদহেতু স্তনের আকারও ছোট হইয়া যায়। ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ আসিতে দেখা গিয়াছে।

পালসেটিলা—৩০ স্তন স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইলে এবং যদি যথেষ্ট দুধের সঞ্চার না হয় কিংবা ৬ধ আদপেই না আইসে তাহা হইলে পালসেটিলার ধাতুগত লক্ষণ ক্রন্দন এবং বিষাদ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম সালফ ১২x চূর্ণ এবং পালসেটিলা ৩ হঠাৎ স্তনে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে হ্রাস করিতে এই দুই ঔষধকে চিন্তা করিবে। মসুর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও দুধ কমিয়া যায়।

ল্যাক্ ক্যানাইনাম—৩০ স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিতে ল্যাক-ক্যানাইনাম এবং পালসেটিলা উত্তম ঔষধ। প্রসবের পর সন্তানের মৃত্যু হইয়া গেলে স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিতে এই দুইটাই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ (when a mother lost her infant and it is necessary to dry up the milk, Lac. C. and Pulsatilla are the best remedies for this purpose, when no symptoms are present. They will do it speedily.)

এসাফিটিডা—৬x অন্তঃসত্বাবস্থা ব্যতীত অন্য সময়েও স্ত্রীলোকের স্তনে অনেক সময় দুধের সঞ্চার হইতে দেখা যায় তাহাতে এসাফিটিডা

উত্তম কার্য্য করে (**women who are not pregnant sometimes have the breasts full of milk—Asafœtida**)।

শ্বেত প্রদর—যোনিদেশের শিথিলতাবশতঃ অসাড়ে শ্বেত প্রদর স্রাব হইতে থাকে। স্রাব হইতেছে তাহা রোগী জানিতে পারে না। স্রাব পরিষ্কার ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় স্বচ্ছ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসকই নিম্ন ক্রমের পক্ষপাতী কিন্তু আমি ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি এবং আমার মনে হয় ২০০ শক্তি অধিক ফলপ্রদ।

এগনাস ক্যাসটাসের পর—লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় অথবা ধ্বজভঙ্গে ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কোলিনসোনিয়া (Collinsonia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কোলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্সিস। ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ। বস্তি কোটরে এবং যকৃত প্রদেশে রক্তাধিক্য হইয়া অর্শ এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য স্ত্রীলোকে বিশেষতঃ অন্তঃসত্বাবস্থার শেষদিকে প্রকাশ করে। ইহার ব্যবহার অর্শ রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পুরাতন রক্তস্রাবী যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ। মনে হয় যেন মলদ্বারে কাঠের কুচি, বালি কিংবা পাথরের কুচি এই প্রকার দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে। গর্ভাবস্থায় অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় জোনিদ্বার চুলকানি তদসহ অর্শ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অত্যন্ত পেটফাঁপা।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃৎপিণ্ড রোগ হইতে উদরী।

২। অর্শ এবং অজীর্ণ রোগপ্রবণ ব্যক্তিতে হৃৎস্পন্দন।

হৃৎপিণ্ডের রোগ আরোগ্যের পর পুরাতন অর্শ অথবা অবরুদ্ধ ঋতুর প্রকাশ।

অর্শ—কোলিনসোনিয়ার কার্য্য অর্শতেই আমরা অধিক দেখিতে পাই। কিন্তু চিকিৎসকগণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের অর্শে ইহাকে অধিক প্রাধান্য দেন। অর্শ রক্তস্রাবী এবং যন্ত্রণাযুক্ত, ইহার যন্ত্রণা অনেকটা ইস্কিউলাসের ন্যায়—মনে হয় মলদ্বারে কাঠের কুচি, বালি, এই প্রকার দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে। ইস্কিউ-লাসের সহিত কোলিনসোনিয়ার অর্শ রোগে যদিও সাদৃশ্য রহিয়াছে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। (১) ইস্কিউলাসে—মলদ্বারের পরিপূর্ণতা বোধ (sensation of fullness) কোলিন্‌সোনিয়ায় থাকে না (২) ইস্কিউলাস অর্শে রক্তস্রাব কদাচিত হয়, কোলিনসোনিয়া অর্শে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়, (৩) ইস্কিউলাসে কটিদেশে বেদনা টাটানি থাকে, কোলিনসোনিয়ায় থাকে না (৪) ইস্কিউলাসে কখন কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে আবার কখন কখন থাকে না। কোলিন-সোনিয়ায় অত্যন্ত কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে এবং তদহেতু শূল যন্ত্রণাও থাকে। অর্শ রোগ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে কোলিনসোনিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তার লডলামের সাক্ষ্য নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"We have often, he says. ' used this remedy in hospital and private practice. It seems specially adapted to women, and to those women who have haemorrhoids either during or as a sequel to, pregnancy and parturition, or in complication with obstinate constipation

or chronic inflammation with slight displacement of the womb, For the first of these cases, where the trouble dates from gestation or from labour, or from both, and the condition has become chronic, there is no remedy to compare with it for efficacy, We have cured a dozen cases of this kind that have been sent to us by physicians from as many states, with the Collinsonia in the 3rd dilution, And the College class can bear witness to its remarkable efficacy in many such cases in our clinic at the Hahnemann Hospital when the haemorrhoids are associated with constipation and with a mild form of retroflexion or retroversion and specially with prolapse of the uterus, it will often relieve the whole difficulty—Dr, Ludlam

কোষ্ঠ কাঠিন্য—কোলিনসোনিয়ার কোষ্ঠ কাঠিন্য অত্যন্ত ভীষণ। মল শুষ্ক, অর্শের বলি সময় সময় বাহির হইয়া পড়ে। অন্তঃসত্বাবস্থায় কোষ্ঠ কাঠিন্য। কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়। কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ অত্যন্ত পেট ফাঁপা।

হৃৎস্পন্দন—অর্শ এবং অজীর্ণ রোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের হৃৎস্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত অথচ দুর্ব্বল। হৃৎস্পন্দন আরোগ্য হইলে পুরাতন অর্শ অথবা আবদ্ধ ঋতু (suppressed menses) স্রাব প্রকাশ পায়।

যোনিদ্বার চুলকানি (Pruritus Valva)—অন্তঃসত্বাবস্থার শেষদিকে যোনিদ্বার চুলকানির কোলিনসোনিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus of uterus)—পডফাইলাম যে প্রকার উদরাময় সহ জরায়ু নির্গমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ কোলিনসোনিয়া সেই প্রকার কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ জরায়ু নির্গমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা ৬x। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষে উচ্চক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইস্কিউলাস, এলোজ, নক্সভমিকা।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, কিংবা উত্তেজনায়, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক বহুদিন যাবৎ ভীষণ শূল যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়া উপশম না পাওয়ায় আমি তাহাকে কোলিনসোনিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। স্ত্রীলোকটির ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য তদসহ অত্যন্ত পেট ফাঁপা এবং অর্শ রোগ ছিল। —ন্যাস।

২। একজন রোগী ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্যে ২ বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল ২ বৎসরে সপ্তাহে ২ বার করিয়া মলত্যাগ হইয়াছে এবং তাহাও তীব্র বিরেচক ঔষধ, সেবন করাইয়া। এই প্রকার ঔষধ সেবনে মলত্যাগের পর ২।৩ দিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিত। ডাক্তার ন্যাস তাহাকে কোলিনসোনিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন—ন্যাস।

৩। এক নয় বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের সর্ভাবস্থায় অত্যন্ত কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল এবং প্রত্যেক গর্ভাবস্থায় এইরূপ কোষ্ঠ কাঠিন্য হইত। ছয় দিবস মল-ত্যাগ হয় নাই; তদসহ বমনেচ্ছা শিরঃপীড়া, ক্ষুধালোপ, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। তাহাতে কোলিনসোনিয়া প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৪। এক ৮ মাস অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক তাহার জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া প্রদাহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য সে বেড়াইতে, বসিতে এবং শয়ন করিতে পারিত না। প্রদাহিত স্থান অত্যন্ত চুলকাইত এবং চুলকাইতে চুলকাইতে যন্ত্রণা হইত। ডাঃ কুলিং তাহাকে কোলিনসোনিয়া ৬× সেবনে আরোগ্য করেন।

আর্সেনিক আইওডেটাম
(Arsenic Iodatum)

এই ঔষধটি ডাক্তার বীবি এবং ডাক্তার ব্ল্যাকলি (Dr. Beebe and Blakely) নিজ শরীরে প্রুভিং কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রুভিংএ তাহারা ১ × এবং ২ × ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আর্সেনিক আইওডেটামে যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষতকারক স্রাব এবং গ্রন্থির প্রস্তরবৎ স্ফীতি এই দুইটী লক্ষণ অধিকরূপ প্রকাশ থাকে।

কর্কট রোগ (Cancer)—কর্কট রোগে ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। Lupus, এপিথিলিওমা (Epithelioma) ইত্যাদির আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। (It has been of the highest use in cancerous affection and has cured lupus and epithelioma) ইহার জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায়। অনেক স্থলে দেখা যায় আর্সেনিকে উপকার না হইলে আর্সেনিক আইওডে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আর্সেনিক আইওডে কঠিনতা (hardness) লক্ষণটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক (Induration is a strong feature, sometimes in glands in ulcers, in skin affections)। স্ত্রীলোকের জরায়ুর কর্কট রোগে আর্স আইওড ব্যবহারে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই এইরূপ দেখা গিয়াছে। জ্বালাযন্ত্রণা হ্রাস করিয়া দেয়। He reports a cure of a malignant looking axillary induration by it, and a similiar condition of the cervix uteri, suggesting scirrhus, has more than once disappeared—Dr. Hughes.

সর্দ্দি—জলবৎ তরল প্রচুর যন্ত্রণাযুক্ত সর্দ্দি স্রাব হয়, স্রাব ক্ষতকারক, স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে খুব হাঁচিও থাকে। পুরাতন সর্দ্দিতে উত্তম কার্য্য করে, নাসিকার ভিতরে ঘা হইয়া যায়। জলবৎ তরল স্রাব ব্যতীত পীত কিংবা পীতাভ সবুজ মধুর ন্যায় স্রাবও তরল সর্দ্দির সহিত বর্ত্তমান

থাকে। এই প্রকার সর্দ্দি স্রাব আর্সেনিকেও রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিক আইওডে আইওডিন থাকা হেতু চুয়ালের গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান থাকা খুব সম্ভাবনা।

থাইসিস—থাইসিসে আর্স আইওডের ব্যবহার দেখা যায়। গলার স্বর বসিয়া যায়, কাশি লাগিয়া থাকে, প্রচুর পুঁজবৎ গয়ের ওঠে, বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা বোধ করে, রোগী শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে—এবং ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। থাইসিস রোগীর উদরাময়ে রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে অথচ ক্ষুধা রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে আর্স আইওড নির্ব্বাচন হয়। কণ্ঠনালীর থাইসিসেও আর্স আইওড উত্তম কার্য্য করে, স্বর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বসিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং হাঁপানির ন্যায় হয়। আর্স আইওড থাইসিসের ক্ষতের অবস্থার একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ—(It is a very useful remedy in ulcerative conditions during phthisis), সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন স্থলে বগলের গ্রন্থির স্ফীতিও থাকে। আর্স আইওড থাইসিসে নির্ব্বাচন করিতে হইলে গলদেশের কিংবা অন্য স্থানের কোন প্রকার গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান আছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আর্স আইওডে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয় না বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে (আইওডিন) ইহাতে দক্ষিণ ফুস ফুস বিশেষতঃ উৰ্দ্ধ অংশ অধিক আক্রান্ত হয় (নিম্ন অংশ আক্রান্ত হয়—কেলিকার্ব্ব)। (বাম ফুস্‌ফুসের নিম্ন অংশ আক্রান্ত হয়—নেট্রাম সালফ)। ডাক্তার নিমেয়ার, নানকিভেল, পোপ, মিলার নিকোল প্রভৃতি চিকিৎসকগণ রক্তস্রাবযুক্ত থাইসিস রোগে আর্স আইওডকে অধিক উপযুক্ত বলেন।

রাত্রিতে, শয়নে, উঁচু স্থানে আরোহণে, উপর তলায় যাইতে, শারীরিক পরিশ্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

চর্ম্মরোগ—আর্স আইওড বিচর্চ্চিকারূপ (psoriasis) চর্ম্মরোগ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মৎস্যের আঁসের ন্যায় সাদা সাদা শুষ্ক চর্ম্ম পাতলা পাপড়িবৎ গাত্র ত্বক হইতে ঝড়িয়া পড়িতে থাকে। এই প্রকার শুষ্ক চর্ম্মপাপড়ি বড় বড় আকারে হয়, চর্ম্মপাপড়ি উঠিয়া স্থান লালবর্ণ হয় (The scales are

thin and whitish and when removed leave the skin slightly reddened)। রোগীর শরীর কার্য্যবশতঃ উষ্ণ হইলে উক্ত চর্ম্মরোগযুক্ত স্থানসমূহ অধিক চুলকায়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব ক্ষতকারক, প্রচুর জগনযুক্ত, রক্তমাখা, গাঢ় অথবা পাতলা পীতবর্ণ।

জ্বর—জর পালটাইয়া পাল্টাইয়া হয়। প্রচুর নৈশঘর্ম্ম হয়, সমুদায় শরীর ভিজিয়া যায়। শীত শীত বোধ করে অথচ ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। যকৃৎ, প্লীহা, মেসেণ্টি্ক গ্রন্থি, কুচকির গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হয়। যকৃত প্লীহাযুক্ত পুরাতন জরে উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ২x, ৩x, ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়। মিলার, পপ, নানকেভিল প্রভৃতি ডাক্তারগণ থাইসিসরোগে ৬x চূর্ণ পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, টিউবার কিউলিন।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে, শয়নে, উচ্চ স্থানে আরোহণে, উপর তলায় উঠিতে, শারীরিক পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে অথবা মস্তক উঁচু করিয়া শয়নে।

হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিস
Hydrastis Canadensis

হাইড্রাস্টিস্ ক্যানাডেনসিসের কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অধিক প্রকাশ পায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শিথিলকরতঃ ঘন পীতবর্ণ রজ্জুবৎ লম্বা স্রাব নিঃসরণ করায়। এতদ্ব্যতীত পরিপাক ক্রিয়ার রস নিঃসরণ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য আনয়ন করিয়া থাকে ও গ্রন্থিসমূহের কার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কর্কটরোগ—শক্ত, সংযোগবিশিষ্ট (adherent) চর্ম্ম ছোপ ছোপ দাগযুক্ত (mottled), ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা যেন ছুরী দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে। স্তনের বোঁটাভিতরদিকে প্রবিষ্ট।

২। শ্বেতপ্রদর এবং সমুদায় স্রাবই পীতবর্ণ রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে।

৩। পাকস্থলী খালি খালি শূন্য বোধ (gone empty feeling of stomach)।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখবিবর ক্ষতযুক্ত, জিহ্বা বৃহৎ এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

কর্কটরোগ—(Cancer)—কর্কটরোগে হাইড্রাসটিসের অত্যন্ত সুনাম দেখা যায়। ইহার দ্বারা অনেক দূষিত কর্ককটরোগ আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার ব্যবহার কর্কটরোগে সর্ব্বপ্রথম ডাঃ প্যাটার্সন প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ডাক্তার প্যাটার্সন কষ্টিকে হাইড্রাসটিসের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

ডাঃ হ্যাষ্টিংস এবং ব্র্যাডস ইহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে পরিণত করেন কিন্তু ইহারা কর্কট রোগে ইহার বিশেষ উপকার দেখিতে পাইলেন না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বেইস, মারষ্টন এবং ম্যাক্লিমণ্ট ইহার অত্যন্ত উপকারিতা ঘোষণা করেন। ইহা প্রয়োগে সর্ব্বত্রই কর্কট রোগের যন্ত্রণা অতি অল্প সময়ে উপশম হইতে দেখিয়াছেন এবং রোগীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানে লোসনরূপে বাহ্যিক প্রলেপও দিয়াছিলেন। ইহা ব্যবহারে সময় সময় এত শীঘ্র উপসর্গ হ্রাস হয় যে অস্ত্র চিকিৎসকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

ডাক্তার বেইস বলেন, অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি কর্কট রোগগ্রস্থ রক্ত ব্যাধিতে এবং ওষ্ঠের কিংবা জরায়ুর অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানের কর্কট রোগে হাইড্রাসটিসের বিশেষ কার্য্য পাওয়া যায় নাই, যে প্রকার কার্য্য ইহার গ্রন্থির উপর যেমন স্তনের কর্কটরোগে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থির দূষিত কর্কটরোগেও ইহার কার্য্য অব্যর্থ বলিলেই হয় (His final conclusion is that it has no influence over the cancerous dyscrasia and is or little use in epithelial or uterine carcinoma, but that in scirrhous tumors developed in glandular structure, as in that of the breast, it is often of great value though a specific influence upon the gland itself). স্তনের কর্কটরোগ যদি ইহাতে উপকার না হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে গ্রন্থি (gland) ভিতরে গভীররূপে প্রবেশ করিয়া সংযোগ (adherent) হইয়া গিয়াছে এবং টিস্থ সমুদায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার গটারিজ (Dr, Goteridge) তাহার অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন—I should conted, led by my experience that the Hydrastis treatment is the very best yet known for this dire disease, It improves the appetite and condition of the patient generally, under its use the complxion alters and the state of the blood improves. It marvellously alleys the pain of cancer, in this respect altogether surpassing opium, morphia, or any so-called anodyne. It retards the growth of cancer.)

ডাক্তার ক্লিফটন বলিতেছেন—"I may say", he adds that Hydrastis Canadensis has been found more beneficial than any other drug.

ডাক্তার কিড বলিতেছেন—"In an extensive practice during thirty years" he writes, I have been three times encourged as to the possibility of curing cancer." In two of the cases he refers to incipient scirrhus of the breast, of undoubted maligmancy complete recovery took place under our present medicines.

ডাক্তার ফ্যারিংটন কর্কট রোগে ইহাকে অধিক উচ্চস্থান দেন না। তিনি জরায়ুর কর্কট রোগে ইহা ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পান নাই। তিনি জ্বলন নিবারণে আর্সেনিকই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। হাইড্রাসটিসের কর্কট রোগে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—ইহার উপকারিতা গ্রন্থির কর্কট রোগে অধিক প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় হাইড্রাসটিসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ। কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রশংসা রহিয়াছে। ডাক্তার হ্যাষ্টিংস্, বেইস্, রবার্টসন, ব্র্যাড্স্, হিউজ ইঁহারা সকলেই ইহার বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ রজার্সন বলেন—নিশ্চেষ্ট, অলস প্রকৃতি লোক এবং যাহারা কথায় কথায় বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করে তাহাদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার হিউজ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিতেছেন—I have tried various dilutions and modes of administration, but have found the best to consist in giving a drop of the mother tincture in water before break fast, at first every day, and then at increasing intervals. ডাক্তার গ্রাস শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যতেও হাইড্রাস্টিস্ ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন।

মল গুট্‌লে গুট্‌লে শক্ত। মলত্যাগের কোন ইচ্ছা হয় না, পুরাতন কোষ্ঠ-কাঠিন্যে যখন এনিমা (enema) আর কাজ করে না এবং যখন মল অন্ত্রের উচুতে থাকে, মলদ্বারে আসে না। এইরূপ অবস্থায় হাইড্রাসটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব পীতবর্ণ চট্‌চটে, গাঢ়, টানিলে রজ্জুবৎ লম্বা হইয়া যায় (কেলিবাই)। লম্বা দড়ির ন্যায় ঝুলিতে থাকে। জননেন্দ্রিয় চুলকায়, স্রাব ক্ষতকারক, স্থান হাঁজিয়া যায়।

চর্ম্মরোগ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানের ক্ষতে কিংবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান স্রাবে হাঁজিয়া গেলে হাইড্রাস্‌টিস্ প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। পুরাতন ক্ষতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনের বিদারণে, শিশুদিগের মলদ্বার, কুঁচকি, বগল ইত্যাদি স্থানের ছাল উঠায় বহিক প্রয়োগও হয়, (In most forms of chronic ulcer, its application is beneficial and as a glycerole, it is very healing to excoriations as of the nipple, to fissures, and to intertrigo)। ডাক্তার ফিলিপ দুইটি মুখমণ্ডলের কর্কটরোগসদৃশ ক্ষত (rodent ulcer) এবং ডা: ম্যাক্লিমণ্ট এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া তিনটি বৃক্ রোগ (lupus—a slow tubercular affection, occuring especially about the face, commonly ending in ragged ulcerations of the nose, cheeks, forehead, eyelids and lips, which it destroys like a wolf) আরোগ্য করিয়াছেন, ডাক্তার জুষেটও এই কথা সমর্থন করেন। ডাক্তার জুষেট আরও বলেন যে প্রকৃত কুষ্ঠ রোগের দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষত অবস্থায় হাইড্রাসটিস্ প্রয়োগে অতি সুন্দর ফল পাইয়াছেন। তিনি এই অবস্থায় হাইড্রাসটিস্ মূল অরিষ্ট সেবন করাইতেন এবং বাহ্যিক পাঁচ কিংবা দশ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে দিতেন। বৃকরোগেও (lupus) এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা, পিপাসা থাকে না, খাদ্যদ্রব্যের উপর অরুচি এবং ঘৃণা বোধ। যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আহার করা যায় তাহাতেই

যেন পাকস্থলীর গোলযোগ হয়। ফস্ফরাস এবং ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য সমুদায় বমন হইয়া উঠিয়া যায় অথচ জল এবং দুগ্ধ থাকিয়া যায়। উদ্গার অম্ল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। হাইড্রাসটিসে পাকস্থলী খালি খালি বোধ এবং তদসহ সামান্য যন্ত্রণা (dull aching pain in stomach with weak, faint feeling) একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই প্রকার লক্ষণ সিপিয়া এবং ইগ্নেসিয়াতেও প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু সিপিয়ায় জরায়ুর রোগ থাকা প্রয়োজন আর ইগ্নেসিয়া সম্পূর্ণ স্নায়বীক। হাইড্রাসটিস্‌কে কোন রোগে চিন্তা করিতে হইলে এই কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধ ও তদসহ খাদ্যদ্রব্যে অরুচি এবং মলত্যাগে ইচ্ছাশূন্য কোষ্ঠকাঠিন্য (Empty faint feeling in stomach with loathing of food and obstinate constipation with no desire for stool is a combination that must generally have Hydrastis)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ক্রোকাস স্যাটাইভা (Crocus Sativa)

ইহা উদ্ভিদ্‌জাত ঔষধ। ইহার ফিজিওলজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—তিনটিস্থানে ইহার কার্য্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

প্রথমতঃ—কাশরুকা মাজ্জার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হিষ্টিরিয়া এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়।

দ্বিতীয়তঃ—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ শিরা রক্তাধিক্য করিয়া রক্তস্রাব আনায়ন করে।

তৃতীয়তঃ—ইহা রক্তের উপাদানের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তকে কৃষ্ণবর্ণ ও রজ্জুবতে পরিণত করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মানসিক লক্ষণের দ্রুত এবং অত্যধিক পরিবর্ত্তণ (Frequent and extreme changes in sensation) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রফুল্লতা হইতে হঠাৎ অত্যন্ত অধিকরূপ বিষাদ অবস্থায় পরিণত হয়।

২। অধিকরূপ আনন্দ, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রত্যেককে চুম্বন খাইতে উদ্যত হয় আবার তৎপর মূহূর্ত্তেই ক্রোধ উপস্থিত হয়।

৩। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, দড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া ঝুলিতে থাকে।

৪। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চট চটে, প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত দড়ির ন্যায় হইয়া যায়। রক্তসহ কপালে বড় বড় ফোঁটা আকারে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

৫। পাকস্থলী, নিম্নোদর, জরায়ু, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি এবং শরীরের অন্য কোন স্থানে যেন কোন জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

৬। শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট পেশীর বিশেষতঃ অক্ষিপুটের আনর্ত্তন।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া স্ত্রীলোকের ঋতু একেবারে বন্ধকালীন।

২। দৃষ্টি অপরিষ্কার মনে হয় সমুদয় ঘর যেন ধোঁয়াতে পূর্ণ হইয়াগিয়াছে। কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস চক্ষুতে লাগিতেছে কিংবা অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিল। চক্ষু জোর করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়।

——

রক্তস্রাব—ক্রোকাস স্যাটাইভা রক্তস্রাবের একটি মহৎ ঔষধ। রক্তস্রাব নাসিকা, জরায়ু, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরের যে কোন স্থান হইতে হউক যদ্যপি রক্ত কৃষ্ণবর্ণপিচের ন্যায়, চট্ চটে, চাপ চাপ এবং টানিলে রজ্জুবৎ লম্বা হয় তাহা হইলে ক্রোকাস স্যাটাইভাকে স্মরণ করিবে। ক্রোকাস স্যাটাইভার রক্তস্রাবের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ইহা ব্যতীত ক্রোকাসে এক অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে রোগী পাকস্থলী, কিংবা নিম্নোদরে কিংবা শরীরের অন্যত্র যেন কোন একটি জীবন্ত পদার্থ ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ করে। (sensation as of something moving, or hopping about in the stomach, abdomen uterus or chest) কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তস্রাব ক্রোকাস ব্যতীত নিম্ন ঔষধ সমূহতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্ল্যাটিনা—ইহারও রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইহাতে কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

ক্যামোমিলা—ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং রোগীর সহ্যগুণ অত্যন্ত কম।

হিষ্টিরিয়া—মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। রোগী পর্য্যায়-ক্রমে প্রফুল্ল এবং বিমর্ষ। রোগী প্রফুল্ল অবস্থায় আনন্দে নাচে, গান গায় হাসে, শিষ দেয়, সকলকে চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। বিমর্ষ অবস্থায় ক্রন্দন করে, রাগান্বিত হয়, সকলকে গালাগালি করে এবং তৎপর অনুতপ্ত হয়। ক্রোকাস রোগীর যে মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা অত্যন্ত হঠাৎ পুনঃ পুনঃ এবং অত্যন্ত অধিকরূপ (frequently and extreme changes in sensation)। অত্যন্ত আনন্দ অবস্থা হইতে অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থা উপস্থিত হয় (from the greatest hilarity to the deepest despondency—Ign. Nuxm)

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ চটচটে রজ্জুবৎ লম্বা প্রত্যেক ফোঁটাকে টানিলে দড়িরমত লম্বা হইয়া যায়। মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম বড় বড় বিন্দু আকারে প্রকাশ পায় (শীতল ঘর্ম্ম অথচ পাখার বাতাস চায়, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ—কার্ব্বভেজ।) এই প্রকার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বাড়ন্ত প্রকৃতির শিশুদিগেতেও দেখা যায়—কেলকেরিয়া, ফস্ফরাস)

তাণ্ডব রোগ—ক্রোকাসে তাণ্ডব রোগে এক একটি পেশীর আনর্ত্তন (twitching) হয় (ইগ্নেসিয়া, জিঙ্কাম) বিশেষরূপে অক্ষিপুটের অধিক হয় (এগারিকাস) এই প্রকার আনর্ত্তন হিষ্টিরিয়া রোগীর মধ্যে সাধারণতঃ অধিক প্রকাশ থাকে।

শিরঃপীড়া—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধকালীন শিরঃপীড়া হয়। শিরঃপীড়া দপদপানি প্রকৃতির, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অধিক হয়।

চক্ষু—চক্ষু যেন ধোঁয়াতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে অথবা যেন কাঁদিতেছে অথবা যেন শীতল বায়ু চক্ষুতে লাগিতেছে এইরূপ বোধ করিয়া চক্ষু জোরে বন্ধ করিয়া রাখে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স, পালসেটিলা অথবা সালফার ক্রোকাসের পর সর্ব্ব রোগে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, উষ্ণ ঋতুতে, উষ্ণ ঘরে, প্রাতঃকালে।

রোগীর বিবরণ

এক স্ত্রীলোকের ৫ মাসে গর্ভস্রাব হয়, এক সপ্তাহ রক্ত ছিল, ফুল বাহির হয় নাই। সে শয্যা হইতে উঠিলেই কৃষ্ণবর্ণ দড়ির ন্যায় লম্বা রক্ত পড়িত। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার গারেন্সি তাহাকে ২০০ শক্তি ক্রোকাস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোকের রাত্রি ৩টা হইতে তৎপর দিন বেলা ৭।৮টা অবধি মুখ হইতে রক্ত উঠিতে থাকে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অল্প অল্প ছিল। কয়েক দিবস প্রাতঃকাল হইতে এইরূপ রক্ত উঠিতে থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং দড়ির ন্যায় লম্বাভাবে বাহির হইত। ডাক্তার রিম্ তাহাকে ক্রোকাস সেবন করাইয়া অতি অল্প সময়ে রক্ত বন্ধ করেন।

কলোফাইলাম Colophylum

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলোফাইলাম থ্যালিকট্রয়ডিস্ (Colophyllum thalictroides)। ইহার যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষতঃ জরায়ুতে আবদ্ধ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাত—বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদিগেতে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় হস্তের অঙ্গুলীতে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে অধিক হয়। যন্ত্রণা প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে সড়িয়া সড়িয়া বেড়ায়, আক্রান্ত সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হয়।

২। প্রসব যন্ত্রণা—অল্পক্ষণ স্থায়ী, অনিয়মিত, আক্ষেপিক এবং অত্যন্ত কষ্টজনক। যন্ত্রণা ঠিক স্বাভাবিক স্থানে না হইয়া উদরে, কুচকি, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থানে সড়িয়া সড়িয়া হয়, অথচ যন্ত্রণায় শিশুর বাহিরে আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। জরায়ুর মুখ কঠিন হইয়া থাকে।

৩। ভ্যাঁদাল ব্যথা—আক্ষেপিক, নিম্নোদরে, কুচকিতে বিস্তারিত হয়।

৪। রক্তস্রাব—নিশ্চেষ্ট (passive), প্রসব কিংবা গর্ভপাতের পর, জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ।

সাধারণ লক্ষণ

১। তাণ্ডবরোগ, হিষ্টিরিয়া কিংবা মৃগীরোগ, প্রথম ঋতুস্রাব সময়ে (duriug establishment of menestrual function) প্রকাশ পায়।

২। শ্বেতপ্রদর—ক্ষতকারক, দুর্ব্বলতাজনক। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা ভারি হয়, অঙ্গুলী দ্বারা উত্তোলন করিতে হয় (জেলস)।

৩। জরায়ু দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব।

৪। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব— রক্ত রসাদি বহা নাড়ীর শিথিলতাহেতু নিশ্চেষ্টভাবে (passive) বহুদিন যাবৎ হইতে থাকে (সিকেলি)।

প্রসব যন্ত্রণা—জরায়ুমুখ ভীষণরূপ কঠিন থাকে, (বেলেডনা এবং জেলসি মিয়াম) সহজে খুলে না। আক্ষেপিক এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া না থাকিয়া চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। জরায়ু গ্রীবায় (cervix) সূঁচ ফুটানসদৃশ যন্ত্রণা হইতে থাকে। কলোফাইলামের প্রসব যন্ত্রণার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—যন্ত্রণা সবিরাম প্রকৃতি (intermittency of pains)। ইহাতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে, তাহা হইতেছে যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে অথচ বহিষ্করণ ক্ষমতা থাকে না (no expulsive effort)। প্রসব যন্ত্রণায় জরায়ুর অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণার স্থান ঠিক থাকে না. যন্ত্রণা কখন কুচকিতে, কখন বক্ষঃস্থলে কখন নিম্নোদরে এইরূপ হইতে থাকে অথচ স্বাভাবিক স্থানে হয় না এবং প্রসূতি যন্ত্রণায় হিম সিম খাইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। রোগী অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান, যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না।

কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা (False labour pain)—অন্তঃসত্ত্বার শেষ সপ্তাহে যখন কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা হয়, কলোফাইলাম প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়।

ভঁ্যাদাল ব্যথা (after pains)—যদিও ভঁ্যাদাল ব্যথায় আর্ণিকাকে সকল চিকিৎসকগণ উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কলোফাইলাম এবং জ্যান্থক্সাইলামও এই বিষয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্ণিকায় উপকার না হইলে এই দুইটি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

শ্বেতপ্রদর—যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বালিকাদিগেতে এমন কি শিশুদিগেতেও শ্বেতপ্রদর প্রকাশ পাইলে যদিও কেলকেরিয়া কার্ব্ব তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু যখন স্রাব প্রচুর হয় এবং শিশুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এইরূপ স্থলে কলোফাইলামকেও চিন্তা করিবে। শ্বেতপ্রদর ক্ষতকারক। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা ভারি হয়, অঙ্গুলি দিয়া ধরিয়া তুলিতে হয়, কপালে ফুস্কুরি প্রকাশ পায়।

বাত—কলোফাইলাম অঙ্গুলির এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলের বাতের (phalangeal and metacarpal joints) বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগেতে এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতেও প্রয়োগ হয়, আক্রান্ত সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হয়।

গর্ভপাত—জরায়ু দুর্ব্বলতাবশতঃ প্রত্যেকবার গর্ভ নষ্ট হইয়া (এলেটেরিস। মানসিক অবসাদসহ রক্তশূন্যতাহেতু—হেলোনিয়াস]।

ক্লেদস্রাব এবং রক্তস্রাব (Lochia and Hæmorrhage)—গর্ভপাতের পর জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ অল্প অল্প রক্তস্রাব লাগিয়াই থাকে (সিকেলি, থ্যালাপ্সি)। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাবও শীঘ্র শুষ্ক হয় না রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতাপ্রযুক্ত অল্প অল্প নিঃসরণ হইতে থাকে, এতদসহ রোগীর শরীরের ভিতর যেন সব কাঁপিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন--ইহা নিম্নক্রম ১x, ২x, ৩x অধিক প্রয়োগ হয়। রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ৩০, ২০০ অনেকে ব্যবহার করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিমিসিফিউগা, পালসেটিলা, সিপিয়া, সিকেলিকর, বেলেডনা।

রোগীর বিবরণ

একজন ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক—হস্তের অঙ্গুলিতে ভীষণ বাতের যন্ত্রণা হয় অঙ্গুলি সমূহ ফুলিয়া গিয়া রাত্রিতে যন্ত্রণা অধিক হইত,

অঙ্গুলি সমূহ রাই (mustard) দিয়া আবৃত করিয়া শয়ন করিত। ইহাতেই একমাত্র যন্ত্রণা উপশম হইত। এই লক্ষণের উপর আমি তাহাকে কলোফাইলাম ৩x প্রয়োগ করি, ইহাতে হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা উপশম হইল বটে কিন্তু ভীষণ প্রসব যন্ত্রণা প্রকাশ পাইল, আমি ভীত হইয়া কলোফাইলাম বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রসবরূপ যন্ত্রণা স্থগিত হইল বটে আবার হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা ফিরিয়া আসিল এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল অবশেষে একটী সন্তান প্রসব হইয়া তুই তিন দিন আর কিছুমাত্র যন্ত্রণা রহিল না। দেখিতে পাওয়া গেল প্রসবান্তক ক্লেদস্রাব ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া জরায়ু রক্তস্রাবে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। স্রাব লাগিয়াই রহিয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ এবং তরল। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং আভ্যন্তরিক কম্পণ হইতেছিল হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা দ্বিগুণ রূপে প্রকাশ পাইল। কলোফাইলাম যদিও দিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু প্রথমবার ইহা প্রয়োগে প্রসবযন্ত্রণাবৎ বেদনা হওয়ায় আর দিতে ভরসা পাইলাম না। আর্ণিকা, সেবাইনা, সিকেলিকর প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হইল না। কলোফাইলাম ২০০ দিলাম এবং তাহাতেই সমুদায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা প্রথম হইতেই কলোফাইলাম রোগী ছিল প্রথমেই যদি উচ্চশক্তি দেওয়া হইত তাহা হইলে স্ত্রীলোকটী এতদিন কষ্ট পাইত না—ডাঃ ন্যাস।

— ———

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা
(Cannabis Indica)

ক্যানাবিস ইণ্ডিকার দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তণ ঘটে। রোগী অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা সময় এবং স্থানের দূরত্ব বিষয়ে অধিক প্রকাশ পায়। (exaggeration of the duration of time and extent of space being most characteristic)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্মরণশক্তি অত্যন্ত কম (very forgetful)। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়। যাহা বলিতেছিল—আর বলিতে পারিল না, আর কথা মনে আনিতে পারিল না।

২। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা—সময় এবং দূরত্ব বিষয়ে অস্বাভাবিক ধারণা, এক মুহূর্ত্তকে একযুগ মনে হয়। একহাত জায়গাকে এক মাইল দূর মনে করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বিটপ প্রদেশে অথবা মলদ্বারে ঢিব্‌লি সদৃশ স্ফীতি বোধ যেন গোলাকার সদৃশ একটি বলের উপর উপবেশন করিয়াছে।

২। প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অত্যন্ত কথা বলে। অল্প সময়কে অধিক সময় বোধ করে, মনে হয় সময় যেন কাটে না—এক মুহূর্ত্ত সময়কে এক যুগ মনে করে। এক হাত জায়গাকে এক মাইল মনে করে (আর্জেণ্টাম নাইট্রি) অত্যন্ত ভোলা মন, সহজেই ভুলিয়া যায়, স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। কথা বলিতে বলিতেই ভুলিয়া যায়—কথা শেষ করিতে পারে না। মনে অনেক প্রকার কথা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বক্তব্য বিষয়কে ভুলাইয়া দেয়। সামান্য কারণেই রোগী হাসে, হাসি সম্বরণ করিতে পারে না। সকল সময় কল্পনা করিতে থাকে অত্যন্ত কল্পনা প্রিয়। মৃত্যু আসিতেছে ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। ক্যানাবিস রোগীর সময় এবং স্থানের দূরত্ব বিষয়ে অস্বাভাবিক রকম ধারণা এবং এই ঔষধের এই লক্ষণটিই অত্যন্ত প্রবল ও পরিজ্ঞাপক।

প্রমেহ—মূত্র শীঘ্র হয় না বসিয়া থাকিতে হয়, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটাও হয়। প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত। প্রমেহ স্রাব পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস (Chordee) হয়। প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। প্রমেহ রোগে ইহাকে কেহ কেহ ক্যান্থারিস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলেন—যখন প্রমেহ রোগের সহিত লিঙ্গোচ্ছ্বাস বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে (it is said to be even superior to cantharis for gonorrhoea when chordee is well marked.

পক্ষাঘাত—ক্যানাবিস এবং ষ্টাফিসাইগ্রিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্থানে ঝিন ঝিন (tingling) থাকিলে চিন্তা করিবে। রাসটক্স, সালফার এবং কষ্টিকাম উক্ত অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয় বটে কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ক্যানাবিস, ষ্টাফিসাইগ্রিয়ার পর হয় এবং বিশেষতঃ যখন পক্ষাঘাত ঠাণ্ডা লাগিয়া উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ব্যবহার হয়। অনেকে মূল অরিষ্ট কিংবা এক শতত্তমিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন কিন্তু আমি উচ্চক্রম

২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া অধিক ফল পাইয়াছি। প্রমেহ রোগে নিম্নক্রম ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে উচ্চক্রম অধিক উপযোগী।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে, কফি, মদ, তামাক পানে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বাতাসে, শীতল জলে, বিশ্রামে।

—

রোগীর বিবরণ

একজন অধ্যাপক, বয়স প্রায় ৪০ হইবে কিছু দিন যাবৎ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগিতেছিল। জানিতে পারিলাম—অনেক দেনা করিয়া এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমি এবং ডাক্তার ইউনান সাহেব এই রোগী দেখিতে-ছিলাম—আমি যখন প্রথমে এই রোগীকে চিকিৎসার্থ গ্রহণ করি—রোগীর যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষণ আছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার আহার হইয়াছে? রোগী বলিল আমি আজ কিছুই খাই নাই, গতকল্য খাইয়াছি, কেহই খাইতে দেয় না—অথচ সেই মাত্র আহার করিয়াছে, আহারের পাত্র সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। এই লক্ষণটি অধিকরূপ প্রকাশ ছিল, এবং সকল সময় এই কথাটি অধিক বলিত। আর্জেন্টাম নাইট্রিকম ২০০ শক্তি এক মাত্রা দিয়াছিলাম তাহাতে উপকার না হওয়ায় ইউনান সাহেবকে আনা হয়, তিনি তাহাকে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা দ্বারা আরোগ্য করেন।

——

ইথুজা (Aethusa)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইথুজা সাইনাপিয়াম। ইহা ভীষণ বিষাক্ত ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা সচরাচর শিশু-দিগের পাকস্থলীর রোগেই অধিক প্রয়োগ হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিশু দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। দন্তোদ্গম কালীন এবং গ্রীষ্মকালে শৈশব কলেরার উত্তম ঔষধ।

২। দুগ্ধ কোন অবস্থাতেই সহ্য হয় না, দুগ্ধ দইএর ন্যায় চাপ চাপ আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়, দুগ্ধ পান মাত্রই বমন হয়। বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া ঝিমাইয়া পড়ে (Intolerance of milk, cannot bear milk in any form, it is vomited in large curds as soon as taken, then weakness causes drowsiness.)

৩। পিপাসা কিছু থাকে না (Complete absence of thirst—Apis, Puls—rev of Ars)

৪। মৃগী রোগবৎ আক্ষেপ—হস্তমুঠা করে, চক্ষু নিম্নদিকে একদৃষ্টে করিয়া রাখে (Eyes turned downwards, pupils fixed and dilated)

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডল যন্ত্রণা এবং উদ্বিগ্নতা পূর্ণ।

২। আহারের ঘণ্টা খানেক পর ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। প্রচুর সবুজ আভাযুক্ত বমন হয়।

বমন—ইহাতে ভীষণ বমনোদ্বগ এবং বমন প্রকাশ পায়। শিশুকে দুগ্ধ পান করান মাত্রই, জোরের সহিত দুগ্ধ উঠিয়া আইসে বমনান্তে শিশু ঝিমাইয়া পড়ে এবং নিস্তেজ হইয়া যায় যদি দুগ্ধ কিছুক্ষণ পেটে থাকে তাহা হইলে দইএর ন্যায় চাপ চাপ আকারে বহির্গত হয়। চাপগুলি অত্যন্ত অম্লগন্ধযুক্ত ঈষৎ সবুজ এবং বড় বড়, এত বড় যে শিশুর গলায় আটকাইয়া যাইবার মত হয় (Very sour curds, so large that it would seem almost impossible the child could have ejected them) বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তন্দ্রা কাটিয়া গেলে পুনরায় শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুগ্ধ পান করে আবার উক্ত প্রকার বমি করে। ইথুজার এই প্রকার বমন এবং অবস্থা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। Aethusa is our mainistay for vomiting of curdled milk in infants during dentition or at other times.) দুগ্ধ কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। শিশুর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত হয়।

এণ্টিমনি ক্রুডাম—ইহাতেও বমন রহিয়াছে কিন্তু ইহার জিহ্বা দেখিলেই আর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার জিহ্বা পুরু শ্বেত প্রলেপে আবৃত। ইথুযায় এই প্রকার কিছুই নাই।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহাতেও ছানা ছানা বমন হয় কিন্তু ইহার সহিত অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ছানা ছানা উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্যালকেরিয়া রোগীর গঠনও একটি বিশেষত্ব।

শৈশব কলেরা—যদি উক্তরূপ বমন শীঘ্র বন্ধ না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই শিশুর কলেরা লক্ষণ প্রকাশ পায়—সবুজ জলবৎ কিংবা হড় হড়ে ভেদ হইতে থাকে। উদরে শূল যন্ত্রণাও হয়। গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং দন্তোদ্গম-

কালীন শিশু কলেরায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশুর দুগ্ধ কোন অবস্থাতেই সহ্য হয় না। কোন পিপাসা থাকে না (complete absence of thirst—apis. Puls)

কনভালসন—মৃগী রোগবৎ আক্ষেপ হয়। হস্তমুঠা করে চক্ষু নিম্নদিকে করে (eyes turned downwards)। চক্ষুতারকা স্থির এবং বিস্তারিত, মুখে ফেনা উঠে, চুয়াল লাগিয়া যায়। নাড়ী দ্রুত এবং শক্ত (quick and hard)। ইথুজার কনভালসনের চক্ষু নিম্নদিকে করিয়া থাকাই হইতেছে বিশেষত্ব।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আমরা ৩০ ক্রমই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ডাক্তার ন্যাস ২০০ ক্রম অধিক অনুমোদন করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এণ্টিম ক্রুড্রাম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, আর্স।

রোগের বৃদ্ধি—আহার এবং পান করার পর, বমনের পর, ভেদের পর, আক্ষেপের পর।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড
(Hydrocyanic Acid)

ইহাকে প্রুসিক এসিডও বলা হয়। ইহার ফিজিওলজিকেল কার্য্য—মস্তিষ্ক মাজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে (cerebro-spinal nervous system) বিশেষতঃ মজ্জাতে (medulla) এবং কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উদ্ধভাগে প্রকাশ পায়। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দ্বারা বিষাক্তের পরিচয় মৃগী (epilepsy), ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কণ্ঠনালীর সঙ্কোচন, বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ-যুক্ত চাপ বোধ, হৃৎশূল ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যাহা কিছু কার্য্য সমুদায়ই স্নায়ুমণ্ডলেরই উপর এবং ইহার কোলাপ্স (collapse) নীলপাণ্ডু (cyanosis), ফুসফুসের অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় নয়।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড যে ধনুষ্টঙ্কারের একটি মহৌষধ তাহা সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার বিজিন (Begin) এবং হিউজেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মহা সম্মিলনে উক্ত এসিড দ্বারা বিষাক্ত লক্ষণ হইতে তাহা ব্যক্ত করেন। মুখমণ্ডলের পেশী, চুয়াল এবং পশ্চাদ্দেশ ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের বর্ণ নীলাভাযুক্ত হয় এবং মুখে ফেনা উঠিতে থাকে। শরীর শক্ত আড়ষ্ট এবং পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া ধনুকের ন্যায় হইয়া যায়, গ্রীবাদেশে খিল ধরিতে থাকে (সিকিউটা)। শ্বাসপ্রশ্বাস আক্ষেপযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া হয়, চুয়াল শক্ত হইয়া লাগিয়া যায়। শরীরের উর্দ্ধভাগ অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া যে নিম্নাঙ্গ আক্রমণ আরম্ভ হয় না ইহা বলা ঠিক নহে, ইহাতে সাধারণ ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ থাকে। কিন্তু হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে medulla-oblongata অর্থাৎ কশেরুকা মজ্জার উর্দ্ধ বিবৃদ্ধি অংশ (the enlarged upper part of spinal cord) অত্যন্ত অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ড, কণ্ঠনালী ইত্যাদির ভীষণ কষ্ট প্রকাশ পায়।

ল্যাকেসিস—চুয়াল ধরিয়া যায় এবং কণ্ঠনালীর আক্ষেপ (spasm)

বশতঃ শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়া মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং রোগী আক্ষেপের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

সিকিউটা ভিরোসা—ইহার আক্রমণ অত্যন্ত ভীষণ। হঠাৎ শরীর আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে থাকে, তৎপর শরীর বিশেষরূপ গ্রীবা, মেরুদণ্ড, মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়। স্পর্শে সঙ্কোচন পুনরায় প্রকাশ পায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, চুয়াল ধরিয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে কিন্তু ইহাতে জ্ঞান থাকে না। ইহা ব্যতীত সিকিউটা, বেলেডোনা, সাইলিসিয়া এবং এন্‌ষ্ট্রা যদি কোন ক্ষত স্থান পূঁজযুক্ত হইয়া অথবা হঠাৎ পূঁজ বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হয় সেইরূপ স্থলেও এই ঔষধসমূহ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিলে রোগ আর প্রকাশ পায় না।

নাক্সভমিকা—থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপ (spasm) হয়, শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভীষণ আড়ষ্ট হয়। ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকে (সিকিউটা, ক্যাম্ফর এবং কুপ্রামে জ্ঞান থাকে না)।

হাইপারিকাম, ভিরেট্রামভিরিডি—ক্ষতস্থানের ভীষণ যন্ত্রণা অথবা শিশুর নাড়ী কাটার কোন প্রকার দোষ হেতু ক্ষত হইতে অথবা স্নায়ুতে আঘাত প্রাপ্ত হেতু ধনুষ্টঙ্কারে ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং আক্রমণ নিবারণ করে।

কোলাপ্স—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড কোলাপ্সের শেষ অবস্থার একটি মহামূল্যবান ঔষধ। কোলাপ্সের ইহার বিশেষত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রকাশ পায়। রোগী যেন খাবি খাইতেছে, নিশ্বাস লইতে বিলম্ব হয়। নিশ্বাস লইয়া প্রশ্বাস ছাড়িতে এত অধিক বিলম্ব হয় যে, মনে হয় রোগীর জীবনবায়ু শেষ হইয়া গেল। রোগী নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে প্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে রোগী যেন দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে। ভেদ বমন বন্ধ হইয়া যায়, নাড়ী লোপ পায়, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইয়া আসে, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল হয়, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম চট্‌ চট্‌ করিতে থাকে, জল পানে গলায় ঢল ঢল শব্দ হয়, সমুদায় শরীর নীলবর্ণ হয়, এসিড হাইড্রো-সিয়ানিক অন্তিমকালের মহৌষধ। এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিবে

হাইড্রোসিয়ানিকের কার্য্য অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী, এই জন্য এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ এমন কি ৫।১০ মিনিট পর পর্ প্রয়োগ করা হয় এবং যদি এসিড হাইড্রোসিয়ানিক প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় অথবা রোগের উপশম হইয়াও হইতেছে না অথবা উপকার ক্ষণস্থায়ী হইতেছে এইরূপ স্থলে পটাসিয়াম সায়েনাইড ৩x চূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর দিবে। ইহার কার্য্য এসিড হাইড্রোসিয়ানিক অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী।

সমগুণ ঔষধসমূহ

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য ব্যতীত অন্য উপসর্গ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, এমন কি রোগীর নাসিকার নিকট রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না। এই প্রকার অবস্থা রোগ অনেকটা উপশম হওয়ার পরও প্রকাশ পায়, ভেদ বমন সুস্থ হইয়াছে রোগীর জীবনে কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই অথচ শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে কিন্তু ফুস্ ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এইরূপ স্থলে ইহাকে স্মরণ করিবে।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস—ইহার বিশেষত্ব যে, রোগী কোলাপ্স অবস্থাতেও শয্যা হইতে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে, শয্যা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিবার চেষ্টা করে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়, হাঁপাইতে থাকে।

আর্সেনিক—হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহাতেও শ্বাককষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে কষ্ট এবং বাধ বাধ ভাব অথচ প্রশ্বাস সহজে ফেলিতে পারে অর্থাৎ এসিড হাইড্রোসিয়ানিকের বিপরীত।

কাশি—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হেতু প্রত্যাবৃত্ত (reflex) কাশিতে এবং ক্ষয়কাশিযুক্ত রোগীদিগের শুষ্ক খুক্খুকে কাশিতেও এসিড হাইড্রোসিয়ানিকের ব্যবহার দেখা যায়।

হুপিং কাশি—ডাক্তার ওয়েষ্ট (Dr. West) হুপিং কাশিতে এসিড হাইড্রোসিয়ানিককে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন—ইহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ঔষধ প্রয়োগ মাত্রই রোগের আশু উপকার হয়

(In whooping cough Dr. West says—that it sometimes exerts an almost magical influence, diminishing the freqeucny and severity of the paroxysms almost immediately)। এসিড্ হাইড্রোসিয়ানিকের কার্য্য অত্যন্ত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। ইহার উপর অধিক সময় নির্ভর করা উচিত নয়। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে যদি কাশির উপশম না হয় তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩×, ৬×, অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিকিউটা, ক্যাম্ফর, ওপিয়ম

এসাফিটিডা (Asafoetida)

ইহার বাংলা নাম হিঙ্গ। দুই প্রকার রোগে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—স্নায়ু রোগে, যেমন হিষ্টিরিয়া। দ্বিতীয়তঃ—অস্থি রোগে, যেমন অস্থি ক্ষতে।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria)—এসাফিটিডার ব্যবহার হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা, এবম্প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর রোগে অত্যন্ত অধিকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এক কথায় হিষ্টিরিয়ার ঔষধই বলা হয় কিন্তু ইহার হিষ্টিরিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে পাকস্থলীতে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার এবং গোলাকার হইয়া গলদেশে ঠেলিয়া ওঠা (sensation as though a ball started in the stomach and rose into the throat)। এই লক্ষণটি এত অধিক পরিজ্ঞাপক যে ইহা ব্যতীত এসাফিটিডা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। রোগী বলিতে থাকে গলায় কি একটি জিনিষ যেন আট্‌কাইয়া আছে তদহেতু সকল সময় ঢোক গিলিতে থাকে, মনে হয় যেন বায়ুর গোলায় গলদেশ বন্ধ

হইয়া যাইবে। ইহাকে অন্ন নালীর (œsophagas) এক প্রকার হিষ্টিরিকেল আক্ষেপ বলা যাইতে পারে। (This lump in the throat, or suffocation, is a sort of hysterical spasm of the oesophagus)।

এসাফিটিডা পেশীর উপর কার্য্য করিয়া অন্ননালী এবং অন্ত্রের বিপরীত দিকে কৃমিবৎ ক্রিয়া (peristaltic action) উৎপন্ন করে কাজেকাজেই বায়ু নিম্নদিকে নিঃসরণ না হইয়া উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। উর্দ্ধদিকে বায়ুর ভীষণ বেগ হয় মনে হয় নিম্নোদরের সমুদয় ভুক্ত দ্রব্য মুখ হইতে ঠেলিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে। ইহা দেখা গিয়াছে স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক স্রাব—যেমন শ্বেতপ্রদর, উদরাময়, হঠাৎ বন্ধ হইয়া অথবা ক্ষতের স্রাব বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধজনিত হিষ্টিরিয়া প্রকাশ পায় এবং তদস্থানে এসাফিটিডা উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত অস্থিক্ষতে, অস্থির প্রদাহে, পারার অপব্যবহার জনিত হিষ্টিরিয়া হইলেও এসাফিটিডা নির্ব্বাচিত হয়।

মস্কাস—এই ঔষধটির সহিত এসাফিটিডার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়; মস্কাসও গুল্মবায়ু গোলকের (globus hystericus) একটি উত্তম ঔষধ। মস্কাসে মূর্চ্ছা হওয়া এবং হিষ্টিরিকেল অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অধিক থাকে, এসাফিটিডায় ইহা অধিক থাকে না বরং এসাফিটিডায় দুর্গন্ধ স্রাব এবং গুল্ম বায়ুর গতি নিম্নদিকে না হইয়া বিপরীত দিকে উর্দ্ধ দিকে হওয়া এবং পেট ফাঁপা লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে।

এসাফিটিডার হিষ্টিরিয়ায়—(১) বিপরীত কৃমিবৎ ক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুর বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধগতি (reverse peristalsis), (২) বদ্ গন্ধযুক্ত উদগার (rancid eructation), দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ (offensive flatus), বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ (tightness of the chest), অবরুদ্ধ স্রাব (checked discharges) এই কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ রাখিবে।

রোগী—এসাফিটিডা রোগী কদাচিৎ পাতলা শীর্ণ হয়, সচরাচর মোটা মেদ প্রবণ। চেহারা দেখিলে তাহার যে কোন রোগ আছে তাহা মনে হয় না, এই জন্য রোগী দুঃখের সহিত বলে—"আমার প্রতি কেহ সহানুভূতি

করে না, কারণ আমার শরীর দেখিলে আমার যে কোন রোগ আছে তাহা মনে করে না, অথচ আমি রোগে ভুগিতেছি।" দেখিতে মোটা থলথলে, অত্যন্ত স্নায়বীক যন্ত্রণা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, হিষ্টিরিয়ায় পূর্ণ।

অস্থি প্রদাহ, অস্থি ক্ষত—এসাফিটিডা অস্থির উপর গভীর কার্য্য করে। অস্থি রোগে ইহাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, অনেকে ইহাকে অরাম মেটালিকমের সমকক্ষ ঔষধ বলেন। ইহাতেও অস্থিরোগের সহিত উপদংশের কারণ জড়িত থাকে। অস্থির যে সমুদায় স্থানের চর্ম্ম অত্যন্ত কম, যেমন টিবিয়া (জঙ্ঘার সম্মুখাংশ), নাসিকা, এতদ্ সমুদায় স্থানের অস্থিতে প্রদাহ এবং ক্ষত অধিক প্রকাশ পায় এবং এসাফিটিডার ক্ষতের বিশেষত্ব হইতেছে যে ক্ষতের পার্শ্বসমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে ক্ষত ধৌত করিতে পারা যায় না (ulcers with extreme sensativeness)। ক্ষতের আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—ক্ষত নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় অনেকটা ল্যাকেসিসের ন্যায় এবং স্রাবযুক্ত। সমুদায় স্রাবই যে স্থান হইতেই হউক ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

অস্থিতে ভীষণ প্রদাহ হয়, ফুলিয়া ওঠে, জঙ্ঘার সম্মুখের অস্থি ব্যতীত উপাস্থিতেও (cartilage), অর্থাৎ যে সমুদায় স্থানে রক্তের সঞ্চালন ক্ষীণ, সেই প্রকার স্থানেও এসাফিটিডায় শীঘ্র ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত গভীর অথবা নালীযুক্ত। যন্ত্রণা উপদংশের ন্যায় রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। ক্ষতের চারি পার্শ্বের শিরাগুলি স্ফীত (varicose veins) হয়। শরীরের সমুদায় গ্রন্থিসমূহ (glands) উষ্ণ হয় এবং দপ দপ করে, সঙ্গে সঙ্গে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। (সাইলিসিয়ায় অস্থিক্ষত দেখ)।

পরিপাক ক্রিয়া—পূর্ব্বেই বলিয়াছি এসাফিটিডায় পাকস্থলীতে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়। বায়ুর এত অধিক সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, অথচ উদ্গারও হইতে থাকে। কোথা হইতে যে এত বায়ু জন্মায়

তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। উদ্গার জোরের সহিত সশব্দে নির্গত হয় এবং ঘন ঘন হয় কিন্তু পেটে বায়ুর কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। উদ্গার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রসুনের গন্ধের ন্যায় এবং পুতিগন্ধযুক্ত। এসাফিটিডার দুর্গন্ধতা একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে—বায়ু কখনই নিম্নদিক দিয়া নিঃসরণ হয় না, সমুদায়ই উর্দ্ধদিক দিয়া ঠেলিয়া বহির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত পেটে খালি খালি বোধ যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কোঁথানিবৎ (bearing down pain) ভীষণ যন্ত্রণা হয়। গাড়ী আরোহণে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত এসাফিটিডা জরায়ুর কর্কট রোগেও ব্যবহার হয়। ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে জরায়ু ক্ষতের যন্ত্রণা এসাফিটিডায় আশু উপকার হইয়াছে।

দুগ্ধ হ্রাস—সন্তান প্রসবের ১০ দিন পর স্তনের দুগ্ধ হ্রাস হইয়া গেলে এসাফিটিডার বিষয় চিন্তা করিবে, এতদ্বিষয়ে অনেকে এসাফিটিডাকে উচ্চ স্থান দেন। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে স্ত্রীলোক অন্তঃসত্বা নয় অথচ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। এই বিষয়ে আমরা মেটিরিয়া মেডিকায় অধিক ঔষধ দেখিতে পাই না—এসাফিটিডাকে স্মরণ রাখিবে।

চক্ষু রোগ—চক্ষুর বিশেষতঃ তারকা মণ্ডলের (iris) প্রদাহে উপদংশ রোগবশতঃ অথবা পারার অপব্যবহারের দোষ হইতে উৎপন্ন হইলেই এসাফিটিডাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। জ্বালা, দপ্ দপ্ যন্ত্রণা এবং অক্ষি-গোলকের চারি পার্শ্বের অস্থিতে বেদনা হয়। এই বিষয়ে অরাম মেটালিকম যদিও সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু অরাম মেটালিকমে উত্তাপে উপশম হয় আর এসাফিটিডায় অক্ষিগোলকে চাপ দিলে উপশম হয়—অরমে হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মস্কাস, চায়না, মার্কিউরিয়াস, অরাম মেট।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, স্পর্শে, বামপার্শ্বে, বিশ্রামে, উত্তাপে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বায়ুতে, সঞ্চালনে, চাপে।

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস
(Cactus Grandiflorous)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ। বাঙ্গালায় ইহা অর্জ্জুন নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকই ইহাকে এতদরোগে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। ক্যাক্টাসের প্রধান কার্য্যই হইতেছে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় শরীর যেন খাঁচায় আবদ্ধ রহিয়াছে। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে পারে না যেন তারগুলি শক্ত করিয়া টানিয়া রহিয়াছে (whole body feels as if caged, each wire being twisted tighter and tighter)

২। গলদেশ, বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, মলদ্বার জরায়ু, যোনিদেশ—সামান্য স্পর্শেই সঙ্কুচিত হইয়া যন্ত্রণা উৎপাদন করে।

৩। হৃৎপিণ্ড যেন হস্তদ্বারা জোরে একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে এইরূপ বোধ। বন্ধনীর দ্বারা যেন বাঁধা

রহিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের যেন জায়গা নাই (Heart feels as if clasped and unclasped rapidly by an iron hand, as if bound "had no room to beat")

৪। শরীরের সর্ব্বস্থান বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশ যেন বন্ধনী দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে, এইরূপ বোধ।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া অনেকটা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা সদৃশ। মস্তকের তালুতে ভার ভার বোধ হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আধক ব্যথা হয়।

২। মৃত্যুভয়, রোগী মনে করে তাহার রোগ আর আরোগ্য হইবে না

৩। ঋতুস্রাব শয়নে স্থগিত হয় (বভিষ্টা, কষ্টিকম)

৪। রক্তস্রাব—নাসিকা, জরায়ু, মলদ্বার, ফুস্‌ফুস, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থান হইতে হয়।

তিনটি লক্ষণ ক্যাক্টাসে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে—(১) সংকোচন (constriction)। অর্থাৎ ফাঁপা অথবা ছিদ্রযুক্ত স্থান সমূহ সঙ্কুচিত হওয়া। (২) টান (contraction) অর্থাৎ চারিদিক হইতে টানিয়া ধরা। (৩) রক্তাধিক্যতা (congestion)। ইহা ক্যাক্টাসের সার্ব্বজনীন লক্ষণ—ইহা ব্যতীত ক্যাকটাস কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। ক্যাক্টাসকে চিনিতে হইলে—constriction, contraction এবং congestion এই তিনটি লক্ষণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মস্তক রক্তাধিক্য হয়, হস্তপদের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল থাকে অথবা বক্ষঃস্থল এবং হৃৎপিণ্ডে অথবা আক্রান্তস্থান অধিক রক্তাধিক্য হয় শরীরের অন্যান্য স্থান শীতল থাকে। ক্যাক্টাসে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া কখনই সমভাবে সম্পাদন হয় না এবং হইতে পারে না কারণ রক্তবহা ধমণীর সংকোচন হেতু সঞ্চালন ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে। ক্যাক্টাসের এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ সংকোচন শরীরের গোল চক্রাকৃতি ফাইবার (fibre)

যুক্ত—নল এবং নালায় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, গলদেশ, অন্নবহা-নলী, যোনিদেশ জরায়ু ইত্যাদি স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশ পায়। (Cntractions that are felt are more upon the surface of the body and in organs having circular fibres—tubes and canals) গলদেশ এবং অন্নবহা নালীর সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত করে। যোনিদেশে আক্ষেপ উৎপন্ন করিয়া সহবাস ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়। জরায়ুপ্রদেশের আক্ষেপ উৎপন্ন করিয়া ভীষণ খেঁচিয়া টানিয়া ধরা যন্ত্রণা আনয়ন করে ইত্যাদি। ক্যাক্‌টাসের সঙ্কোচন সর্ব্বত্রই লাগিয়া আছে, যেখানেই সঙ্কোচন আরম্ভ হয় সেই স্থানই রক্তাধিক্য হয়, ইহা ক্যাক্‌টাসের স্বভাব।

হৃৎপিণ্ড শূল—হৃৎপিণ্ডে ক্যাক্‌টাসের কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ড শূল যন্ত্রণায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যেন হৃৎপিণ্ড তারের খাঁচায় পুরিয়া চারিদিক দিয়া তারগুলি টানা হইতেছে, শরীরের স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না (as if the whole body was held in a wire cage, as if it were being bound tighter and tighter, as if an iron band prevented its normal movement)। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে হৃৎপিণ্ডকে যেন চাপিয়া সঙ্কোচিত করা হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলের ক্যাক্‌টাস একটি অব্যর্থ ঔষধ। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড রক্তাধিক্য হইয়া উঠে এবং সময় সময় গয়েরের সহিত ছিট্ ছিট্ রক্তও থাকে। যন্ত্রণায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, বাম হস্তে যন্ত্রণা বিস্তারিত হয় এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয়। হৃৎস্পন্দন বাম পার্শ্বে শয়নে এবং মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে বৃদ্ধি হয় (at the approach of menses)। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং মৃদু হয়। ক্যাকটাসে হৃৎপিণ্ডের রোগ, প্রদাহিক বাত (inflamatory rheumatism) হেতুই অধিক উৎপন্ন হয় এবং প্রাদাহিক হেতু হইলেই ক্যাকটাস অধিক নির্ব্বাচিত হয় (The heart troubles, of the Cactus are quite apt to be caused by inflammatory rheumatism, where it is one of our best

remedies) : ক্যাক্‌টাসে হৃৎপিণ্ডের রোগে অনেক সময় বাম হস্ত এবং বাম পদের স্ফীতি প্রকাশ পায় ইহা স্মরণ রাখিবে, এবং বাম হস্ত অসাড় বোধ হয় (complete numbness of the left arm along with cardiac conditions in the history of rheumatism)।

আইওডিন—হৃৎপিণ্ডে পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় (sensation as if heart was squeezed together)।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম—একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে এইরূপ বোধ (as if grasped and released alternately)

ল্যাকেসিস—নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই সঙ্কোচন বোধ হয়, রোগী গাত্রাবরণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় (constriction on awaking, throws of covering)।

আর্সেনিক—ভ্রমণে সঙ্কোচন অথবা চাপ বোধ (constriction or oppression on walking)।

বাত—ক্যাক্‌টাস বাতে বিশেষতঃ তরুণ প্রদাহযুক্ত বাতে উত্তম কার্য্য করে। বাতের যন্ত্রণাও সঙ্কোচন প্রকৃতির হয়, যেন আক্রান্ত স্থান বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। টান টান, বন্ধনীর দ্বারা জোর করিয়া কসিয়া বাঁধা হইয়াছে এই প্রকার বোধ। সন্ধিস্থল আক্রান্ত হইয়া এবং ঐ সকল স্থানের বাত সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য না হইয়া, যখন বাত হৃৎপিণ্ডে বিস্তারিত হয় এবং সঙ্কোচনরূপ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, সেইরূপ স্থলে ক্যাকটাসকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ক্যাক্‌টাসের বাতে যন্ত্রণার স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। রোগী এই যন্ত্রণা নানা প্রকারে প্রকাশ করে (where the rheumatism has left the joints partially and the heart has become involved and there is a constriction of the heart)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, মনে হয় হৃৎপিণ্ড জোড়ে চাপিয়া ধরিয়াছে, চাপিয়া পিশিয়া ফেলিতেছে। সময় সময় এই যন্ত্রণা বাম হস্তে বিস্তারিত হয় এবং বাম হস্ত অসাড় বোধ হয় এবং সময় সময় হস্ত ফুলিয়া ওঠে। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণার কোন বিশেষ সময় নাই, থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ভীষণ হয়। ক্যাক্‌টাসের বক্ষঃস্থলের উপসর্গ প্রাতে ১১টা কিংবা রাত্রি ১১টায় বৃদ্ধি হয়।

ঋতু স্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। শয়নে স্রাব স্থগিত থাকে (বভিষ্টা, কষ্টিকম)।

রক্ত স্রাব—ক্যাক্‌টাসে যে কোন স্থান হইতেই রক্ত স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, মলদ্বার, মূত্রাশয় (ক্রোটেলাস, মেলিফো, কস্ফ) ইত্যাদি স্থান হইতে রক্ত স্রাব হয় কিন্তু এতদসহ হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা থাকিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, যেন চাপিয়া পিশিয়া ফেলা হইতেছে, শিরঃপীড়ার সহিত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়। মস্তকের তালুতে ভীষণ চাপ চাপ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় মস্তকের মধ্যস্থল ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে কিন্তু ইহা জোরে চাপিয়া ধরিলে উপশম হয়। মস্তকের তালুতে যেন কোন ভারী জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে, কথাবার্ত্তায়, আলোতে, গোলমালে, শব্দে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। বেলেডোনার ন্যায় ইহাতেও মস্তক রক্তাধিক্য হয় বটে, কিন্তু বেলেডোনায় সমস্ত শরীর উত্তপ্ত করে, ক্যাক্‌টাসে কেবল মস্তক উত্তপ্ত বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগের সহিত এবম্প্রকার লক্ষণ থাকিলেই ক্যাক্‌টাসকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর নিম্নক্রম, মূল অরিষ্ট অথবা ৩x অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। স্নায়বীক হৃৎস্পন্দনে (nervous palpitation) উচ্চক্রম প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—একোনাইট, ডিজিটালিস, জেলসিমিয়াম, ক্যালমিয়া, ল্যাকে, ট্যাবেকাম।

রোগের বৃদ্ধি—বামপার্শ্বে শয়নে, ঋতু স্রাবের সময়।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে।

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

সপ্তম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।